সূচীপত্র

সাপ্তাহিক

আরাফাত

مجلة

شعار التضامن الإسلامي

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৬ বর্ষ

সংখ্যা: ৩৭-৩৮

৩০ জুন ২০২৫

সোমবার

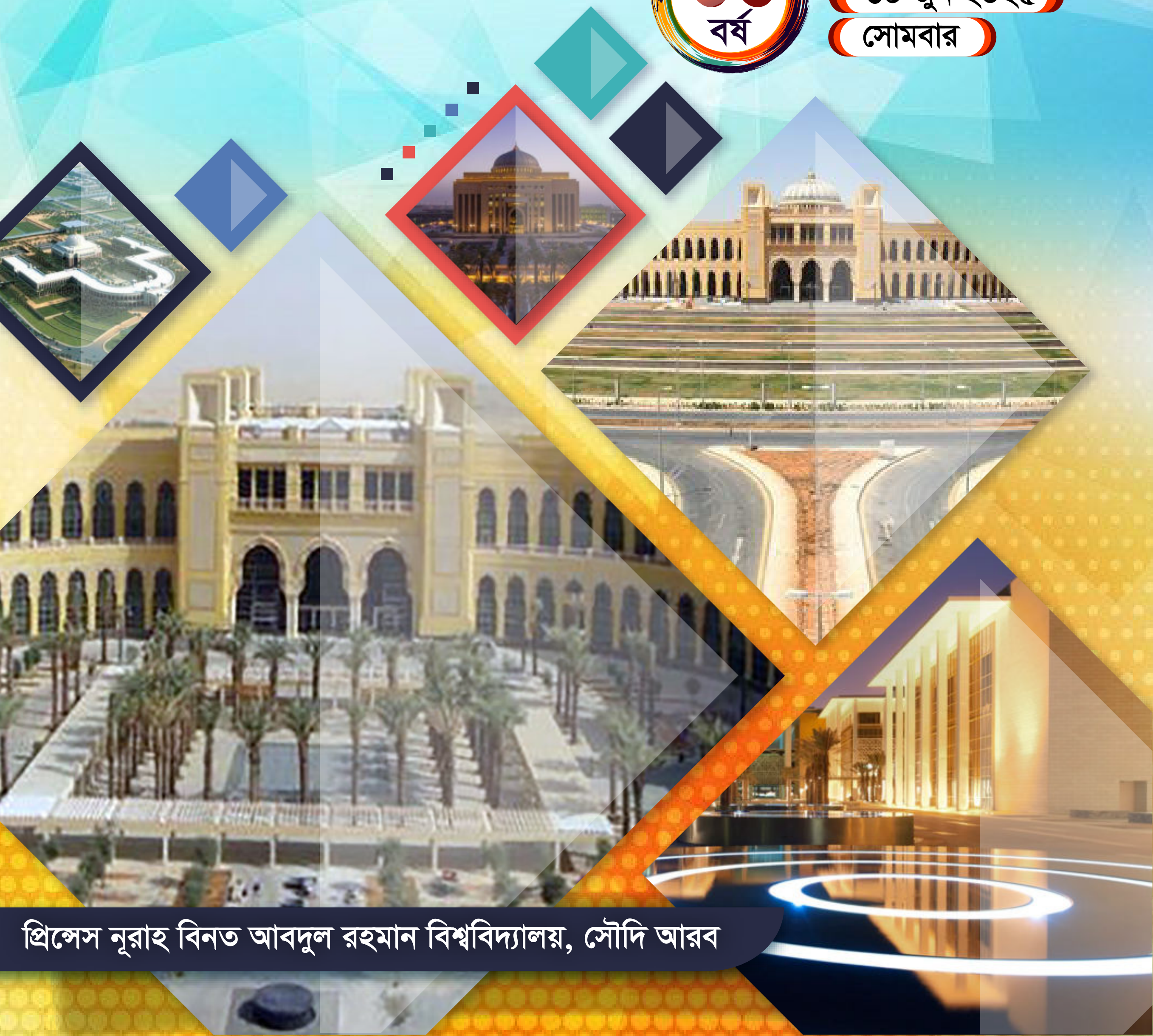

প্রিন্সেস নূরাহ বিনত আবদুল রহমান বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
مجلة أسبوعية دينية أدبية ثقافية وتاريخية الصادرة من مكتب الجمعية

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়ার যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রীম ১০০/- (একশ টাকা) পাঠিয়ে বছরের যে কোন সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৫ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে এক কপি সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ অথবা বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নাম্বারে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর
০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি. বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস
শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক লি.
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

বিশেষ দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগে পৃথক পৃথক মোবাইল নম্বর প্রদত্ত হলো। লেনদেন-এর পর সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রদত্ত মোবাইল নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

Arrow EXPRESS
We keep trust at any cost

আপনার ব্যবসার ডেলিভারি পার্টনার
(দ্রুত, নিরাপদ ও বিশ্বস্ত কুরিয়ার সার্ভিস)

আপনি কি ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পণ্য বিক্রি করেন?
তাহলে আপনার পণ্যের নিরাপদ ও দ্রুত ডেলিভারির দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিন!

Arrow Express : বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা জুড়ে সেম ডে/নেক্সট ডে ডেলিভারি সুবিধাসহ দিচ্ছে সহজ বুকিং, ট্র্যাকিং এবং বিশ্বস্ত সার্ভিস।

কেন Arrow Express?
- ক্যাশ অন ডেলিভারি (COD)
- সেম ডে / নেক্সট ডে ডেলিভারি
- দ্রুত বুকিং ও ট্র্যাকিং সুবিধা
- বড় অর্ডারে বিশেষ রেট

আজই যোগাযোগ করুন: ০১৫৩৭-১১৫৭৬১
www.arrowexpressbd.com

مجلة عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

ধর্ম-দর্শন, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল - ১৯৫৭
রেজি - ডি.এ. ৬০
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড,
ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

* বর্ষ : ৬৬
* সংখ্যা : ৩৭-৩৮
* বার : সোমবার

৩০ জুন -২০২৫ ঈসায়ী
১৬ আষাঢ়-১৪৩২ বাংলা
০৪ মুহাররম-১৪৪৭ হিজরি

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক

সম্পাদক
আবু আদেল মুহাম্মাদ হারুন হুসাইন

সহযোগী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী

ব্যবস্থাপক
রবিউল ইসলাম

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম. শামসুল আলম
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
প্রফেসর ড. আ. ব. ম. সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী
উপাধ্যক্ষ ওবায়দুল্লাহ গযনফর
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
উপাধ্যক্ষ আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ
ড. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী

যোগাযোগ
সাপ্তাহিক আরাফাত
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ী, বিবির বাগিচা ৩নং গেইট, ঢাকা-১২০৪।

সম্পাদক	: ০১৭৬১-৮৯৭০৭৬	বিপণন অফিসার	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯১০
সহযোগী সম্পাদক	: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭	কম্পিউটার বিভাগ	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০৭
ব্যবস্থাপক	: ০১৯৩৩-৩৫৫৯০১	টেলিফোন	: ০২-৭৫৪২৪৩৪

weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com
jamiyat1946.bd@gmail.com

মূল্য : ২৫/-
(পঁচিশ) টাকা মাত্র।

www.jamiyat.org.bd
f/shaptahikArafat
f/group/weeklyarafat

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش

٩٨ نواب فور، داكا-١١٠٠.

الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١

المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)

الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة:

الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)

الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:

الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)

رئيس التحرير: أ/أبو عادل محمد هارون حسين

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ)

দেশ	বার্ষিক	সান্মাসিক
বাংলাদেশ	৭০০/-	৩৫০/-
দক্ষিণ এশিয়া	২৮ U.S. ডলার	১৪ U.S. ডলার
এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
সিঙ্গাপুর	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনাই	৩০ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
মধ্যপ্রাচ্য	৩৫ U.S. ডলার	১৫ U.S. ডলার
আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়াসহ পশ্চিমা দেশ	৫০ U.S. ডলার	২৬ U.S. ডলার
ইউরোপ ও আফ্রিকা	৪০ U.S. ডলার	২০ U.S. ডলার

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

বংশাল শাখা: (সঞ্চয়ী হিসাব নং- ১৩৩৫৯)

অনুকূলে জমা/ডিডি/টিটি/অনলাইনে প্রেরণ করা যাবে।

অথবা

"সাপ্তাহিক আরাফাত"

অফিসের বিকাশ (পার্সোনাল): ০১৯৩৩ ৩৫৫ ৯০৫

নম্বরে বিকাশ করা যাবে। উল্লেখ্য যে, বিকাশে অর্থ পাঠানোর পর কল করে নিশ্চিত হোন!

সূচিপত্র

- সম্পাদকীয় ০৩
- আল কুরআনুল হাকীম :
  - ❖ অন্তরের কপটতা ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি
    শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক- ০৪
- হাদীসে রাসূল ﷺ :
  - ❖ মানব সৃষ্টির রহস্য ও তাকদীরের বাস্তবতা
    শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী- ০৯
- প্রবন্ধ :
  - ❖ মু'জিযাহ্ : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া প্রসঙ্গ : একটি...
    শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী- ১২
  - ❖ দু'আ : একটি পর্যালোচনা
    অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ- ১৪
  - ❖ রহমাতুল্লিল 'আলামীন
    মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ১৮
  - ❖ মাজলিসের ফযীলত ও গুরুত্ব : একটি...
    জান্নাতুল মহল- ২০
- আলোকিত জীবন :
  - ❖ মুহাম্মাদী জীবন চরিত
    মাযহারুল ইসলাম- ২২
- বিশুদ্ধ 'আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস :
  - ❖ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের মাটি কি...
    আরাফাত ডেস্ক- ২৭
- বিশেষ প্রতিবেদন :
  - ❖ ভারতের সংখ্যালঘু সমাচার
    আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ২৮
  - ❖ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক চিহ্ন ওয়্যার সিমেট্রি
    মো. কায়ছার আলী- ৩০
- স্মৃতিচারণ :
  - ❖ প্রিয়, কেন বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকো?
    সাইফুল্লাহ ত্রিশালী- ৩২
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় :
  - ❖ একাউন্ট হ্যাক থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়
    আরাফাত ডেস্ক- ৩৩
- নিভৃত ভাবনা :
  - ❖ কলমের অবদান
    আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন- ৩৩
- পরিবেশ-প্রকৃতি :
  - ❖ বায়ু দূষণ : বিজ্ঞান ও ইসলামের আলোকে...
    আরাফাত ডেস্ক- ৩৫
- কিশোর ভুবন :
  - ❖ খেজুর গাছের কান্না (সত্য ঘটনা অবলম্বনে)
    আবু ফাইয়ায জি রহমান- ৩৭
- কবিতা ৩৮
- জমঈয়ত সংবাদ ৩৯
- শুব্বান সংবাদ ৪২
- ফাতাওয়া ও মাসায়েল ৪৩
- প্রচ্ছদ রচনা ৪৭

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্রম- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

ভ্রান্ত লোকাচারের কুয়াশায় আবৃত আশুরা

ইতিহাসের পাতায় এমন কিছু দিন থাকে, যেগুলো কেবল কালের ধারাবাহিকতায় নয়, হৃদয়ের গভীর প্রদেশে স্থায়ী রেখাপাত করে। আশুরা তেমনই এক দিন– মুহাররমের দশ তারিখ –যেটি ইসলামের ইতিহাসে স্মরণীয় ও বরণীয়। বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা এই দিনে ফেরাউনকে ধ্বংস করেন এবং মুক্তি দেন নবী মূসা (আলাইহিস সালাম) ও তাঁর জাতিকে। ঘটনাচক্রে ৬১ হিজরি সনের এই দিনে কারবালা প্রন্তরে শাহাদাত বরণ করেন রাসূল (ﷺ)-এর দৌহিত্র হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-সহ অনেকে। যদিও ইসলাম স্বীকৃত আশুরা-ই মুহর্রাম-এর সাথে কারবালার অনাকাঙ্খিত ঘটনার দূরতম কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ইসলামের এই মহিমান্বিত দিনটি আজ অনেকের কাছে একরকম 'ধর্মীয় উৎসব' বা 'আবেগের নাট্যমঞ্চ' হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আবরণে ঢেকে গেছে পবিত্র সুন্নাহর স্বচ্ছ রূপরেখা, মুছে যেতে বসেছে সেই জ্যোতির্ময় দিকনির্দেশনা, এই দিন উপলক্ষে যা রাসূল (ﷺ) রেখে গেছেন।

আশুরা একটি আলোকবর্তিকার দিন। আলোকবর্তিকাময় এই দিনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মদীনায় আগমনের পর দেখতে পান যে ইহুদিরা আশুরার এ দিনে সওম পালন করছে। কারণ, এ দিনেই আল্লাহ তা'আলা মূসা (আলাইহিস সালাম)-কে ফেরাউনের কবল থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, "আমরা মূসার অনুসরণে তোমাদের চেয়ে অধিক হক্বদার।" অতঃপর তিনি নিজে সওম রাখেন এবং সাহাবীদেরকেও সিয়াম পালনের নির্দেশ দেন। এভাবে আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীগণ প্রতি ১০ মুহার্রাম সিয়াম পালনে করে আসছিলেন। জনৈক সাহাবী বলেন : হে আল্লাহর রাসূল! এই দিন সেই দিন, যে দিনকে ইয়াহুদীরা সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "আমি বেঁচে থাকলে আগামী বছর ৯ তারিখ (সংযুক্ত করে) সওম পালন করব"। কিন্তু পরবর্তী আশুরা আসার আগেই মহানবী (ﷺ)-এর মহাপ্রয়াণ ঘটে। পরবর্তীতে এ নির্দেশনার আলোকে সাহাবীগণ ৯ ও ১০ দু'দিন সিয়াম পালন করতেন। যুগ পরম্পরায় এভাবেই আশুরার সিয়াম পালন হয়ে আসছে। অপর এক হাদীসে ১০ম তারিখের পূর্বাপর ১ দিন মিলিয়ে ২টি সিয়াম রাখার কথা এসেছে।

অর্থাৎ- আশুরা মূলত ছিল ঈমান, কৃতজ্ঞতা, আত্মসংযম এবং পূর্ববর্তী নবীদের পথ অনুসরণের এক নিখাঁদ অনুশীলন। কিন্তু যখন ধর্মীয় আবেগ সুন্নাহকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, দুঃখজনকভাবে, তখন থেকে আশুরাকে ঘিরে এমনসব প্রথা ও আচরণ চালু হয়ে গেছে, যা ইসলামী শরীয়তের মূল উৎসে পরিলক্ষিত হয় না। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের আড়ালে সমাজে গড়ে উঠেছে মাতম ও বুক চাপড়ানো, তলোয়ার বা জিঞ্জির দ্বারা শরীর রক্তাক্ত করা, দস্তারখান বা নিয়াজের নামে লোক দেখানো আয়োজন, মিছিল ও তাজিয়ার নামে অপব্যয় ও আনুষ্ঠানিকতা, আশুরার সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা ভিত্তিহীন হাদীস ও গল্পগাঁথা।

এসব আচরণ শুধু ইসলামের রীতিবিরুদ্ধ নয়; বরং তা আঘাত হানে রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের শিক্ষা ও চর্চার মর্মে।

আশুরাকে কেন্দ্র করে সুন্নাহর অবমাননা আজ এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যা পরিপূর্ণ আত্মিক বিপর্যয়। স্মর্তব্য যে, ইসলামে সুন্নাহ মানে কেবল 'একটি রেওয়াজ' নয়; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ, সুশৃঙ্খল জীবনব্যবস্থা। আশুরার দিন যখন বিদআত প্রবল হয়, সুন্নাহ তখন অবদমিত হয়। লোকাচারের অতিরঞ্জন, মিথ্যাচার ও আবেগের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় সে পবিত্র শিক্ষা, যা রাসূল (ﷺ) আমাদের দিয়ে গেছেন।

হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র শাহাদাত ছিল সত্য ও ন্যায়ের জন্য আত্মত্যাগের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু তাঁর মৃত্যুতে আমরা যদি এমন কিছু করি, যা ইসলাম সমর্থন করে না, তবে তা হবে তাঁর আত্মত্যাগের আদর্শের অবমাননা।

অতএব এখনই সময় আশুরাকে ঘিরে আমাদের করণীয় নির্ধারণ করা। সত্যের পথে প্রত্যাবর্তন করা। আশুরা আমাদের স্মরণ করায়, সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার অনন্য উদাহরণ। আমাদের উচিত : বিদআত, কুসংস্কার ও লোকাচার থেকে সম্পূর্ণরূপে বিরত থাকা। কারবালার ঘটনাকে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, ধর্মীয় প্রজ্ঞায় মূল্যায়ন করা। সমাজকে শিক্ষিত করা, যেন ধর্মীয় আবেগে ভ্রান্তি না ঘটে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর আদর্শে, সাহাবায়ে কিরামের চর্চায় আশুরাকে ফিরিয়ে আনা। সর্বোপরি ৯-১০ অথবা ১০-১১ই মুহার্রম সওম পালনের মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ মার্জনার সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করা।

পরিশেষে বলব, আশুরা আমাদের কাছে কেবল একটি দিন নয়; বরং একটি বাতিঘর– যা আমাদের ঈমানের নোঙর স্থির রাখে, আমাদের চিন্তা জাগ্রত করে এবং সত্যকে আঁকড়ে ধরার প্রেরণা দেয়। কিন্তু যখন সে বাতিঘর আবেগের ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়ে যায়, তখন পথ হারায় পথিক।

সুতরাং, সজাগ হই। সুন্নাহর দিকে ফিরে তাকাই। রাসূল (ﷺ)-এর প্রদর্শিত পথেই আশুরার মহত্বকে হৃদয়ে ধারণ করি। আত্মবিস্মৃত আবেগ নয়; বরং জ্ঞান, বিবেচনা ও আনুগত্য হোক আমাদের আশুরা পালনের প্রেরণা। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্রম- ১৪৪৭ হি.

আল কুরআনুল হাকীম

অন্তরের কপটতা ও তার ভয়ঙ্কর পরিণতি

–শাইখ আব্দুর রহমান বিন মুবারক★

আল্লাহ তা'আলার অমিয় বাণী

﴿وَعَدَ اللهُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِيْنَ فِيْهَا هِيَ حَسْبُهُمْ ۚ وَلَعَنَهُمُ اللهُ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيْمٌ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

"আল্লাহ মুনাফিক্ব নর, মুনাফিক্ব নারী ও কাফিরদেরকে জাহান্নামের অগ্নির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা স্থায়ী হবে; আর এটাই তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে লানত করেছেন; আর তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি।"[১]

আয়াতে কারীমার মূল বিষয়বস্তু

এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মুনাফিক্বদের করুন পরিণতির কথা উল্লেখ করেছেন। এজন্য আমাদেরকে মুনাফিক্বি আচারণ থেকে দূরে থাকতে হবে।

আয়াতে কারীমার শানে নুযূল, সংক্ষিপ্ত তাফসীর

মুনাফিক্ব কাকে বলে?

(আন নিফাক্ব) শব্দটি আরবী نَفَقٌ মূলধাতু হতে এসেছে। نَفَقٌ শব্দটির অর্থ হচ্ছে, এমন সুড়ঙ্গপথ যার একদিকে প্রবেশ করে অপরদিকে বের হওয়া যায়।

শরিয়তের পরিভাষায়– নিফাক হচ্ছে, বাহ্যিকভাবে ইসলামে প্রবেশ করা; কিন্তু ভেতরে কুফ্র লুকিয়ে রাখা। আর যে ব্যক্তি নিফাক করে তাকে মুনাফিক্ব বলা হয়।

মুনাফিক্বদের ঠিকানা হলো জাহান্নাম : হাদীসে এসেছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (رضي الله عنه)، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِيْ كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيْمِ اللِّسَانِ.

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আমার উম্মাতের উপর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে, এমনসব মুনাফিক্ব, যারা জ্ঞানী কথা বলে।[২]

عَنْ أَبِيْ عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَهُوَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُوْلِ اللهِ (ﷺ) وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ أَصَابِعِيْ هٰذِهِ، وَهُوَ يَقُوْلُ : إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى هٰذِهِ الْأُمَّةِ الْمُنَافِقُ الْعَلِيْمُ، قِيْلَ : وَكَيْفَ يَكُوْنُ الْمُنَافِقُ الْعَلِيْمُ؟، قَالَ : عَالِمُ اللِّسَانِ، جَاهِلُ الْقَلْبِ وَالْعَمَلِ.

আবূ 'উসমান আন্ নাহদী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন, আমি 'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মিম্বারের উপর দাঁড়িয়ে খুৎবাহ্ প্রদান করা অবস্থায় একাধিকবার বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেছেন, এই উম্মাতের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে জ্ঞানী মুনাফিক্ব। জিজ্ঞেস করা হলো, মুনাফিক্ব কি আবার জ্ঞানী হয়? তিনি বললেন, মুনাফিক্ব ভাষায় জ্ঞানী হয়। কিন্তু অন্তর ও 'আমলের দিক থেকে মূর্খ থাকে।[৩]

মুনাফিক্বরা ইসলাম ধ্বংসের বড় কারণ : হাদীসে বর্ণিত,

عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ : قَالَ لِيْ عُمَرُ هَلْ تَعْرِفُ مَا يَهْدِمُ الْإِسْلَامَ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَ يَهْدِمُه زَلَّةُ الْعَالِمِ وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ بِالْكِتَابِ وَحُكْمُ الْأَئِمَّةِ الْمُضِلِّيْنَ.

যিয়াদ ইবনু হুদায়ের (রাহিমাহুল্লাহ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, তুমি কি জানো– কীসে ইসলামকে ধ্বংস করবে? আমি বললাম, না। তখন তিনি বললেন, ইসলামকে ধ্বংস করবে 'আলেমের পদস্খলন, মহান আল্লাহর কিতাবের

★সিনিয়ার শিক্ষক, জামি'আ দারুল হাদীস আল-আরাবিয়্যাহ, গাজীপুর ও গ্রন্থ প্রণেতা।

[১] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৮।

[২] মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৪৩; মুসনাদুল বাযযার- হা. ৩০৫; মু'জামুল কাবীর লিত তাবারানী- হা. ১৪৯৯৫; জামি'উস সগীর- হা. ২৩৯; সিলসিলা সহীহাহ্- হা. ১০১৩; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- হা. ১৩২।

[৩] জামি'উল আহাদীস- হা. ২৮৩১১; কানযুল উম্মাল- হা. ২৯৪০৮।

ব্যাপারে মুনাফিক্বদের বিতর্ক এবং পথভ্রষ্ট নেতাদের বিচার-ফায়সালা।[৪]

মুনাফিক্বদের পরিণাম : মুনাফিক্বদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। দুনিয়াতে মুনাফিক্বরা অনেক খারাপ পরিণামের সম্মুখীন হয় এবং পরকালেও তাদের জন্য থাকবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। নিচে মুনাফিক্বদের পরিণতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো−

মুনাফিক্বদের অন্তরে মোহর পড়ে যায় : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾

"তারা ঐসব লোক, যাদের অন্তরে আল্লাহ মোহর মেরে দিয়েছেন; ফলে তারা নাফসের গোলামী করে চলেছে।"[৫]

তাদের দান-সাদাক্বাহ্ কবুল হয় না : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾

"বলো, তোমরা ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যয় করো অথবা অনিচ্ছাকৃতভাবে, তোমাদের নিকট হতে তা কিছুতেই গৃহীত হবে না; (কেননা) নিশ্চয় তোমরা ফাসিক্ব সম্প্রদায়।"[৬] তাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়বে।

আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করবেন : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ﴾

"তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে?"[৭]

তাদের জন্য রয়েছে আযাবের সুসংবাদ : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

"মুনাফিক্বদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মান্তিক শাস্তি।"[৮]

[৪] দারিমী- হা. ২১৪; শারহুস সুন্নাহ- হা. ১৪৭; সিলসিলাতুল আছার- হা. ৮৯; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ২৬৯।

[৫] সূরা মুহাম্মাদ : ১৬।

[৬] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৫৩।

[৭] সূরা আল মুনা-ফিক্বুন : ৪।

[৮] সূরা আন্ নিসা : ১৩৮।

তাদের 'আমল নষ্ট হয়ে যাবে : আল্লাহ বলেন,

﴿أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

"এরাই হচ্ছে সেসব লোক, দুনিয়া ও আখিরাতে যাদের কর্মফল বিনষ্ট হয়ে গেছে। আর এরাই হচ্ছে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।"[৯]

মুনাফিক্বরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে : আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ﴾

"মু'মিনগণ বলবে, এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে দৃঢ়ভাবে শপথ করেছিল যে, তারা তোমাদের সাথেই আছে? (আজ) তাদের 'আমল নিষ্ফল হয়ে গেছে; ফলে তারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।"[১০]

তাদের মিথ্যা শপথ পরকালে কোনো কাজে লাগবে না : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾

"সেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে পুনরায় জীবিত করবেন। তখন তারা আল্লাহর সামনে শপথ করবে, যেভাবে তোমাদের সামনে শপথ করে থাকে। আর তারা এরূপ ধারণা করবে যে, এতে তাদের কিছু কাজ হবে। সাবধান! নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী (সম্প্রদায়)।"[১১]

কিয়ামতের দিন মুনাফিক্বরা ঈমানদারদের কাছে নূর চাইবে : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ﴾

"সেদিন মুনাফিক্ব পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারী মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে আমরা তোমাদের নূর হতে কিছু গ্রহণ করতে পারি।"[১২]

[৯] সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৬৯।

[১০] সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫৩।

[১১] সূরা আল মুজা-দালাহ্ : ১৮।

[১২] সূরা আল হাদীদ : ১৩।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

মু'মিনরা বলবে– পিছনে নূরের সন্ধান করো : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا﴾

"বলা হবে, তোমরা তোমাদের পেছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান করো।"[১৩]

পরে তাদের মধ্যে পর্দা টেনে দেয়া হবে : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾

"অতঃপর উভয়ের মাঝে একটি প্রাচীর স্থাপিত হবে, সেখানে একটি দরজা থাকবে, যার অভ্যন্তরে রয়েছে রহমত এবং বহির্ভাগে রয়েছে 'আযাব।"[১৪]

আবার তারা মু'মিনদেরকে ডাকবে : আল্লাহ বলেন,

﴿يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ﴾

"তারা তাদেরকে ডেকে (জিজ্ঞেস করবে), আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?"[১৫]

মু'মিনরা তাদের ত্রুটিসমূহ তুলে ধরবে : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ﴾

"তারা বলবে, হ্যাঁ (তোমরা আমাদের সাথেই ছিলে)! কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে এবং সন্দেহ পোষণ করেছিলে। আর (মিথ্যা) আশা-আকাঙ্ক্ষা তোমাদেরকে প্রতারিত করেছে। অবশেষে আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) এসে গেছে; (অপরদিকে) মহাপ্রতারক (শয়তানও) তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত করেছিল।"[১৬]

মুনাফিক্বদের বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ﴾

"আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ নেয়া হবে না এবং কাফিরদের নিকট হতেও নয়। জাহান্নামই তোমাদের আবাসস্থল, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী; আর এটা কতই না নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল।"[১৭]

তারা কাফিরদের সঙ্গে জাহান্নামে থাকবে : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اِنَّ اللّٰهَ جَامِعُ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْكٰفِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক্ব এবং কাফির সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন।"[১৮]

তারা দুনিয়াতেই শাস্তি ভোগ করবে : আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ؕ اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ﴾

"তাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তোমাকে যেন বিমুগ্ধ না করে; আল্লাহ তো এর দ্বারাই তাদেরকে পার্থিব জীবনে (এক ধরনের) শাস্তিতে রেখে দিতে চান। ফলে তারা কাফির থাকাবস্থায় তাদের আত্মা দেহ-ত্যাগ করবে।"[১৯]

পরকালেও তারা কঠিন শাস্তি ভোগ করবে : আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ﴾

"আল্লাহ তাদের জন্য কঠোর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। নিশ্চয় তারা যা করত তা কতই না মন্দ।"[২০]

তাদের 'আযাব বড়ই অপমানজনক : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِتَّخَذُوْٓا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ﴾

---

[১৩] *সূরা আল হাদীদ : ১৩।*
[১৪] *সূরা আল হাদীদ : ১৩।*
[১৫] *সূরা আল হাদীদ : ১৪।*
[১৬] *সূরা আল হাদীদ : ১৪।*
[১৭] *সূরা আল হাদীদ : ১৫।*
[১৮] *সূরা আন্ নিসা : ১৪০।*
[১৯] *সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৮৫।*
[২০] *সূরা আল মুজা-দালাহ্ : ১৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

“তারা তাদের শপথকে ঢালস্বরূপ করে রেখেছে, এভাবে তারা (লোকদেরকে) আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখে। তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।”[২১]

তাদের ধন-সম্পদ কোনো কাজে আসবে না : আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَاۤ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ؕ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ﴾

“আল্লাহর শাস্তির বিপরীতে তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোনো কাজে আসবে না। তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেথায় তারা চিরস্থায়ী হবে।”[২২]

তারা জাহান্নামের নিম্নস্তরে থাকবে : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ فِي الدَّرْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيْرًا﴾

“মুনাফিক্বরা জাহান্নামের নিম্নস্তর থাকবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনো কোন সাহায্যকারী পাবে না।”[২৩]

মুনাফিক্বরা কবরে ফেরেশ্‌তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না : আসমাহ্‌ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমি ‘আয়িশাহ্‌ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)’র কাছে আসলাম, তখন তিনি সালাত আদায় করছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, লোকদের কী অবস্থা? তিনি আসমানের দিকে ইশারা করলেন। আমি দেখলাম, সব লোকই সালাতে দাঁড়ানো। তিনি মুখে ‘সুবহানাল্লাহ’ বললেন। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, এটা কোনো নিদর্শন কি? তিনি মাথা দ্বারা (হ্যাঁ সূচক) উত্তর দিলেন। তারপর আমিও সালাতে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার কারণে আমি জ্ঞান হারালাম। অতঃপর জ্ঞান ফিরার পর আমি মাথায় পানি দিলাম। অতঃপর মহানবী (ﷺ) মহান আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে বললেন, যেগুলো আমাকে কখনো দেখানো হয়নি, আজ এ মুহূর্তে সেগুলো আমি দেখেছি। এমনকি জান্নাত ও জাহান্নামও দেখেছি। আর আমার কাছে ওহী নাযিল করা হয়েছে যে, অবশ্যই কবরে তোমাদেরকে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনার মতো অথবা তার অনুরূপ ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করা হবে। আসমাহ্‌ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) আরো বলেন, কবরে মৃত ব্যক্তিকে বলা হবে, এ ব্যক্তির (মুহাম্মাদ [ﷺ]-এর) ব্যাপারে তোমার কী জানা আছে? তখন ঈমানদার ব্যক্তি উত্তর দেবে, ইনি হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ), তিনি মহান আল্লাহর রাসূল– যিনি আমাদের কাছে বিভিন্ন মু‘জিযাহ্‌ এবং হিদায়াত নিয়ে এসেছিলেন। আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছিলাম এবং তাঁর অনুসরণ করেছিলাম। ইনি হলেন মুহাম্মাদ (ﷺ) এভাবে সে তিনবার এ কথা বলবে। অতঃপর তাকে বলা হবে, তুমি আরামের সাথে ঘুমাও। আমরা জানতাম, তুমি তাঁর প্রতি বিশ্বাসী ছিলে (ফাতিমাহ্‌ [রাযিয়াল্লা-হু আনহা] বলেন, এ স্থলে আসমাহ্‌ [রাযিয়াল্লা-হু আনহা] মু’মিন না মুকিন শব্দ বলেছেন তাতে আমার সন্দেহ রয়েছে। তবে উভয় শব্দের অর্থ একই)।

আর যারা মুনাফিক্ব তারা বলবে, এ ব্যক্তির ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। তবে আমি লোকদেরকে কিছু বলতে শুনেছি, আমিও তাই বলেছি।[২৪]

পরকালে মুনাফিক্ব এবং কাফিরদের অপরাধ আল্লাহ তা‘আলা ক্ষমা করবেন না : সাফ্‌ওয়ান ইবনু মুহরিয মাযিনী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি ‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘উমার (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)’র হাত ধরে চলছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি সামনে এসে বলল, আপনি কিয়ামতের দিন (আল্লাহ তা‘আলা ও তাঁর মু’মিন বান্দাদের) একান্তে কথাবার্তা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কাছে কিছু শুনেছেন কি? তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি যে, নিশ্চয় আল্লাহ তা‘আলা মু’মিন বান্দাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজের কাছে নিয়ে আসবেন। তারপর নিজের হিফাযতে নিয়ে আবরণ দ্বারা তাদেরকে আড়াল করবেন। তারপর বলবেন, অমুক পাপ কি তোমার মনে পড়ে? অমুক পাপ কি তোমার মনে পড়ে? তখন সে বলবে, হ্যাঁ– হে আমার প্রতিপালক! এভাবে আল্লাহ তা‘আলা তার কাছ থেকে সকল পাপের স্বীকৃতি আদায় করবেন। তখন সে (মু’মিন) ব্যক্তি মনে

---

[২১] *সূরা আল মুজা-দালাহ্‌ : ১৬।*
[২২] *সূরা আল মুজা-দালাহ্‌ : ১৭।*
[২৩] *সূরা আন্‌ নিসা : ১৪৫।*
[২৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮৬; মু‘জামুল কাবীর লিত তাবারানী, হা. ১৯৭৯৫; জামে‘উস সগীর- হা. ১০৬৬০।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

করবে যে, তার ধ্বংস অনিবার্য। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপসমূহ গোপন রেখেছিলাম, আজ আমি তা ক্ষমা করে দিলাম। অতঃপর তার 'আমলনামা তাকে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফির ও মুনাফিক্বদের সম্পর্কে সাক্ষীরা বলবে– এরাই তাদের রবের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। সাবধান! অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।[২৫]

হাশ্‌রের ময়দানে মুনাফিক্বদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের রবকে দেখতে পাব? জবাবে তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকাবস্থায় দুপুরের সময় সূর্য দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় কি? সাহাবীগণ বললেন, না। অতঃপর তিনি বললেন, আকাশে মেঘ না থাকাবস্থায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হয় কি? সাহাবীগণ বললেন, না। তারপর তিনি বললেন, ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার জীবন! চন্দ্র-সূর্য কোনো একটি দেখতে তোমাদের যেরূপ কষ্ট হয় না, তদ্রূপ তোমাদের রবকেও দেখতে তোমাদের কোনো কষ্ট হবে না। আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাৎ হবে।

তারপর তিনি বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি, কর্তৃত্ব দান করিনি, জোড়া মিলিয়ে দেইনি, উট-ঘোড়া তোমার কাজে লাগিয়ে দেইনি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে তোমার পানাহারের ব্যবস্থা করিনি? জবাবে বান্দা বলবে, হ্যাঁ– হে আমার রব! তারপর তিনি বলবেন, তুমি কি মনে করতে যে, তুমি আমার মুখোমুখী হবে? সে বলবে, না– তা মনে করতাম না। তিনি বলবেন, তুমি যেরূপভাবে আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তদ্রূপ আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি।

তারপর দ্বিতীয় এক ব্যক্তির মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে। তখন তিনি তাকেও বলবেন, হে অমুক! আমি কি তোমাকে সম্মান দান করিনি, নেতৃত্ব দেইনি, তোমার পরিবার দেইনি, উট-ঘোড়া তোমার কাজে লাগিয়ে দেইনি এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে পানাহারের জন্য তোমাকে কি সুবিধা করে দেইনি? সে বলবে, হ্যাঁ– হে আমার পালনকর্তা! তারপর তিনি বলবেন, আমার সাথে তোমার সাক্ষাৎ হবে এ কথা তুমি মনে করতে? সে বলবে, না। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি যেমন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে অনুরূপভাবে আমিও তোমাকে ভুলে যাচ্ছি।

তারপর তৃতীয় এক ব্যক্তির মহান আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে। এরপর তিনি আগের মতো প্রশ্ন করবেন। তখন লোকটি বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার প্রতি এবং কিতাব ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। আমি সালাত আদায় করেছি, সিয়াম পালন করেছি এবং সাদাক্বাহ্ করেছি। এমনিভাবে সে যথাসাধ্য নিজের প্রশংসা করবে। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা বলবেন, এখনই তোমার মিথ্যা প্রকাশিত হয়ে যাবে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, তারপর তাকে বলা হবে, এখনই আমি তোমার উপর আমার সাক্ষী উপস্থিত করব। তখন বান্দা মনে মনে চিন্তা করতে থাকবে যে, কে তার বিপক্ষে সাক্ষী দেবে? তখন তার জবান বন্ধ করে দেয়া হবে এবং তার উরু, গোশ্‌ত ও হাড়কে বলা হবে, তোমরা কথা বলো। ফলে তার উরু, গোশ্‌ত ও হাড় তার 'আমলের ব্যাপারে বলতে থাকবে। এ ব্যবস্থা এজন্য করা হবে যেন আত্মপক্ষ সমর্থন করার কোনো সুযোগ না পায়।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, এ ব্যক্তি হচ্ছে মুনাফিক্ব যার প্রতি আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট।[২৬]

আয়াতের শিক্ষাসমূহ

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা মুনাফিক্বদের করুন পরিণতির কথা জানতে পারলাম। সুতরাং আমাদের সর্বদা মুনাফিক্বি আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে যাতে পরকালে আমরা মুনাফিক্বদের পরিণতির সম্মুখিন না হই!! আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিফাযত করুন –আমিন। ☒

[২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪৪১; মুসলিম- হা. ৭১৯১; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ১৮৩; মুসনাদে আহমাদ- হা. ৫৪৩৬; মুসান্নাফে ইবনু আবি শায়বাহ্- হা. ৩৫৩৬২; জামে'উস সগীর- হা. ২৭৭৫; মিশকাত- হা. ৫৫৫১।*

[২৬] *মুসলিম- হা. ৭৬২৮; সহীহ ইবনু হিব্বান- ৭৪৪৫; সহীহ আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব- ৩৬০৯; মিশকাত- ৫৫৫৫।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্রম- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল ﷺ

মানব সৃষ্টির রহস্য ও তাকদীরের বাস্তবতা

–শাইখ আব্দুল্লাহিল কাফী আল মাদানী★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমীয় বাণী

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رضي الله عنه) قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوْقُ : إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّه أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِه، وَأَجَلِه، وَعَمَلِه، وَشَقِيٍّ أَمْ سَعِيْدٍ. فَوَاللهِ الَّذِيْ لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَه وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتّٰى مَا يَكُوْنُ بَيْنَه وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.

হাদীসের সরল অনুবাদ

আবূ ‘আব্দুর রহমান ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) (যিনি সত্যবাদী ও যার কথার সত্যায়ন করা হয়), আমাদেরকে বলেছেন : তোমাদের সকলের সৃষ্টি নিজের মাতৃগর্ভে চল্লিশ দিন যাবত শুক্ররূপে জমা হওয়ার মাধ্যমে সূচনা হয়। পরবর্তী চল্লিশ দিন তা জমাট বাধা রক্তরূপে থাকে, পরবর্তী চল্লিশ দিন মাংসপিণ্ড রূপে থাকে, অতঃপর তার কাছে ফেরেশ্তা পাঠানো হয়। অতঃপর সে তার মাঝে রূহ্ প্রবেশ করায় এবং চারটি বিষয় লিখে দেয়ার জন্য তাকে হুকুম দেয়া হয়। তার রুজি, বয়স, কাজ এবং সে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা। অতএব, আল্লাহর কসম, যিনি ছাড়া সত্য কোনো ইলাহ নেই! তোমাদের কেউ জান্নাতবাসীর মতো কাজ করে, এমনকি তার ও জান্নাতের মাঝে একহাত ব্যবধান থাকে, এ অবস্থায় তার ভাগ্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে অতঃপর সে জাহান্নামীর মতো কাজ শুরু করে ফলে সে তাতে প্রবেশ করে। তোমাদের মধ্যে অপর একব্যক্তি জাহান্নামীদের মতো কাজ করে এমনকি তার ও জাহান্নামের মধ্যে মাত্র একহাত ব্যবধান থাকে, পরিশেষে ভাগ্য তার উপর প্রভাব বিস্তার করে অতঃপর সে জান্নাতবাসীর মতো কাজ করে, ফলে সে তাতে প্রবেশ করে।[২৭]

বর্ণনাকারীর পরিচয়

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : আবূ ‘আব্দুর রহমান ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং তিনি ছিলেন ক্রমিক সংখ্যার দিক দিয়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের মাঝে ৬ষ্ঠ ব্যক্তি। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র পরিবারের সন্তান এবং শারীরিক গড়নে খাটো। একদা মক্কায় ‘আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ‘উক্ববাহ্ ইবনু আবূ মু‘ঈত্ব-এর ছাগল চরানো অবস্থায় তার পাশ দিয়ে প্রিয়নবী গমনকালে তার নিকট একটি বকনা ছাগী নিয়ে তার দুধ দোহন করেন। এতে আশ্চর্য হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি মক্কাবাসীদের সামনে প্রকাশ্যে কুরআন তিলাওয়াত করেন। ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) প্রথমে আবিসিনিয়া ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। তিনি বদর, উহূদ ও খন্দকসহ প্রায় সকল যুদ্ধেই নবীজীর সাথে শরীক হন। তিনি ছিলেন নবী (ﷺ)-এর প্রিয়ভাজন সাহাবীদের অন্যতম। মদীনায় একদা নবী (ﷺ) ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ-কে বলেন : কুরআন পড়ো। তিনি বলেন : আপনার প্রতিই তো কুরআন নাযিল হয় আর আপনাকে কুরআন শুনাব? নবী (ﷺ) বললেন : আমি অন্যের নিকট থেকে কুরআন শুনতে পছন্দ করি। অতঃপর তিনি সূরা আন্ নিসার শুরু থেকে তিলাওয়াত করেন এবং ৪১ আয়াতে পৌঁছলে প্রিয়নবী কেঁদে ফেলেন। হিজরি ৩২ সনে ৬০ বছর

★ *শুব্বান বিষয়ক সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩২০৮, সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৪৩।*

বয়সে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মদীনায় ইন্তেকাল করেন। তৃতীয় খলীফা ‘উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন এবং আল-বাক্বীতে তাঁকে দাফন করা হয়। আল-কুরআন-এর জ্ঞানে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ।

হাদীসের ব্যাখ্যা

‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-র বিখ্যাত উক্তি : তুমি দিন কাটাও ‘আলেম, তালেবে ‘ইল্‌ম অথবা (দীনী জ্ঞানের) শ্রোতা হয়ে। এই তিনটির যে কোনো একটির ব্যতিক্রম হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যা : উপর্যুক্ত হাদীসে প্রিয়নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মানবসৃষ্টির স্তরসমূহ পর্যায়ক্রমিক সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। স্তর চারটি হলো শুক্রানু, রক্তপিণ্ড, মাংসপিণ্ড। অতঃপর পরিপূর্ণ মানুষের আকৃতি ও তার মৌলিক চারটি বিষয়ের সিদ্ধান্ত। রিয্‌ক, ‘আমল, আয়ু ও তার তাকদীর, সৌভাগ্য অথবা দূর্ভাগ্য। হাদীসটিতে মানুষ সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক যে ৩টি স্তরের আলোকপাত করা হয়েছে তার প্রতিটির মেয়াদ ৪০ দিন। তিনটি স্তরের সর্বমোট মেয়াদ ১২০ দিন বা ৪ মাস। ৪ মাস পর মাংসপিণ্ডে মহান আল্লাহর নির্দেশে রূহ্ বা আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। মানুষ সৃষ্টির পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনশীল স্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আল কুরআনের কয়েকটি সূরায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন-

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾

“হে মানবজাতি, তোমরা যদি পুনরুত্থানে সন্দিহান হও তবে জেনে রাখো যে, নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মাটি হতে, এরপর বীর্য হতে, এরপর জমাটরক্ত বাধা হতে, এরপর পূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতি বিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে, তোমাদের ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; অতপর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করো। তোমাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুমুখে পতিত হয় আবার কাউকে নিষ্কর্মা বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়, যাতে সে জানার পর জ্ঞাত বিষয় সজ্ঞান থাকে না।”[২৮]

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ○ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ○ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾

“আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে শুক্র বিন্দুরূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি। এরপর আমি এই শুক্র বিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি।”[২৯]

আলোচ্য আয়াতে বানী আদম সৃষ্টির সাতটি পর্যায় উল্লেখিত হয়েছে। তবে ‘আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণিত হাদীসের সুস্পষ্ট ভাষ্য মতে চার মাস পরই মাংসপিণ্ডে আত্মা ফুঁকে দেয়া হয়। এ কারণেই ইমাম আহমাদ (রাহিমাহুল্লাহ) ৪ মাস বয়সী কোনো শিশু মারা গেলে তার জানাযা পড়ার অভিমত পেশ করেছেন। কেননা তাতে আত্মা ফুঁকে দেয়ার পর সে মারা গেছে। আর ভাগ্যলিপিও নির্ধারিত হয় ৪ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর। তবে গর্ভকালীন ভাগ্যলিপির ব্যাপারটি মাখলুক সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বের ভাগ্যলিপির চাইতে ভিন্ন।[৩০]

‘আব্দুল্লাহ ইবনু ‘আম্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন : আল্লাহ তা‘আলা আসমান ও পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে সমস্ত মাখলুকের তাক্বদীর লিপিবদ্ধ করেছেন।[৩১]

তাক্বদীর দুই প্রকার। যথা- ১. স্থায়ী, ২. অস্থায়ী।

স্থায়ী তাকদীর কখনও পরিবর্তন হয় না তবে অস্থায়ী তাকদীর বিভিন্ন কারণে পরিবর্তন হতে পারে। সর্বশেষ ‘আমল মোতাবেকও সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নিরূপিত হয়। সে কারণেই সাহাবী ও তাবেয়ীগণ তাঁদের সর্বশেষ ‘আমল নিয়ে চিন্তা করতেন ও ক্রন্দন করতেন। প্রখ্যাত

---

[২৮] *সূরা আল হাজ্জ : ৫।*
[২৯] *সূরা আল মু’মিনূন : ১২-১৪।*
[৩০] *সূরা আল হাদীদ : ২২।*
[৩১] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৫৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

তাবে'য়ী ইমাম সুফ্‌ইয়ান সাওরী তাঁর সর্বশেষ 'আমলের বিষয়টি নিয়ে ক্রন্দন করে বলতেন, আমার ভয় হয় যদি আমি ভাগ্যলিপিতে দুর্ভাগাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকি। তিনি আরও বলতেন, আমি ভয় করি যে, মৃত্যুকালীন যদি আমার ঈমান ছিনিয়ে নেয়া হয় তবে আমার কী অবস্থা হবে? প্রিয় নবী (ﷺ) প্রায়ই এই দু'আ করতেন, "হে অন্তরসমূহের পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দীনের উপর অটল রাখো।" অতঃপর তাকে বলা হলো– হে আল্লাহর নবী! আমরা আপনার প্রতি ঈমান এনেছি ও আপনার আনিত বিষয়ের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছি, আপনি কী আমাদের ব্যাপারে ভীত? অতঃপর নবী (ﷺ) বললেন : হ্যাঁ, নিশ্চয় অন্তরসমূহ আল্লাহ তা'আলার আঙ্গুলসমূহের দুই আঙ্গুলের মাঝে অবস্থিত, তিনি এগুলোকে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন।[৩২]

হাদীসের শিক্ষা

১. ভাগ্যের ভালো-মন্দ মহান আল্লাহর পক্ষ হতে তা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে হবে। সাথে সাথে মহান আল্লাহর নৈকট্য হাসিলের উপকরণ ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। যেমন- সৎকাজ, রিয্‌ক অন্বেষন ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ ইত্যাদি।

২. সৎকাজে প্রতিযোগিতা করতে হবে ও তা অব্যাহত রাখতে হবে। এমন কোনো 'আমল করা যাবে না যা পূর্ববর্তী সৎ 'আমল বিনষ্ট করে দেয়।

৩. সর্বদা মহান আল্লাহর তাওফীক্ব কামনা করতে হবে। শেষ 'আমল যেন ভালো হয় সেজন্য প্রার্থনা করতে হবে।

৪. মানুষের সৃষ্টি রহস্য ও স্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত ও সুস্পষ্ট বর্ণনা।

৫. ভাগ্যের কতিপয় বিষয় স্থায়ী ও কতক অস্থায়ী।

৬. 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সুন্দর উপস্থাপনায় হাদীস বর্ণনা।

৭. নবী (ﷺ) কর্তৃক মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা। যা বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে পশ্চিমা বিজ্ঞানীগণ গবেষণা করে এর সত্যতা প্রমাণ করেছেন।

৮. মানব জীবনে রক্তের গুরুত্ব। মানুষ সৃষ্টির দ্বিতীয় স্তর হচ্ছে রক্তপিণ্ড। সে কারণে রক্তশূন্য হলেই মানুষ মারা যায়। ☒

[৩২] *মুসনাদে আহমাদ, জামে' আত্ তিরমিযী ও সুনান ইবনু মাজাহ্।*

দু'আ : একটি পর্যালোচনা

[১৭ পৃষ্ঠার পর]

কায়েস থেকে বর্ণিত যে, আমরা খাব্বাব ইবনুল আরতের অসুস্থতা দেখার জন্য গিয়েছিলাম। তাকে সাতটি ছেকা দেয়া হয়েছিল। তিনি বললেন, যদি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মৃত্যুর জন্য প্রার্থনা করতে নিষেধ না করতেন তাহলে আমি মৃত্যু কামনা করে প্রার্থনা করতাম।[৩৩]

(ঙ) আখিরাতের শাস্তি দুনিয়াতে কামনা করা : এমনভাবে দু'আ করা যাবে না যে, হে আল্লাহ! তুমি আমার এ অপরাধের শাস্তি আখিরাতে না দিয়ে দুনিয়াতে দিয়ে দাও। হাদীসে এসেছে–

عن أنس بن مالك أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) عَادَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ قَدْ خَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ، فَقَالَ له رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : هَلْ كُنْتَ تَدْعُو بِشَيْءٍ، أَوْ تَسْأَلُهُ إِيَّاهُ؟ قَالَ : نَعَمْ؛ كُنْتُ أَقُوْلُ : اللّٰهُمَّ ما كُنْتَ مُعَاقِبِي به فِي الآخِرَةِ، فَعَجِّلْهُ لِيْ فِي الدُّنْيَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : سُبْحَانَ اللهِ! لا تُطِيْقُهُ– أَوْ لَا تَسْتَطِيْعُهُ– أَفَلَا قُلْتَ : اللّٰهُمَّ آتِنَا فِيْ الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِيْ الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، قَالَ : فَدَعَا اللهَ له، فَشَفَاهُ.

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একজন মুসলমানের অসুস্থতা দেখার জন্য আসলেন। লোকটি খুবই দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি মহান আল্লাহর কাছে কোনো দু'আ করেছিলে বা কিছু চেয়েছিলে?' সে বলল, হ্যাঁ, আমি দু'আ করতাম– হে আল্লাহ! আপনি যদি আখিরাতে আমাকে ক্ষমা না করেন তাহলে দুনিয়াতেই আমাকে শাস্তি দিয়ে দেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, সুবহানাল্লাহ! তুমি তা বরদাশ্‌ত করতে পারবে না বা সহ্য করতে পারবে না; বরং তুমি এ রকম প্রার্থনা কেন করলে না যে, হে আল্লাহ! দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দাও এবং কল্যাণ দাও আখিরাতে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদের মুক্ত রাখো। এরপর সে আল্লাহর কাছে এ দু'আ করল। ফলে আল্লাহ তা'আরা তাকে সুস্থ করে দিলেন।[৩৪]

[চলবে ইন্‌শা-আল্লাহ]

[৩৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪৩; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৮১।*
[৩৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৮৮।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

মু'জিযাহ্ : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া প্রসঙ্গ : একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

-শাইখ আব্দুল্লাহিল ওয়াহীদ মাদানী★

ভূমিকা : ইসলাম ধর্মের অন্যতম ভিত্তি হলো- রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সর্বশেষ নবী এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে পথ প্রদর্শনের জন্য এক পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা প্রদান করেছেন। এ বিশ্বাসকে দৃঢ় করতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীদেরকে মু'জিযাহ্ (অলৌকিকতা) দ্বারা সমর্থন দান করেছেন। রাসূল (ﷺ)-এর জীবনে বহু মু'জিযাহ্ ঘটেছে, যার মধ্যে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ একটি হলো- চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া। এ ঘটনা কেবল মুসলিম বিশ্বে নয়, আধুনিক বস্তুনিষ্ঠ চিন্তাশীলদের কাছেও এক গভীর আলোচনার বিষয়। এ প্রবন্ধে আমরা কুরআন, হাদীস, ইতিহাস, যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক পরিপ্রেক্ষিতে এ ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ করব।

চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার কুরআনিক প্রমাণ : আল্লাহ বলেন :

﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

"কিয়ামত সন্নিকটে এসেছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে গেছে।"[৩৫]

এই আয়াতে তিনটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান :

১. কিয়ামতের সন্নিকটতা- এটি ভবিষ্যতের এক মহান ঘটনা।

২. চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার উল্লেখ- যা ঘটনার অতীতকাল নির্দেশ করে وَانْشَقَّ।

৩. এটি একটি দৃশ্যমান বাস্তবতা ছিল- ইঙ্গিত রয়েছে যে মানুষ তা প্রত্যক্ষ করেছিল।

এ আয়াতে "ওয়ানশাক্কাল কামার" (চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে) বলার মাধ্যমে বুঝা যায়, এটি একটি ইতিহাসে ইতোমধ্যেই ঘটে যাওয়া অলৌকিক ঘটনা, যা কিয়ামতের এক নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপিত।

হাদীসসমূহে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার বিবরণ : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা শুধু কুরআনেই নয়; বরং বহু সহীহ হাদীসেও এসেছে। বিশেষত সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনান আবূ দাঊদ, জামে' আত্ তিরমিযী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলনে বহু বর্ণনা রয়েছে।

➤ **সহীহুল বুখারী থেকে-** "রাসূল (ﷺ)-এর যুগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা বলল, 'এটি জাদু।' কেউ কেউ ঈমান আনলো, কেউ কেউ অস্বীকার করল।"[৩৬]

➤ **সহীহ মুসলিম থেকে-** "কুরাইশরা নবী (ﷺ)-এর কাছে মু'জিযাহ্ চাইল। তখন তিনি চাঁদের দিকে ইঙ্গিত করলেন এবং চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তারা দুই খণ্ড চাঁদকে স্পষ্টভাবে দেখতে পেল।"[৩৭]

এইসব হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় :

- এটি প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে ঘটেছিল।
- এটি চমকপ্রদ ও অলৌকিক ঘটনা ছিল।
- অবিশ্বাসীরা তা 'জাদু' বলে অভিহিত করেছিল।
- কিন্তু যারা ঈমানদার ছিলেন, তারা এটিকে নবুওয়াতের প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও প্রাচীন বর্ণনা : ইসলামী ঐতিহাসিকগণ। যেমন-

- ইমাম ইবন কাসীর,
- ইমাম কুরতুবী,
- ইমাম নববী,
- আল-হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী।

তাঁরা সকলেই চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়াকে একটি বাস্তব, দৃশ্যমান ও অলৌকিক ঘটনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

➤ ভারতীয় রাজা চেরামান পেরুমালের ইসলাম গ্রহণ একটি ঐতিহাসিক জনশ্রুতি আছে যে, দক্ষিণ ভারতের চেরামান পেরুমাল নামক এক রাজা এই চন্দ্র দ্বিখণ্ডনের ঘটনা স্বপ্নে প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং পরে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি আরব সফরে গিয়ে রাসূল (ﷺ)-এর সাহাবীদের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। যদিও এই

★ *সভাপতি, উত্তরা এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীস।*

[৩৫] *সূরা আল ক্বামার : ১।*

[৩৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮৬৮।*

[৩৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৮০২।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

ঘটনার ঐতিহাসিক দলিল সীমিত, তবে উপমহাদেশের ইসলামী ইতিহাসে এটি ব্যাপকভাবে আলোচিত।

এই ঘটনার স্বরূপ– প্রকৃতি না অলৌকিকতা?

অনেক আধুনিক চিন্তাবিদ প্রশ্ন তুলেছেন : যদি চাঁদ সত্যিই দ্বিখণ্ডিত হতো, তবে তা বিশ্বজুড়ে প্রতিফলিত হওয়ার কথা। পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা কেন তা লিপিবদ্ধ করেনি?

➤ ইসলামী জবাব :

১. মু'জিযাহ্ সবসময়ই নির্বাচিত স্থান ও সময়ের জন্য হয়ে থাকে। এটি সারা পৃথিবী দেখতে পাবে– এমন শর্ত নেই।

২. সে সময়ের বহু অঞ্চলে চন্দ্র পর্যবেক্ষণ প্রযুক্তি বা লিপিবদ্ধকরণের চর্চা তেমন ছিল না।

৩. অনেকে দেখলেও ঘটনাটিকে গুরুত্ব না দিয়ে অযথা ঘটনা ধরে এড়িয়ে গেছে বলে ধরে নেওয়া যায়।

৪. অনেক মু'জিযার মতো এটিও ছিল দর্শনীয়, কিন্তু সংরক্ষণযোগ্য নয়– কারণ এটি এক তাৎক্ষণিক, অলৌকিক ঘটনা।

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ– চন্দ্রপৃষ্ঠ : আধুনিক বিজ্ঞান এখনো এই ঘটনাকে চাঁদের পৃষ্ঠে খুঁজে পায়নি। NASA'র LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) চাঁদের বিভক্তির কিছু "রিজ" বা রেখা (lunar rilles) শনাক্ত করেছে, কিন্তু সেগুলোর সাথে ইসলামী মু'জিযার সম্পর্ক নিরূপণ করা যায়নি।

তবে এটা স্মরণ রাখা জরুরি– মু'জিযাহ্ কখনোই বিজ্ঞানের নিয়মে ব্যাখ্যাযোগ্য নয়; বরং মু'জিযাহ্ বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে।

সংশয়বাদীদের আপত্তি ও তার জবাব :

আপত্তি	ইসলামী জবাব
চাঁদ ভেঙে গেলে বিশ্বের সব সভ্যতা তা দেখত	অলৌকিক ঘটনা বিশেষ স্থান ও ব্যক্তির জন্য হয়।
বিজ্ঞান তার প্রমাণ দেয় না	মু'জিযাহ্ হলো বাস্তব ঘটনার অতিপ্রাকৃতিক রূপ, বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।
ইতিহাসে অন্য কোথাও উল্লেখ নেই	তখনকার তথ্য সংরক্ষণের পদ্ধতি ছিল সীমিত।

উপসংহার : চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়া রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর একটি বিস্ময়কর মু'জিযাহ্, যা কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুপ্রমাণিত। ইসলামী ব্যাখ্যায় এটি ছিল এক অলৌকিক নিদর্শন যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর সত্যতার দলিল হিসেবে দেখিয়েছেন। যদিও আধুনিক বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক রেকর্ডে এ ঘটনার প্রমাণ সীমিত, তবুও ঈমানদারদের জন্য এর যথেষ্ট প্রামাণ্যতা রয়েছে।

এটি আমাদের জন্য ঈমান দৃঢ় করার একটি অনন্য নিদর্শন এবং নবুওয়াতের অলৌকিকত্বে বিশ্বাস স্থাপনের অনুপ্রেরণা।

রেফারেন্স :

১. কুরআন মাজিদ- সূরা আল ক্বামার : ১-২।

২. সহীহুল বুখারী- হা. ৩৮৬৮।

৩. সহীহ মুসলিম- হা. ২৮০২।

৪. তাফসীর ইবনু কাসীর- ইবনু কাসীর।

৫. শরহু মুসলিম- ইমাম নববী।

৬. Dr. Zakir Naik, Harun Yahya-এর গবেষণা (প্রাসঙ্গিক আলোচনা)।

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)'র উপদেশ

'উমার ইবনুল খাত্তাব (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বিখ্যাত তাবি'য়ি ও পণ্ডিত ব্যক্তিত্ব আহনাফ ইবনু কায়স (রহিমাহুল্লাহ)-কে উপদেশ দিতে গিয়ে এই দামি কথাগুলো বলেছিলেন :

১. যে খুব বেশি হাসাহাসি করে, তার মর্যাদা কমে যায়।

২. যে অধিক ঠাট্টা-মশকরা করে, তার ব্যক্তিত্ব ও গাম্ভীর্য লোপ পায়।

৩. যার মধ্যে কোনো একটি বিষয় বেশি দেখা যায়, সেটাকে ঘিরেই সমাজে তার পরিচিতি ছড়ায়।

৪. যে বেশি কথা বলে, সে বেশি ভুল করে।

৫. যে বেশি বেশি ভুল করে, তার লজ্জা কমে যায়।

৬. যার লজ্জা কমে যায়, তার ভেতর মহান আল্লাহর ভয় কমে যায়।

৭. যার আল্লাহভীতি কমে যায়, তার অন্তর মরে যায়।

(ইবনুল জাওযি, সিফাতুস সাফ্ওয়াহ- ১/১৪৪৯)

আসুন! মহান আল্লাহকে ভয় করি, মৃত্যুকে স্মরণ রেখে পথ চলি, সুন্নতি জীবন গড়ি।

দু‘আ : একটি পর্যালোচনা

–অধ্যাপক ড. আহমাদুল্লাহ*

[তৃতীয় পর্ব]

দু‘আ কবূল না হওয়ার কারণসমূহ– একজন মু’মিন বান্দার জীবন যখন দুনিয়াবী নানা পাপে লিপ্ত হয়ে যায় তখন তার আর দু‘আ কবুল হয় না। নিম্নে আমরা এমন পাপের বর্ণনা দিব যে পাপের সাথে যুক্ত ব্যক্তিগণের দু‘আ কখনো কবুল হয় না।

১. হারাম খাদ্য, হারাম বস্ত্র ও হারাম পানীয় পান করলে : মানুষের খাদ্য-পানীয় যেমন শরীর গঠনে ভূমিকা রাখে তেমনি প্রাণ ও আধ্যাতিক ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা আছে। খারাপ-পঁচা খাবার যেমন শরীরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তেমনি অবৈধ পথে উপার্জিত সম্পদ ও খাবার, আত্মা ও প্রাণের ক্ষতি সাধন করে। সুদ, ঘুষ, প্রতারণা, চুরি, ডাকাতি, অন্যের সম্পদ অবৈধভাবে ভোগ দখল, ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাত প্রভৃতি অবৈধ পদ্ধতিতে অর্জিত খাবার খেয়ে বা পোশাক পড়ে দু‘আ করলে তা আল্লাহর কাছে কবুল হয় না।

عن أبي هريرة (رضي الله عنه) قال : قال رسول الله (ﷺ) : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى : ﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا إِنِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ﴾ وقال : ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء : يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك.

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : ‘হে মানব সকল! আল্লাহ পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কোনো কিছু গ্রহণ করেন না। তিনি এ ব্যাপারে মু’মিনদের সে নির্দেশই দিয়েছেন যে নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন রাসূলদেরকে। তিনি বলেছেন : হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু হতে আহার করো ও সৎকর্ম করো; তোমরা যা করো সে সম্বন্ধে আমি সবিশেষ অবহিত এবং তিনি (মু’মিনদের উদ্দেশে) বলেন : হে মু’মিনগণ! তোমাদের আমি যেসব পবিত্র বস্তু দিয়েছি তা হতে আহার করো। এ কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এমন এক ব্যক্তির কথা বললেন, যে দীর্ঘ সফর করে মাথার চুলগুলোকে এলোমেলো করেছে এবং পদযুগল ধুলায় ধুসরিত করেছে, অতঃপর আকাশের দিকে হাত তুলে দু‘আ করে, হে প্রভু! হে প্রভু! কিন্তু তার খাদ্য হারাম, তার পোশাক হারাম, তার শরীর গঠিত হয়েছে হারাম দিয়ে, কিভাবে তার দু‘আ কবুল করা হবে?’।[৩৮]

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যে হারাম খাদ্য খায়, হারাম পন্থায় উপার্জন করে, হারাম উপার্জনের কাপড় পড়ে তার দু‘আ কবুল হতে পারে না। সে যত বড় লম্বা সফর করুক এবং দু‘আ কবুলের যত অনুকূল পরিবেশে থাকুক। জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে দেহের মাংস হারাম মালে গঠিত, তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। হারাম মালে গঠিত দেহের জন্য জাহান্নামই সমীচীন।[৩৯]

২. আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু‘আ করলে : যখন স্পষ্ট হলো দু‘আ হলো সর্বোত্তম ‘ইবাদত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আনুগত্য এবং যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যেই নিবেদন করা মানুষের জন্য কর্তব্য। হোক তা প্রার্থনা অথবা আশ্রয় চাওয়া কিংবা বিপদ-মুক্তি, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে পেশ করা বৈধ নয়। যে এটা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে পেশ করবে সে কাফের হয়ে যাবে, বের হয়ে যাবে মুসলিম মিল্লাত থেকে। যে সকল বিষয় মানুষ সাহায্য করতে সামর্থ্য রাখে শুধু সে সকল বিষয় মানুষের কাছে চাওয়া বৈধ। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা যাবে না হোক নবী, ওলী, পীর, গাউস-কুতুব অথবা ফেরেশ্‌তা কিংবা জিন্ এক কথায় কোনো সৃষ্টিজীবের কাছে দু‘আ করা যাবে না। আল্লাহ বলেন :

﴿وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِيْنَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾

*সহকারী সেক্রেটারি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, রাজশাহী (পশ্চিম) জেলা।

[৩৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩৯৩; জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২৯৮৯; আদ্ দারেমী- হা. ২৭১৭।*

[৩৯] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ১৪৪১; শু‘আবুল ঈমান- হা. ৮৯৭২; আদ্ দারেমী- হা. ২৭৭৯, হাসান।*

সূচীপত্র

“এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকার করে না, অপকারও করতে পারে না। কারণ এরূপ করলে তুমি অবশ্যই জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দিলে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই এবং আল্লাহ যদি মঙ্গল চান তবে তার অনুগ্রহ রদ করার কেউ নেই। তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তিনি মঙ্গল দান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[৪০]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا آخَرَ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

“তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোনো ইলাহকে ডাকবে না, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্বা ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তারই এবং তারই নিকট তোমরা ফিরে যাবে।”[৪১]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন :

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيْبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُوْنَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوْا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوْا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِيْنَ﴾

“সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও সেটাকে সাড়া দেবে না? এবং এগুলো তাদের প্রার্থনা সম্পর্কেও অবহিত নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্র করা হবে তখন এগুলো হবে তাদের শত্রু এবং এগুলো তাদের ‘ইবাদত অস্বীকার করবে।”[৪২]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন :

من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار.

যে মহান আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করল সে জাহান্নামে প্রবেশ করল।[৪৩]

আল্লাহর প্রতি মানুষের সবচেয়ে বড় অবিচার ও সীমালংঘন হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে প্রার্থনা করা। এটা হলো শির্‌ক। আল্লাহ তা‘আলা শির্‌কের অপরাধ কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ﴾

“নিশ্চয় শির্‌ক চরম যুল্‌ম।”[৪৪] তিনি আরো বলেন :

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا﴾

“সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ‘ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।”[৪৫]

মৃত ব্যক্তির কাছে দু‘আ করা, তার কাছে নিজের প্রয়োজন পেশ করা, বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের মাযারে ধর্না দেওয়া, তাদের কাছে তাওয়াজ্জুহ লাভের আশা করা, তাদের কবরে যেয়ে দু‘আ করা হলো মারাত্মক শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত।

যারা কবরে শায়িত, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাদের সকল ‘আমল বন্ধ হয়ে যায়। তারা এখন নিজেদের কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে না, তাহলে প্রার্থনাকারীর প্রয়োজন পূরণ করবে কিভাবে? যারা তাদের কাছে দু‘আ করে তাদের কোনো ধরনের উপকার বা ক্ষতি তারা কখনো করতে পারে না। অনেকে মনে করেন, তাদের মাযারে যেয়ে নিজেদের প্রয়োজন সম্পর্কে দু‘আ করলে কবরবাসী ওলী বা পীর মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ কবুলের জন্য সুপারিশ করবেন। আমরাতো এ ধারণা করি না যে তারা নিজেরা আমাদের কোনো কিছু দিতে পারবেন।

ভালো কথা বটে, কিন্তু এ ধারণা করাই তো শির্‌ক। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে মুশরিকদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন তারাতো দেব-দেবীগুলোকে সৃষ্টিকর্তা বা মৃত্যুদাতা কিংবা রিয্‌কদাতা মনে করত না। এ সকল ব্যাপারে তারা মহান আল্লাহকে প্রভু বলে স্বীকার করত। কিন্তু তারা মনে করত এ সকল দেবদেবী মহান আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করবে এবং এগুলোর মাধ্যমে তারা আল্লাহ তা‘আলার নৈকট্য ও অনুগ্রহ লাভ করবে। যেমন- তাদের বক্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفَى﴾

“(তারা বলে−) আমরা এদের উপাসনা এজন্য করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।”[৪৬]

তাই এ ধারণা পোষণ করা যে নবী বা ওলীর মাযারে গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু‘আ করলে তারা আমাদের দু‘আ

[৪০] *সূরা ইউনুস : ১০৬-১০৭।*
[৪১] *সূরা আল ক্বাসাস : ৮৮।*
[৪২] *সূরা আল আহ্‌ক্বা-ফ : ৫-৬।*
[৪৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৯৭।*
[৪৪] *সূরা লুক্বমা-ন : ১৩।*
[৪৫] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ১১০।*
[৪৬] *সূরা আয্‌ যুমার : ৩।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

কবুলের ব্যাপারে সুপারিশ করবেন– মস্তবড় শির্ক। যদি নবী বা কোনো গাউস-কুতুব বা আওলিয়ার কবরে গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে দু'আ করা শির্ক হয় তাহলে তাদের কাছে দু'আ করা কত বড় জঘন্য শির্ক! রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যুগের নিকৃষ্ট মুশরিকরাও এ ধরনের শির্ক করত না। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলিমকে শির্ক থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক্ব দান করুন। তিনি যাকে সঠিক পথ দেখান সে সঠিক পথের দিশা পেয়ে থাকে।

৩. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা থেকে বিরত থাকলে– প্রতিটি মুসলিমের ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল প্রদত্ত দায়িত্ব হলো সমাজে সে সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে। যদি এ দায়িত্ব পালন করা না হয় তবে দু'আ কবুল করা হবে না। হাদীসে এসেছে–

عن حذيفة (رضي الله عنه) عن النبي (ﷺ) قال : لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتنهَوُنَّ عن المنكرِ أو ليوشِكَنَّ اللهُ يبعثُ عليكم عذابًا منه ثمَّ تدعونه فلا يستجيبُ لكم.

হুযাইফাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেন, নবী কারীম (ﷺ) বলেছেন : তোমরা অবশ্যই সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি শাস্তি নাযিল করবেন অতঃপর তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তিনি তা কবুল করবেন না।[৪৭]

৪. দু'আ কবুলে তাড়াহুড়ো করা : যেমন- হাদীসে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ) أَنَّهُ قَالَ : لَا يَزَالُ يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيْعَةِ رَحِمٍ، مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا الْاِسْتِعْجَالُ قَالَ : يَقُوْلُ : قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ، فَلَمْ أَرَ يَسْتَجِيْبُ لِيْ، فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, বান্দার দু'আ সর্বদা কবুল করা হয় যদি সে দু'আতে পাপ অথবা আত্মীয়তার সম্পর্কের ছিন্ন করার কথা না বলে এবং তাড়াহুড়ো না করে। জিজ্ঞেস করা হলো– হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াহুড়ো বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, দু'আতে তাড়াহুড়া হলো, প্রার্থনাকারী বলে আমিতো দু'আ করলাম কিন্তু কবুল হতে দেখলাম না। ফলে সে নিরাশ হয় ও ক্লান্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়।[৪৮]

দু'আয় এ ধরনের ত্বরা করা আল্লাহ তা'আলা অপছন্দ করেন। যেমন- তিনি বলেন :

﴿وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُوْلًا﴾

"আর মানুষ অকল্যাণের দু'আ করে; যেভাবে সে কল্যাণের দু'আ করে; তবে মানুষ তো অতিমাত্রায় ত্বরা প্রিয়।"[৪৯]

তবে দু'আর ভিতরে এ কথা বলা নিষেধ নয় যে, হে আল্লাহ! এটা আমাকে খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দাও। দু'আতে ত্বরা করার অর্থ হলো দু'আ করে কেন এখনো দু'আ কবুল হলো না এমন ভাবনা নিয়ে ক্লান্ত হয়ে দু'আ করা ছেড়ে দেয়া।

৫. অন্তরে উদাসীনতা বিদ্যমান থাকলে– মুখে দু'আ করে আর যদি দু'আর প্রতি অন্তর উদাসীন থাকে তাহলে দু'আ কবুল হয় না। যেমন- হাদীসে এসেছে–

عن أَبِيْ هريرة (رضي الله عنه)، قال : قال رسوْل الله (ﷺ) : "ادْعُوْا اللهَ وَأَنْتُمْ مُوْقِنُوْنَ بالإِجابَةِ، وَاعْلَمُوْا أَنَّ الله تَعالى لا يَسْتَجِيْبُ دُعاءً مِنْ قَلْبٍ غافِلٍ لاهٍ".

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : প্রার্থনা কবুল হবে এ দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তোমরা দু'আ করবে এবং জেনে রাখো আল্লাহ তা'আলা কোনো উদাসীন অন্তরের প্রার্থনা কবুল করেন না।[৫০]

অতএব দু'আয় যা কিছু বলা হবে তার প্রতি অন্তরের একনিষ্ঠ ভাব থাকতে হবে। মুখে যা বলা হলো, মন তার কিছুই বুঝল না। আবার অন্তর বুঝল ঠিকই, কিন্তু তার কথার প্রতি একাগ্রতা ছিল না, মনে ছিল অন্য চিন্তা-ভাবনা। তাহলে এ দু'আকে বলা হবে উদাসীন অন্তরের প্রার্থনা। যা আল্লাহ তা'আলা কবুল করেন না।

৬. ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ ধরনের দুর্বলতার কারণে– যেমন- আবূ মূসা (আলায়হিস সালাম) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

عن أَبِيْ مُوْسٰى، عَنِ النَّبِيِّ (ﷺ)، ثَلَاثَةٌ يَدْعُوْنَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ : رَجُلٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَمْ يُطَلِّقْهَا،

---

[৪৭] আত্ তিরমিযী- হা. ২১৬৯; আহমাদ- হা. ২৩৩০১; বায়হাক্বী- ২০২২৪, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৪৮] সহীহুল বুখারী- হা. ৬৩৪০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৭৩৫।

[৪৯] সূরা বানী ইসরা-ঈল : ১১।

[৫০] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৪৭৯; বায্যার- হা. ১০০৬; সহীহুল জামি' - হা. ২৪৫, হাসান।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

وَرَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ آتَى سَفِيهًا مَالَهُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : (وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ).

তিন ব্যক্তি এমন যে তাদের দু'আ কবুল করা হয় না। **এক.** যে ব্যক্তির অধীনে দুশ্চরিত্রা নারী আছে কিন্তু সে তাকে তালাক দেয় না। **দুই.** যে ব্যক্তি অন্য লোকের কাছে তার পাওনা আছে কিন্তু সে তার স্বাক্ষী রাখেনি। **তিন.** যে ব্যক্তি নির্বোধ ব্যক্তিকে সম্পদ দিয়ে দেয় অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমরা নির্বোধদেরকে তোমাদের সম্পদ দিও না।[৫১]

৭. দু'আয় সীমালংঘন ও অতিরঞ্জন করলে– যেমন- হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের সম্পদ, সৌন্দর্য, হুর-গেলমান, দুধের নহর ইত্যাদি চাই। হে আল্লাহ! আমি জাহান্নামের আগুন থেকে, তার শিকল ও বেড়ি থেকে, ফুটন্ত পানি ও পুঁজ থেকে পানাহ চাই। হে আল্লাহ! আমি জান্নাতের ডান দিকে সাদা মহল চাই- ইত্যাদি বলে দু'আ করা বৈধ নয়। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে জাহান্নাম থেকে রেহাই পেতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাওয়াই যথেষ্ট। তাই তো সেই দু'আ করা উচিত, যার শব্দ কম অথচ অর্থ অনেক ব্যাপক।[৫২] আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾

"তোমরা বিনীতভাবে ও গোপনে তোমাদের প্রতিপালককে ডাকো, তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৫৩]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তিনি সীমালংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। তাই দু'আর মধ্যে সীমালংঘন করলে আল্লাহ সে দু'আ কবুল করবেন না। দু'আয় সীমালংঘন কী? এ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে–

(ক) উচ্চস্বরে বা চিৎকার করে দু'আ করা : একদল সাহাবী আল্লাহ তা'আলার নিকট চিৎকার করে প্রার্থনা করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাদের লক্ষ্য করে বললেন :

أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوْا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيسَ تَدْعُوْنَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُوْنَ سَمِيْعًا قَرِيْبًا، وَهو معكُمْ.

হে মানবসকল! তোমরা নিজেদের ব্যাপারে মার্জিত পন্থা অবলম্বন করো। তোমরা কোনো বধির বা অনুপস্থিত সত্তাকে আহ্বান করছ না। তোমরাতো ডাকছ এমন সত্তাকে যিনি সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটে এবং তোমাদেরই সঙ্গে।[৫৪]

(খ) দু'আয় শির্‌ক করা : আল্লাহ ব্যতীত কোনো নবী, ওলী বা পীরদের মাজারে দু'আ করা, গাছ, পাথর, পাহাড়. দেব-দেবী, প্রতিকৃতির সামনে দু'আ করা শির্‌ক। এমনিভাবে দু'আতে এমন ওয়াসীলা দেওয়া, কুরআন বা সহীহ হাদীসে যার প্রমাণ নেই তাও শির্‌ক।

(গ) বিদআতী পন্থায় দু'আ করা : এমন পদ্ধতিতে দু'আ করা যে পদ্ধতি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। যেমন- নামাযের পর দু'আ বা যিক্‌র করেছেন বা করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু জামা'আতবদ্ধভাবে হাত তুলেননি বা তুলতে নির্দেশ দেননি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর প্রতিদিন জামা'আতের সঙ্গে দু'আ করা এবং এটাকে সুন্নাত মনে করা বিদ'আত। এমনিভাবে দাফনের পর দু'আ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু হাত তুলতে বলেননি বা নিজেও হাত তুলে ওখানে দু'আ করেননি, বর-কনের জন্য দু'আ করেছেন, কিন্তু হাত তুলেননি। কেউ এগুলোকে সুন্নাত মনে করে পালন করলে তা বিদ'আত হবে। ইমাম মাসরুক বলেন, 'জুমু'আর দিন ইমাম মুক্তাদী মিলে যারা হাত তুলে দু'আ করে আল্লাহ তাদের হাত কেটে নিক।[৫৫]

(ঘ) নিজের মৃত্যু কামনা করে দু'আ করা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

لَا تَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ به، فإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا لِلْمَوْتِ فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي ما كانَتِ الحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وتَوَفَّنِي إذا كَانَتِ الوَفاةُ خَيْرًا لِي.

বিপদ-বালা-মুসীবতের কারণে তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। যদি এ সম্পর্কে কোনো দু'আ করতেই হয় তবে বলবে– হে আল্লাহ! যতক্ষণ আমার জীবন আমার জন্য কল্যাণকর হয় ততক্ষণ আমাকে জীবিত রাখুন। আর যখন মৃত্যু আমার জন্য কল্যাণকর হবে তখন আমাকে মৃত্যু দান করুন।[৫৬] হাদীসে আরো এসেছে–

عن قيس قال : أتينا خباب بن الأرت نعوده وقد اكتوى سبعا فقال : لو لا أن رسول الله (ﷺ) نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.

[১১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৫১] হাকিম- হা. ৩১৮১; বায়হাক্বী- হা. ২০৩০৪; আদ্ দায়লামী- হা. ২৪৯৬; ত্বহাবী- হা. ৩০৭৫, সহীহ।
[৫২] সুনান আবূ দাঊদ- ১/২৪, ২/৭৭।
[৫৩] সূরা আল আ'রাফ : ৫৫।
[৫৪] বুখারী- হা. ২৯৯২ ৪২০২; সহীহ মুসলিম- হা. ৭০৩৭।
[৫৫] মুসান্নাফ ইবনু আবী শাইবাহ- হা. ৫৪৯১ ও ৫৪৯৩।
[৫৬] সহীহুল বুখারী- হা. ৫৬৭১।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

রহমাতুল্লিল ‘আলামীন

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম★

রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) গোটা বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। শুধু মানব জাতির জন্য নয়; বরং মানব, দানব, কীট পতঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য তিনি ছিলেন রহমত। এজন্য তাঁর নামকে বিশেষায়িত করা হয় “রহমাতুল্লিল ‘আলামীন”। অনুপম চরিত্র, হৃদয় জুড়ানো মহত্তম আদর্শ, দয়া, মায়া, সৌহার্দ্য পূর্ণ আচরণ, ভালোবাসা, নীতি নৈতিকতার দীপ্ত অনুপ্রেরণায় যে বিরল দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন তিনিই মুহাম্মদ (ﷺ)। উম্মতের রহমাতুল্লিল ‘আলামীন। নবী (ﷺ) কেন রহমাতুল্লিল ‘আলামীন? কী এমন মহত্তম আদর্শ ছিল, যে আদর্শ ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের মন কেড়ে নিয়ে হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছেন। সেই বিষয়ে আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনার প্রয়াসমাত্র।

রহমাতুল্লিল আলামিনের বহিঃপ্রকাশ :

১. স্মরণ করুন! যখন নবী (ﷺ) ইসলাম প্রচার করতেছিল সেই মূহূর্তে তাঁর উপর বিভিন্ন দিক থেকে অপবাদ, তোহমত এমন নির্যাতনের স্ট্রীম রোলার চালানো হচ্ছিল। এমন একটি সংকটময় মুহূর্তে স্বয়ং জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) নবী (ﷺ)-এর নিকটে এসে বলেন, আপনি শুধু একবার অনুমতি দেন, আমি তাদের উপর এই বিশাল পাহাড় চাপিয়ে দিবো। রাসূল (ﷺ) কত দয়ার নবী, রহমের নবী! তিনি চাইলেই প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে রহমের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। বলেছেন, না। আমি আশাবাদী এদের থেকে এমন এক প্রজন্মের আবির্ভাব হবে যারা শুধুমাত্র এক মহান আল্লাহর ‘ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কোনো শরীক করবে না।

এই বাস্তব চিত্র দেখুন! যেই জাতি তাঁকে তিরস্কার করে, অপবাদ দেয়, নির্যাতন করে। সেই জাতিকে এমন সুযোগ পেয়েও তিনি প্রতিশোধ নিলেন না; বরং ক্ষমা, ভালোবাসা, দয়ার পরশে সব ভুলিয়ে দিলেন। রহমাতুল্লিল ‘আলামীন-এর রহমতের চাইতে আর কি বড় রহমত হতে পারে?

২. নবী (ﷺ) নামাযকে হালকাকরণ শিশুর কান্না শুনে, দয়ার্দ্রতার বহিঃপ্রকাশ :

«إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ».

নবী (ﷺ) বলেন– আমি অনেক সময় দীর্ঘ করে সালাত আদায়ের ইচ্ছা নিয়ে দাঁড়াই। পরে শিশুর কান্নাকাটি শুনে সালাত সংক্ষেপ করি। কারণ শিশুর মা’কে কষ্টে ফেলা আমি পছন্দ করি না।[৫৭]

৩. বিধানের হালকাকরণ, উম্মতের উপর রহমের বহিঃপ্রকাশ : রাসূল (ﷺ) উম্মতের উপর রহম করেছেন বলেই তিনি এমন অনেক বিধান ছিল যেগুলো তাঁর নিয়মতান্ত্রিক পালনের কারণে অটোমেটিক ফর্‌য বা ওয়াজিব হয়ে যেত। কিন্তু তিনি যেহেতু নিজ উম্মতের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত তাই তিনি এমন অনেক বিধানে নিয়মতান্ত্রিকতায় ছাড় দিয়েছেন উম্মতের সহজের জন্য, যাতে করে উম্মতের উপর বিধান হিসেবে ফর্‌য না হয়। যেমন- আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

"لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ".

যদি আমি আমার উম্মতের উপর কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রত্যেক নামাযের সময় মিসওয়াক করার আদেশ করতাম।[৫৮]

একটু চিন্তা করুন! উম্মতে উপর কষ্টকর হবে বলে তিনি এই কাজকে ফর্‌য হিসেবে আখ্যায়িত করেননি। যদি এই কাজের নির্দেশ দিতেন তাহলে এটা সকল উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য ফর্‌য, মান্যবর বলে গণ্য হত। যেহেতু সবার সব নামাযে এভাবে মিসওয়াক করা সম্ভব নয় তাই তিনি বিষয়টি হালকাকরণ করেছেন উম্মতের সহজের জন্য। এটাই রাসূলের রহমতের বহিঃপ্রকাশ।

আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করুন! তারাবির নামায তিনি জামা‘আতে তিন দিনের বেশি পড়েননি। কারণ যখন দেখলেন মানুষের উপস্থিতি দিন দিন বাড়ছে। তাই তিনি তিন দিনের পর আর নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জামা‘আতে আদায় করলেন না। কারণ ছিল যদি তিনি এভাবে সকলে মিলে জামা‘আতে আদায় করে না জানি আল্লাহ উম্মতের উপর ফর্‌য করে দিতে পারে। এই আশংকায় তিনি ধারাবাহিকভাবে আদায় করা থেকে বিরত ছিলেন। যদি এই নামায ফর্‌য করে দেয়া হত তাহলে উম্মতে মোহাম্মদীর পক্ষে আদায় করা কষ্টকর হত। যা হয়তো আমরা আজকে হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ফর্‌য নামাযেই মুসল্লীদের আশানুরূপ পাওয়া যায় না আর ঐ নামায ফর্‌য হলে তো আরো কঠিন অবস্থা হত!

★ *শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক একাডেমী, সদর দিনাজপুর।*

[৫৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৭।*

[৫৮] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ২৩৪৮৬।*

এর দ্বারাও রাসূলের রহমতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

৪. প্রাণীকে ভালোবাসা, দয়া করার মাধ্যমে রহমতের বহিঃপ্রকাশ : রাসূল (ﷺ) সকলের জন্য ছিলেন রহমত। প্রাণীকেও তিনি রহমতের দৃষ্টিতে দেখতেন। এজন্য তিনি বলেছেন : একজন মহিলা একটি বিড়ালকে কষ্ট দেয়ার কারণে জাহান্নামে যায়। কারণ ছিল সেই মহিলা বিড়ালকে আটকিয়ে রাখে, খাবার দিতো না। ফলে এভাবেই মারা যায়। আবার তিনি বলেছেন : একজন মেয়ে কুকুরকে পানি খাওয়ানোর কারণে জান্নাতে প্রবেশ করে। অথচ সেই মহিলা ছিল দেহ ব্যবসায়ী। এভাবেই রাসূল পশু-প্রাণীর প্রতি সদয়, দয়া প্রদর্শনের জন্য উৎসাহিত করতেন।

৫. প্রাণীকে জবাই করার ক্ষেত্রে সহনশীল, সহানুভূতি প্রকাশ : রাসূল (ﷺ) কত বড় সহনশীল, সহানুভূতি প্রকাশকারী ছিলেন! তাঁর বাস্তব চিত্র দেখুন। একটি প্রাণীকে জবাই করার ক্ষেত্রেও তিনি বলে দিয়েছেন ছুরি খুবই ধারালো, তীক্ষ্ণ হতে হবে। পশুকে জবাই করার সময় কোনো রকম কষ্ট ছাড়াই জবাইয়ের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাড়াতাড়ি তার প্রাণ নাশ করতে হবে যেন পশু কষ্ট না পায়। এই কাজগুলো করতে বলেছেন মূলত পশুর প্রতি সহানুভূতিশীল, দয়া প্রকাশ।

৬. নরম, কোমল আচরণের নির্দেশে রহমাতুল্লিল 'আলামীন : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে লক্ষ্য করে রাসূল (ﷺ) বলেন :

يَا عَائِشَةُ! عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ.

হে 'আয়িশাহ্! তোমার উপর দয়া আবশ্যক।[৫৯]

এই বাণী শুধু মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা)-কে শামিল করেনি; বরং গোটা সৃষ্টিকূলের উপর এটা প্রযোজ্য হয়ে যায় মানবজাতির জন্য যে, দয়ার্দ্র প্রকাশ করতে হবে চাই মানুষ হোক কিংবা পশু প্রাণী। তিনিই এতই দয়ার্দ্র ছিলেন যার কারণে তিনি এভাবে বলেছেন :

«إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ».

নিশ্চয় দয়া কোনো জিনিসে থাকলে শুধু সৌন্দর্যই বৃদ্ধি করে।[৬০]

আরেকটু লক্ষ্য করুন! রাসূল (ﷺ)-এর রহমাতুল্লিল 'আলামীন হওয়ার কি দারুন গুণ, বৈশিষ্ট্য।

তা হলো– সাহাবী আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, একজন বেদুইন একদিন মসজিদে দাঁড়িয়ে পেশাব করল। অতঃপর উপস্থিত সাহাবীরা তাঁকে ধরল (মারার পর্যায়)। নবী (ﷺ) সাহাবীদের উদ্দেশ্য বললেন : তোমরা তাঁকে ছেড়ে দাও এবং সে জায়গায় এক বালতি পানি ঢেলে দাও। কেননা তোমাদেরকে সহজ করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে, কঠিন করার জন্য নয়। অতঃপর নবী (ﷺ) তাকে বুঝালেন, মসজিদে এসব কাজ না করার কথা বললেন।[৬১]

৭. ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দয়া প্রদর্শনে রহমাতুল্লিল 'আলামীন : জাবির ইবনু 'আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

«رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى».

"আল্লাহ তা'আলা ঐ বান্দার উপর দয়া করুক যে ব্যবসার সময় উদারতা প্রদর্শন করে এবং ক্রয় করার সময় উদারতা করে।"[৬২]

সাধারণত কেনা-বেচার সময় আমাদের পারস্পরিক দরকষাকষি করায় কখনও কখনও উভয়ের মধ্যেই সীমালংঘন দেখা যায় কিংবা মূল্যর চরম বৃদ্ধি করায় ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে মারাত্মক সংকট তৈরি হয়, ফলে উভয়পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) কেনাবেচার সময়ও দরদাম, কষাকষি কিংবা পণ্য সামগ্রীর দোষত্রুটি থাকলে তার বিবরণও সুস্পষ্টভাবে দিতে বলেছেন, যাতে কেউ ধোকার শিকার না হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে রহম দিলের একটি আধ্যাত্মিক সন্ধি তৈরি করে এক অনন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন।

উপসংহার : পরিশেষে বলতে চাই, আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) মানব-দানব নির্বিশেষে সকলের জন্য ছিলেন রহমাতুল্লিল 'আলামীন। তাঁর বিশাল বর্ণাঢ্য জীবনের প্রত্যেকটি অধ্যায় কিয়ামত অবধি বিশ্ব মানবতার জন্য রয়েছে বিশাল শিক্ষা ও চলার পথে যোগায় এক আশার আলো। "রহমাতুল্লিল 'আলামীন" নিছক কোনো ঘোষনা নয়; বরং সকল প্রকার দয়ার সমারোহে তিনি আবির্ভাব হয়েছেন বলেই আমাদের জীবনটা কত সহজ হয়েছে, হয়েছে ধর্ম-কর্ম মানার সহজতা। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক জীবন থেকে শুরু করে প্রত্যেক সেক্টরে তিনি রহমাতুল্লিল 'আলামীনের পরিচয় দিয়েছেন।

মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদেরকে তাঁর উত্তম আদর্শে দীক্ষিত হওয়া এবং বাস্তব জীবনে রহমাতুল্লিল 'আলামীন-এর আলোকচ্ছটায় পরিস্ফুটিত হ ওয়ার তাওফীক্ব দান করেন –আমীন। ☒

[৫৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৩০।*
[৬০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২০০৪, মা.শা., হা. ৭৮/২৫৯৪।*
[৬১] *বুখারী- ওযূ অধ্যায় ও সহীহ মুসলিম- ত্বহারাত অধ্যায়।*
[৬২] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২০৩, সহীহ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

মাজলিসের ফযীলত ও গুরুত্ব : একটি বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

–জান্নাতুল মহল

আনাস ইবনু মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “দীন ইসলামের জ্ঞান শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফর্‌য।”[৬৩]

এই হাদীসের মাধ্যমে স্পষ্ট বুঝা যায়, একজন মুসলিম হিসেবে ইসলামের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করা কেবল একটি পছন্দনীয় কাজ নয়; বরং তা একটি বাধ্যতামূলক দায়িত্ব। ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্য যখন মহান আল্লাহর কোনো ঘরে বা নির্দিষ্ট স্থানে মুসলিমরা একত্রিত হয়, তখন সেই বৈঠককে বলা হয় “মাজলিস”। এটি কেবল একটি সাধারণ আলোচনা সভা নয়; বরং তা এক বিশেষ ধরণের ‘ইবাদত যার উদ্দেশ্য কুরআন ও হাদীসের আলোকে জীবন গঠন করা।

মাজলিসের সংজ্ঞা ও তাৎপর্য : ‘মাজলিস’ শব্দটি আরবী, যার অর্থ– বসার স্থান বা সভা। ইসলামী পরিভাষায়, এটি এমন এক সম্মিলন যেখানে বিভিন্ন ঘর বা গোত্র থেকে আগত মহান আল্লাহর বান্দারা একত্রিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহ নিয়ে আলোচনা করে, শিক্ষা লাভ করে এবং প্রচার করে। এই ধরণের বৈঠককে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : “তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও পৌঁছে দাও।”[৬৪]

এই হাদীস থেকে বুঝা যায়, ইসলাম প্রচার বা দা'ওয়াতের দায়িত্ব কেবল আলেমদের নয়; বরং প্রতিটি সচেতন মুসলিমের।

মাজলিসের পবিত্রতা ও সতর্কতা : যেহেতু ‘ইল্‌ম চর্চার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর, তাই মাজলিসে মিথ্যা বা ভিত্তিহীন বক্তব্য দেওয়া মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কঠোরভাবে সতর্ক করে দিয়েছেন :

“যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার নামে মিথ্যা বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।”

এ থেকে বুঝা যায়, দা'ওয়াত ও ‘ইল্‌ম প্রচারের কাজে সত্য ও নির্ভরযোগ্য দলিলের ভিত্তিতে কথা বলা অপরিহার্য।

মাজলিসের প্রতি মহান আল্লাহর নির্দেশ : আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

“তুমি নিজেকে তাদের সান্নিধ্যে রাখো, যারা সকাল-সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে ডাকছে, কেবল তাঁর সন্তুষ্টির আশায়।”[৬৫]

এই আয়াতে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আদেশ করা হয়েছে যিক্‌রকারী ও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণকারীদের সাথে থাকতে। এ নির্দেশের বাস্তবতা বুঝাতে ইবনু কাসীরের তাফসীরে বলা হয়েছে– এই আয়াত নাজিল হওয়ার সাথে সাথেই রাসূল (ﷺ) ঘর থেকে বের হয়ে সেই দরিদ্র অথচ ইখলাসভরা লোকদের মাজলিসে গিয়ে বসে পড়েন।

মাজলিসের অনুপস্থিতি– এক আত্মিক ক্ষতি : আমরা অনেকেই মাজলিসের দা'ওয়াত পেয়েও অংশগ্রহণ করি না, কারণ আমরা এর গুরুত্ব উপলব্ধি করি না। অথচ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) নিজে মাজলিস অন্বেষণ করে তাতে অংশগ্রহণ করেছেন। অতএব, আমাদের উচিত জীবনের অবশিষ্ট সময়কে কাজে লাগিয়ে এই পবিত্র সভাগুলোর প্রতি মনোযোগী হওয়া।

মাজলিসে অংশগ্রহণের বিশেষ ফযীলতসমূহ–

১. যিক্‌রের মাজলিসে ফেরেশ্‌তাদের উপস্থিতি : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, নবী (ﷺ) বলেছেন : “মহান আল্লাহর কিছু ফেরেশ্‌তা আছেন, যাঁরা যিক্‌রের মাজলিস খুঁজে বেড়ান। তাঁরা যিক্‌রকারীদের ঘিরে বসে যান, এমনকি প্রথম আসমান পর্যন্ত স্থান পূর্ণ করে দেন।”[৬৬] যখন সেই মাজলিস শেষ হয়, ফেরেশ্‌তারা আসমানে ফিরে গিয়ে মহান আল্লাহর কাছে সেই ‘আমলকারীদের

---

[৬৩] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৪; আলবানী সহীহ।*
[৬৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৪৬১।*
[৬৫] *সূরা আল কাহ্‌ফ : ২৮।*
[৬৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬৪০৮; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৮৯।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

সম্পর্কে আলোচনা করেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে মাফ করে দেন, এমনকি পাশে বসা সেই গুনাহগারকেও যিনি ইচ্ছাকৃতভাবে আসেননি।

২. 'ইল্‌ম অন্বেষণের মহত্ব : রাসূল (ﷺ) বলেন,

"যে ব্যক্তি 'ইল্‌ম হাসিলের জন্য কোনো পথে চলবে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।"[৬৭]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, শুধু 'ইল্‌মের উদ্দেশ্যে মাজলিসে যাওয়াই জান্নাতের পথ সুগম করে দেয়। এমনকি ফেরেশ্‌তাগণ তাদের ডানা বিছিয়ে 'ইল্‌ম অন্বেষীদেরকে সম্মান জানান।

৩. 'ইল্‌ম শিক্ষাদানকারীর মর্যাদা : আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"সে ব্যক্তি অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকাজ করে ও বলে– আমি মুসলিম?"[৬৮]

রাসূল (ﷺ) বলেন : "যে ব্যক্তি মানুষকে কল্যাণকর জ্ঞান শিক্ষা দেয়, তার জন্য আসমান-যমীনের সকল সৃষ্টি দু'আ করে, এমনকি মাছ পর্যন্ত।"[৬৯]

এছাড়া শিক্ষাদানকারী ব্যক্তি তার শিক্ষিত ব্যক্তির 'আমলের সমান সাওয়াব পেয়ে থাকেন, কোনো কমতি ছাড়াই।[৭০]

৪. দা'ওয়াত ও তাওহীদের আহ্বান : ইসলামী দা'ওয়াতের মূল উদ্দেশ্য হলো– মানবজাতিকে আল্লাহর দিকে ডাকা, তাওহীদের পথ দেখানো এবং রাসূল (ﷺ)-এর সুন্নাহ অনুসরণের দিকে আহ্বান জানানো। আর এই কাজটিই ছিল নবীগণের মিশন। নবীগণের ওয়ারিস হিসেবে আলেমগণও একই দায়িত্ব পালন করেন।

৫. জ্ঞান ছাড়া 'আমল– এক বিরাট ক্ষতি : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

"যে ব্যক্তি ঈমান অস্বীকার করে, তার সকল 'আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[৭১]

এ আয়াত প্রমাণ করে, সঠিক ঈমান ও 'ইল্‌ম ছাড়া 'ইবাদতের কোনো মূল্য নেই। তাই জ্ঞান অর্জন করা ফর্‌য।

৬. মহান আল্লাহর রাস্তায় সময় ব্যয় : আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেন,

"মহান আল্লাহর পথে একটি সকাল বা সন্ধ্যা অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে উত্তম।"[৭২]

এ থেকে বুঝা যায়, দা'ওয়াত ও 'ইল্‌ম চর্চার কাজের প্রতিটি মুহূর্তই অত্যন্ত মূল্যবান।

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসা : রাসূল (ﷺ) বলেন,

"যারা একে অপরকে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে, তাদের জন্য থাকবে নূরের মিম্বার; নবী ও শহীদরাও তাদের ঈর্ষা করবে।"[৭৩]

উপসংহার : 'ইল্‌ম অর্জন, শিক্ষা দেওয়া ও মাজলিসে অংশগ্রহণ কেবল 'ইবাদত নয়; বরং জান্নাতের পথে এক অনন্য সফর। এই পথেই রয়েছে নবীদের উত্তরাধিকার, ফেরেশ্‌তাদের দু'আ এবং মহান আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ। অতএব, আমাদের উচিত কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক মাজলিসে অংশগ্রহণ, 'ইল্‌ম অর্জন ও প্রচারের মাধ্যমে নিজের জীবনকে অর্থবহ করা।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে এই নেক পথের অংশীদার করুন –আমীন।

[সংক্ষেপণ ও সম্পাদনায়– মুহাম্মদ গোলাম রহমান]

---

৬৭ *আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৮২; সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২২৩।*
৬৮ *সূরা ফুস্‌সিলাত : ৩৩।*
৬৯ *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৬৮৫।*
৭০ *সুনান ইবনু মাজাহ্।*
৭১ *সূরা আল মায়িদাহ্ : ৫।*
৭২ *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৩৬; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৯৮১।*
৭৩ *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ২৩৯০, সহীহ।*

মুহাম্মাদী জীবন চরিত

–মাযহারুল ইসলাম★

উম্মতে মোহাম্মদীর রোল মডেল মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর আনীত বিধান ও তাঁর একক অনুসরণ, আনুগত্য ব্যতিত উম্মতে মোহাম্মদীর কোনো সফলতা নেই। তাঁর চরিত্রের রূপরেখায় উম্মতে মোহাম্মদী জীবন সাজাবে নচেৎ জীবনের রং কখন কালো, কখন সাদা আর কখনও কখনও বিবর্ণ, ধূসর, মলিন হবে। তাই মুহাম্মাদী জীবন চরিত ছাড়া জীবন বেমানান। তাঁর আদর্শ ছাড়া জীবন জীবনের অর্থেই খুঁজে পাবে না। একদিন এক ব্যক্তি উম্মাহাতুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে জিজ্ঞেস করে জানতে চাইলেন– রাসূলের চরিত্র কেমন। তিনি বললেন : নবী (ﷺ)-এর গোটা চরিত্র হলো আল কুরআন।[৭৪] এজন্যই তো আল্লাহ কুরআনে বলেছেন–

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"[৭৫]

অন্য আয়াতে বলেন– ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে রাসূল (ﷺ)-এর মধ্যে।"[৭৬]

মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবন চরিত ছিল সর্বাদিক অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। জীবনের, সমাজের কিংবা রাষ্ট্রের ছোট্ট থেকে বড় সর্ব মহলেই রয়েছে তাঁর আদর্শের রূপরেখা। ফলে ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র গঠনে তাঁর আদর্শ অনুসরণ আবশ্যক। তাঁর কালজয়ী আদর্শ, মহত্তম চরিত্র, প্রশংসনীয় দিক নির্দেশনা অনুসরণ করলেই জীবন সফলতার সন্ধান পাবে। আজকের বক্ষমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য শুধু উম্মতে মোহাম্মদীর জীবন চরিত কেমন হওয়া চাই। সেই দিকটাই মূলত তুলে ধরার প্রচেষ্টা। যেহেতু রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনের প্রত্যেক দিক, শাখা, প্রশাখা আলোচনার কলেবর বৃদ্ধি করে এবং তাঁর সুউচ্চ জীবন চরিত লেখা এই অধমের পক্ষে সম্ভবও নয়। তাই শুধুমাত্র উম্মতে মোহাম্মদীর জীবন চরিতের প্রশংসনীয় দিকটাই আলোকপাত করা হবে ইন্‌শা-আল্লাহ যাতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে উত্তম শিক্ষা, উত্তম পথ ও পন্থা।

১. মুহাম্মাদী চরিত্র যাতে মু'মিনদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ : একমাত্র মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মধ্যেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রের উপর অধিষ্ঠিত।"[৭৭]

অন্য আয়াতে বলেন– ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে রাসূল (ﷺ)-এর মধ্যে।"[৭৮]

এই স্বীকৃতি স্বয়ং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে গোটা মানবজাতির জন্য। সুসংবাদ দিয়েছেন যে, মহান আদর্শ নিহিত আছে কেবলমাত্র মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মধ্যে। তাঁর চরিত্রে রয়েছে পরিপূর্ণতা, সুউচ্চতা, শ্রেষ্টতা। যে আদর্শের সমপর্যায়ের কোনো আদর্শ নেই। ঠিক তাঁর আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমন কোনো আদর্শ নেই যে আদর্শ তাঁর আদর্শকে পরাজিত করবে। সেটা যেই দিক থেকেই হোক না কেন। একচ্ছত্র মহান সম্মানের, আদর্শের, চরিত্রের অধিষ্ঠিত ব্যক্তি মুহাম্মদ (ﷺ)। রাসূল (ﷺ) বলেছেন–

بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ.

"আমি প্রেরিত হয়েছি যাবতীয় ভালো চরিত্রের পরিপূর্ণতার জন্য।"[৭৯] আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ﴾

"অবশ্যই তোমাদের জন্য রয়েছে রাসূলুল্লাহ'র মধ্যে উত্তম আর্দশ, তার জন্য যে আসা রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের এবং আল্লাহকে বেশি স্মরণ করা।"[৮০]

এই আয়াত প্রমাণ বহন করে মু'মিনদের জন্য আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর মধ্যে নিহিত রয়েছে উত্তম আদর্শ এবং চরিত্রের পরিপূর্ণতা, প্রশংসা, মর্যাদা। তাঁকে অনুসরণ করা ফর্‌য। তিনিই হলেন হেদায়াতের আলোকবর্তিকা। তাঁর দেখানো পথেই রয়েছে মুক্তি, সফলতা।

২. আদবের ক্ষেত্রে মু'মিনদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ নিহিত : রাসূল (ﷺ) আদবের সর্বোচ্চ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাঁর গোটা জীবনেই ছিল ভদ্রতা, নীতি নৈতিকতার একটি মহত্তম অধ্যায়। ভদ্রতার অধ্যায়টা বেশ

★ অধ্যয়নরত দাওরায়ে হাদীস, মাদ্‌রাসা দারুস সুন্নাহ, মিরপুর, ঢাকা।

[৭৪] আদাবুল মুফরাদ; সহীহুল জামে' - হা. ৪৮১১।

[৭৫] সূরা আল ক্বালাম : ৪।

[৭৬] সূরা আল আহ্‌যা-ব : ২১।

[৭৭] সূরা আল ক্বালাম : ৪।

[৭৮] সূরা আল আহ্‌যা-ব : ২১।

[৭৯] সহীহুল জামে' - হা. ২৮৩৩; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৮৯৫২।

[৮০] সূরা আল আহ্‌যা-ব : ২১।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

বড়। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আদবের শ্রেণী বিন্যাস করা যেতে পারে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো−

১) দৃষ্টি অবনত রাখার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। অনাকাঙ্ক্ষিত একবার চাহনির পর ইচ্ছাকৃত দ্বিতীয়বার চাহনির কঠোর নিষেধাজ্ঞা।

২) যখন তিনি সাথীবর্গের সাথে চলতেন, তখন হেঁটে চলতেন, তাদের বরাবরই চলতেন, সামনে আগ বাড়িয়ে অগ্রসর হতেন না।

৩) তিনি মানুষের সাথে সাক্ষাতের প্রারম্ভে কথা বলার পূর্বে সালাম দিয়ে কথা শুরু করতেন।

৪) কথা বলার ক্ষেত্রে সারগর্ভ (কথা কম অর্থ বেশি) কথা বলতেন। তাড়াহুড়া করে কথা বলতেন না। কথা বলতেন স্পষ্ঠ ভাষায়। কথা বলতেন প্রজ্ঞাপূর্ণ।

৫) গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার করে বলতেন। অনুমতি চাইলেও তিনবার চাইতেন। সালাম দিলেও তিনবার সালামের প্রথা বলে দিয়েছেন।

৬) তিনি হাসলে মুচকি হাসি দিতেন। অট্টহাসি হাসতেন না।

৭) খাবার পরিবেশন করলে কোনো খাবারের দোষ ধরতেন না। পছন্দ হলে খেতেন আর না হলে খেতেন না।

৮) তিনি হট্টগোল, শোরগোল, চিৎকার দেননি; বরং মারাত্মকভাবে এগুলো অপছন্দ করতেন। তিনি শান্ত স্বভাবের ছিলেন আর এই স্বভাবে থাকতে বলতেন।

৯) তিনি মজলিসে বসার ক্ষেত্রে বলে দিয়েছেন যে পিছে আসবে সে যেখানে জায়গা পাবে সেখানে বসবে। কারো ঘাড় ডিঙ্গিয়ে বসা অশালীন কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

১০) তিনি নিজের কোনো কারণ বশত কারো উপর রাগতেন না। আল্লাহর হক্ব বা শরিয়তের বিধি বিধান ব্যতিত।

৩. চরিত্রের ক্ষেত্রে রয়েছে উত্তম আদর্শ : রাসূল (ﷺ)-এর চরিত্র ছিল সুউচ্চ, সুঅধিষ্ঠিত। কুরআন তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রাসূল (ﷺ) বলেছেন :

«أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا».

“ঈমানের দিক থেকে পরিপূর্ণ মু’মিন ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম।”[৮১] তিনি আরো বলেন : তোমাদের মধ্যে থেকে আমার নিকট কিয়ামতের দিন অধিক প্রিয় ও নৈকট্য অর্জন করবে ঐ ব্যক্তি যার চরিত্র সর্বোত্তম। অন্য হাদীসে এসেছে− রাসূল (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো− সৎ কর্ম সম্পর্কে? তিনি বললেন : সুন্দর চরিত্র। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো− কোন ‘আমল সর্বোত্তম? তিনি বলেন : সুন্দর চরিত্র।

৪. মহানুভবতায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : মহানুভবতা, অনুগ্রহের ক্ষেত্রে রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ) ছিল এক কালজয়ী আদর্শ। তিনি এমনই ব্যক্তি ছিলেন যে কেউ তাঁর কাছে এসে কোনো কিছু চাইলে না বলতেন না। নবী (ﷺ)-এর কাছে একদিন এক ব্যক্তি একটি চাদর চাইলেন এমতাবস্থায় সেই চাদর রাসূলের গায়ে ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পরিহিত চাদর ঐ লোক কে দিয়ে দিলেন। রাসূলের এমনই দানশীলতা, মহানুভবতা ছিল যে, সাহাবী জাবির ইবনু ‘আব্দুল্লাহ নিজেই বলছে, “রাসূল (ﷺ)-এর কাছে যাই চাওয়া হত তিনি কখনো না বলতেন না।”

বুখারীতে এসেছে− রাসূল (ﷺ) ছিলেন সবচেয়ে বড় দানশীল। বিশেষ করে তিনি রমাযান মাসে সবচেয়ে বেশি দানশীল ছিলেন। সাহাবি ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলের দানশীলতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, তিনি বলেন :

«كَانَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُوْنُ فِيْ شهر رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرِيْلُ، بالوحى فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ».

“রাসূল (ﷺ) ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি দানশীল। আর তিনি রমাযান মাসে বেশি দান করতেন। এমনকি জিবরা-ঈল (আলাইহিস সালাম) ওহী নিয়ে আসতেন, অতঃপর তাঁরা একে অপরকে শুনাতেন। রাসূল (ﷺ) মুক্ত বাতাসের চেয়েও বেশি ভালো কাজ করতেন তথা দান করতেন।”[৮২]

তিনি এত বড় দাতা ছিলেন বলেই তো বলেছেন : বান্দার এমন কোনো দিন নেই যে, দু’জন ফেরেশ্‌তা অবতরণ করে না। দু’জন ফেরেশ্‌তার একজন বলে− হে আল্লাহ! আপনি দানকারীর সম্পদ বৃদ্ধি করে দিন। আর অপরজন বলে− হে আল্লাহ! আপনি কৃপণ ব্যক্তির (সম্পদ আটকে রাখে) সম্পদ ধ্বংস করুন। এজন্যই তো আল্লাহ হাদীসে বলেন :

ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

“হে আদম সন্তান! তুমি খরচ করো, তাহলে আমি তোমার জন্য খরচ করবো।”[৮৩]

৫. সহিষ্ণুতায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : প্রচণ্ড রাগ, ক্ষোভের সময় নিজেকে সংযত, সংবরণ করাই মূলতঃ সহিষ্ণুতা। নিজেকে সর্বোচ্চ সংবরণ করে অপছন্দনীয় কিছু প্রকাশিত না করাই সহিষ্ণুতার বড় পরিচয়। চাই তা কথার মাধ্যমে হোক কিংবা কর্মের মাধ্যমে হোক। রাসূল (ﷺ) এগুলোর প্রত্যেকটি দিক থেকে উত্তম আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেশ করে গেছেন। স্মরণ করুন! রাসূল (ﷺ)-কে কি নির্মম প্রহার, নির্যাতন করেছিল উহুদের ময়দানে! এমনকি তাঁর পবিত্র দাঁত ভেঙে দিলো, তবুও তিনি প্রতিশোধ নিলেন না;

[৮১] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৬৮২, হাসান সহীহ।*

[৮২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬।*

[৮৩] *সহীহ মুসলিম- হা. ৩৬/৯৯৩।*

বরং তিনি বললেন : হে আল্লাহ! আপনি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দিন, কেননা তারা জানে না।

চিন্তা করুন! এটা কত বড় মাপের ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা। আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন, যখন জুল খুওয়াইসির (খারেজীদের নেতা) বলল : হে মুহাম্মাদ! আপনি ইনসাফ করুন। তখন নবী (ﷺ) কত বড় মাপের ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন চিন্তা করেছেন কি একবার। তিনি সংযতভাবে শুধু বলেছেন : তোমার ধ্বংস হোক! আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে আর কে ইনসাফ করবে। তিনি চাইলেই প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিংবা যখন সাহাবিরা এই কথা শুনে তখন তো সাহাবিরা তাকে মারার জন্য উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বারণ করে দিলেন। এমন অসংখ্য ঘটনা রয়েছে যেই ঘটনা প্রমাণ করে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর ধৈর্যধারণ, সহিষ্ণুতা, ক্ষমা।

৬. ক্ষমা প্রদর্শনে উত্তম আদর্শ : শক্তি, সক্ষমতা থাকা সত্বেও প্রতিশোধ না নেয়ার অপর নাম ক্ষমা। ক্ষমা মানবীয় গুনকে পূর্ণতা দেয়। মানবীয় যত গুনাবলী আছে তন্মধ্যে ক্ষমার গুনেই সবচেয়ে বেশি প্রশংসনীয় এবং মহৎ সুন্দর। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ﴾

"মানুষের (চরিত্র ও কর্মের) উৎকৃষ্ট অংশ গ্রহণ করুন, সৎকাজের নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদেরকে এড়িয়ে চলুন।"[৮৪]

রাসূল (ﷺ) তাঁর গোটা জীবনে ক্ষমার মহত্তম চিত্র তুলে ধরেছেন। ফলে দেখা গেছে চরম শত্রু, যে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য সদা উদগ্রীব ছিল সেও রাসূল (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রদর্শন দেখে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তিনি এমন ই নযীর স্থাপন করেন যে, নিজের উপর কেউ যদি অন্যায়, যুলুম করে তাহলেও তিনি প্রতিশোধ নিতেন না; বরং ক্ষমা করে দিতেন। মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন :

'রাসূল (ﷺ)-কে যদি দু'টি জিনিস পছন্দ করার স্বাধীনতা দেয়া হতো তাহলে তিনি সবচেয়ে বেশি যেটা সহজ সেটা নির্বাচন করতেন। যাতে কোনো পাপ নেই। যদি পাপ থাকতো তাহলে মানুষ তাঁর থেকে দূরে থাকতো। রাসূল (ﷺ) নিজের কারণে কখনও প্রতিশোধ নেননি তবে প্রতিশোধ নিতেন আল্লাহর হক্ব যে নষ্ট করতো তার ক্ষেত্রে।'

স্মরণ করুন! ঐ ঘটনা যখন রাসূল (ﷺ) একটি গাছের নিচে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিচ্ছেন হঠাৎ "গাওরাস ইবনু হারেস" তরবারি নিয়ে খাড়া রাসূল (ﷺ)-এর মাথার কাছে। গাওরাস ইবনু হারেস রাসূল (ﷺ)-কে লক্ষ্য করে বলেন : এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? রাসূল (ﷺ) শুধু বললেন : আল্লাহ। একথা শুনেই গাওরাস ইবনু হারেসের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল। তখন রাসূল (ﷺ) তরবারি হাতে নিয়ে বললেন : এখন আমার হাত থেকে কে তোমাকে বাঁচাবে? তখন সে বলল : আপনি উত্তম পাকড়াওকারী। রাসূল (ﷺ) চাইলেই তো প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু তিনি প্রতিশোধ না নিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন এবং ক্ষমাও করে দিলেন। এর ফলাফল পাওয়া যায়, গাওরাস ইবনু হারেস নিজ এলাকায় গিয়ে বলে– আমি তোমাদের কাছে এসেছি মানুষের মধ্য থেকে সর্বোত্তম মানুষ রাসূল (ﷺ)-এর কাছ থেকে।

ক্ষমার বাস্তব চিত্র দেখুন! রাসূল (ﷺ) কিভাবে ক্ষমা দৃষ্টান্ত দেখিয়ে পৃথিবীবাসীকে অবাক করেছেন। লাবীদ ইবনু আসাম, মক্কা বিজয় ছাড়াও অনেক ঘটনা রয়েছে যেই ঘটনা প্রমাণ করে রাসূল (ﷺ)-এর ক্ষমা প্রদর্শনে উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।

৭. ধৈর্য ধারণে রয়েছে উত্তম আদর্শ : ধৈর্যধারণ করা একটা মহান গুন। নিজেকে আল্লাহর আনুগত্যমূলক কাজে আটকে রাখা এবং অন্যায়, অবাধ্যমূলক কাজ থেকে বিরত থাকা, তার নিকটবর্তী না হওয়া এবং সেই সাথে মহান আল্লাহর ফয়সালার উপর স্থীর থাকা কোনো রকম পেরেশানি না হ ওয়াকেই মূলত ধৈর্য বলে। চরম দুঃখ, দুর্দশা, অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে দিশেহারা না হয়ে অটল, অবিচল থাকাই ধৈর্যের বিশাল পরিচয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُوْلُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴾

"অতএব আপনি ধৈর্যধারণ করুন যেমন ধৈর্যধারণ করেছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রাসূলগণ।"[৮৫] অন্য আয়াতে বলেন :

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اصْبِرُوْا وَ صَابِرُوْا وَ رَابِطُوْا ۟ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ধৈর্যধারণ করো, ধৈর্যে প্রতিযোগিতা করো এবং সবসময় যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকো, আর আল্লাহর তাক্বওয়া অবলম্বন করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।"[৮৬]

রাসূল (ﷺ)-এর গোটা ২৩ বছরের জীবনটাই ছিল পরম ধৈর্যের। দা'ওয়াতী কাজে কত চরম ধৈর্যের পরিচয় দিতে হয়েছে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তা ইতিহাস ভালো করেই জানে। কত অসহনীয় নির্যাতন, বয়কট, তিরস্কার, অপবাদ ছাড়াও প্রাণ নাশের হুমকি দেওয়া হয়েছিল মুহাম্মদ (ﷺ)-কে তবুও তিনি এই চরম মুহূর্তে অস্থির হননি, হননি বিচলিত। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পেরেশানিতে ভুগতে হয়নি; বরং তিনি ধৈর্যধারণ করেছেন। মনে করুন! দুঃখ-দুর্দশার বছরের কথা (ইতিহাসে 'আম আল হুযুন' বলে খ্যাত) তাঁর প্রিয় স্ত্রী মারা

[৮৪] *সূরা আল আ'রাফ : ১৯৯।*

[৮৫] *সূরা আল আহক্বা-ফ : ৩৫।*

[৮৬] *সূরা আ-লি 'ইমরান : ২০০।*

যায়, তাঁর প্রিয় চাচা আবূ তালেবও মারা যায়, তবুও তিনি ধৈর্য হারা হননি। তাঁকে তায়েফের মাঠে রক্তাক্ত করা হয়েছিল, তাঁর স্ত্রী মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া হয়েছিল, তাঁকে আহম্মক, পাগল, জাদুকর বলেও ডেকেছিল তবুও তিনি ধৈর্য হারিয়ে ফেলেননি। এভাবে দেখবেন রাসূল (ﷺ)-এর গোটা জীবনেই ধৈর্যের সর্বোচ্চ শিক্ষাটাই পাবেন। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য রাসূল (ﷺ)-এর জীবনের প্রত্যেক দিকে অনুসরণীয়, অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত জ্বলজ্বল করছে।

৮. বীরত্বে রয়েছে উত্তম আদর্শ : বীরত্ব একটি প্রশংসনীয় গুন। মহৎ বৈশিষ্ট্য। যদি সেই বীরত্ব হয় ইসলামের জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, অবস্থানের জন্য। বীরত্বের ধারক-বাহক তথা বীরের মধ্যে থাকতে হবে ঈমান, 'ইল্‌ম। তাহলে সেই বীরের বীরত্ব হবে প্রশংসনীয়। শত্রুর অন্তরে প্রচণ্ড ভয় ভীতি সঞ্চার করবে বীরের বীরত্বের কারণে। অভিমূখী হবে সকল ষড়যন্ত্রকে অপনোদন, ধুলিসাৎ করার জন্য। সীমাহীন সাহস, দূর্বার গতিতে সকল ষড়যন্ত্রকে তছনছ করে বীরের মতো বিজয়ের মুকুট ছিনিয়ে আনবে। বীরত্ব এমনই। কোনো কিছুকে পরোয়া না, মাথা নোয়ায় না, বাতিলের কাছে, শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে যুগের পর যুগ। আল্লাহর নবী মুহাম্মদ (ﷺ) ছিলেন প্রকৃত বীর। ছিল সীমাহীন বীরত্বর ঈর্ষনীয় কীর্তি। নবী (ﷺ)-এর জীবনীতে দেখবেন কিভাবে, তিনি একাই একটি জাতি, একটি সমাজ, একটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠিত রীতি-নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান করে আবার নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন একটি জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। এটা সম্ভব হয়েছে বীরত্বের কারণে। হুনাইনের যুদ্ধে নবী (ﷺ) কী দাপটের সাথে বলেছিলেন :

«أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ».

আমি নবী, মিথ্যা নই, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মুত্তালিবের ছেলে।[৮৭]

৯. ন্যায়পরায়ণতায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : ন্যায়পরায়ণতা হলো যুল্‌ম, অবিচারের বিপরীত। আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তিনি তাঁর কথা, বিচার ফয়সালায় ন্যায়-নীতি অবলম্বন করেছেন এবং করতে তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ﴾

"যখন তোমরা কথা বলবে তখন ন্যায় সঙ্গতভাবে (ইনসাফ) কথা বলবে যদিও সে তোমাদের নিকট আত্মীয় হয়।"[৮৮]

অন্য আয়াতে বলেন : ﴿وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

"যখন তোমরা মানুষের মাঝে ফয়সালা করবে তখন তোমরা ইনসাফ বজায় রাখবে।"[৮৯]

যদি ইনসাফ না থাকতো তাহলে দুনিয়া, আসমান টিকে থাকতো না। ইনসাফের ফযীলত বলতে গিয়েই তিনি বলেছেন, কিয়ামতের ময়দানে যেই ঈমাম ন্যায়পরায়ণ ছিল সে মহান আল্লাহর আরশে ছায়া পাবে। এমনকি রাসূল (ﷺ) একথাও বলেছেন : নিশ্চয় ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিগণ কিয়ামতের মাঠে নূরের মিম্বারে থাকবে। এজন্য ইনসাফ বজায় রাখতে হবে কথার মাধ্যমে কিংবা কর্মের মাধ্যমে। আর এই গুণ মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে প্রশংসনীয় ও ফলদায়ক। দেখুন : রাসূল (ﷺ)-এর ইনসাফ! স্বয়ং মাখযুমী গোত্রের এক মহিলা চুরি করেছিল। মুসলিমগণ তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষী বহাল রেখেছে। হাত কাটা হবে, কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি ভালোবাসা বহিঃপ্রকাশ ঘটালেন এবং তিনি খুবই কড়া ভাষায় বলেন : যদি মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-ও চুরি করত তবুও আমি এই শাস্তি দিতে বাধ্য।

রাসূল (ﷺ) স্বয়ং নিজের কলিজার টুকরা ফাতিমাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-কে চুরির শাস্তি থেকে ছাড় না দেয়ার কথা বলেছেন। এর চেয়ে বড় ইনসাফ, ন্যায়পরায়ণতা উম্মতে মোহাম্মদীর জন্য আর কী হতে পারে? আপনারা জানেন নবী (ﷺ)-এর অধীনস্থ ৯ জন স্ত্রী ছিল। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কম-বেশি হতেই পারে। মনের টান একটু কারো প্রতি বেশি হতেই পারে এটাই স্বভাবগত দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ। অথচ আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ করেছেন মহান আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইনসাফ বজায় রাখা। তিনি বলেছেন : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে এমন জিনিসের ভাগ, বন্টন করার সামর্থ্য দান করুন যার মালিক আমি। এমন বিষয়ে আমাকে তিরস্কার করবেন না যেই বিষয়ের আপনি মালিক আমি না।

আরেকটি বিষয় লক্ষ্য করুন! খারেজী নেতা জুল খুওয়াইসির যখন বলল, হে মুহাম্মদ! আপনি ইনসাফ করুন! তখন রাসূল (ﷺ) কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন : আমি যদি ইনসাফ না করি তাহলে কে ইনসাফ করবে?

রাসূল (ﷺ)-এর সমগ্র জীবন ইনসাফের ঘটনায় ভরপুর। আরেকটি বিষয় স্মরণ করুন! যখন কুরাইশগণ ঝগড়া করেছিল হাজারে আসওয়াদ কোথায় প্রতিস্থাপন করবে এ বিষয়ে। তাদের উভয়ের ঝগড়া মিটমাট করার জন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, আগামীকাল সকালে যে সর্বপ্রথম কাবায় প্রবেশ করবে সেই আমাদের বিষয়ে ফয়সালা করবে। সৌভাগ্যক্রমে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) সর্বপ্রথম প্রবেশ করেন। তাঁকে সবাই বিহিত করতে বলে উভয়ের দ্বন্দের। তিনি হাজারে আসওয়াদ স্থাপনের নির্দেশ দিলেন যে জায়গায় সকলেই তা মাথা পেতে মেনে নেয়। এই ক্ষেত্রেও আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর সততা, ইনসাফ পরিস্ফুটিত হয়েছে।

১০. লজ্জাশীলতায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : লজ্জা ঈমানের অঙ্গ। এতে রয়েছে প্রচুর কল্যাণ। মানবীয় গুণাবলীর মধ্যে

[৮৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৬৪।*
[৮৮] *সূরা আল আন' আম : ১৫২।*
[৮৯] *সূরা আন্ নিসা : ৫৮।*

সূচীপত্র

প্রশংসনীয় দিক হলো লজ্জা। রাসূল (ﷺ) বলেছেন : «اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ». লজ্জাই ঈমান।[৯০] তিনি আরো বলেছেন : «اَلْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْرٌ». লজ্জার সম্পূর্ণই কল্যাণ।[৯১] «اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ». লজ্জা কল্যাণ ছাড়া বৈ কিছু নিয়ে আসে না।[৯২]

এভাবে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। লজ্জা এমন একটি গুন যেই গুনের দ্বারা মানবীয় গুনের পূর্ণতা আসে, সম্মান, মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ ۖ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾

"নিশ্চয় তোমাদের এ আচরণ নবীকে কষ্ট দেয়, কারণ তিনি তোমাদের ব্যাপারে (উঠিয়ে দিতে) সংকোচ বোধ করেন। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচ বোধ করেন না।"[৯৩]

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লজ্জাশীল ব্যক্তি ছিলেন নবী মুহাম্মদ (ﷺ)। তাঁর কাছে যদি কখনও কোনো অপছন্দনীয় খবর বা জিনিস পৌঁছত তাহলে তিনি বলতেন এভাবে যে, তুমি কি করছো, অমুকের কি হয়েছে, কি করছে? বরং তিনি আমভাবে বলতেন, ক্বওমের কি হয়েছে যে, তাঁরা এমন কাজ করছে বা এমন এমন বলতেছে! এর দ্বারা তিনি কর্তার নাম বলতে অপছন্দ করছেন।

রাসূল (ﷺ) এতই লজ্জাশীল ছিলেন স্বয়ং তাঁর স্ত্রী মা 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন : আমি রাসূলের আওরাত দেখিনি এবং তিনিও আমার কোনো আওরাত দেখেননি।

তিনি বলেন : রাসূল (ﷺ) অশ্লীলভাষী ছিলেন না এবং এর চেষ্টাও করতেন না। এমনই ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষের জীবন চরিত।

১১. দুনিয়া বিমুখতায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর জীবনী ছিল সাদাসিধে, সহজ-সরল। দুনিয়া বিমুখ জীবনে পরকালের চিন্তায় তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি 'আমলদার। তিনি বলেছেন : 'তুমি দুনিয়া বিমুখ হও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে ভালোবাসবেন।'

তিনি এভাবে অভিব্যক্তি প্রকাশ করে বলেন : যদি আমার কাছে উহুদ পরিমাণ স্বর্ণের পাহাড় থাকতো, আমার কাছে তিনদিন অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত থাকাকে অপছন্দ করি (এর দ্বারা তিনি দান করে শেষ করার ইচ্ছা পোষণ করেন)। তিনি কত বড় দুনিয়া বিমুখ ছিলেন বলেই তো এভাবে দু'আ করেছেন : হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মদের পরিবারে এমন খাদ্য ব্যবস্থা করুন যাতে করে মেরুদণ্ড সোজা করা যায়।

১২. বিনয়, নম্রতায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : বিনয়, নম্রতা বহিঃপ্রকাশে সম্মান, মর্যাদা নিহিত রয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বিনয়ী ব্যক্তি ছিলেন রাসূল (ﷺ)। লক্ষ্য করুন! আল্লাহ যখন তাঁকে বাদশাহ, নবী না-কি বান্দা, নবী হওয়ার প্রস্তাব দিলেন তখন কিন্তু আল্লাহর রাসূল (ﷺ) লোভনীয় প্রস্তাব বাদশাহ নবীকে প্রত্যাখান করে গ্রহণ করেন বান্দা নবী। এর মাধ্যমে সবচেয়ে বড় বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

বিনয় প্রকাশের জন্য তিনি অনারব, অমুসলিমদের অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান করেই বলেন : তোমরা অনারবরা যেমন একে অপরকে সম্মানের জন্য দাঁড়ায় তোমরা সেভাবে দাঁড়াবে না। তিনি বলেন : আমি কেবলমাত্র বান্দা। যেমন- বান্দা খায় আমিও সেভাবে খাই। এটাও প্রমাণ করে রাসূল (ﷺ)-এর বিনয়, নম্রতা। অন্য হাদীসে আরো কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন ঐ সকল ব্যক্তিদের যারা রাসূল (ﷺ)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি, সীমালংঘন করে। তিনি বলেন : 'তোমরা আমাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না যেমনভাবে ইহুদি, খ্রিষ্টান 'ঈসা (আলায়হিস সালাম)-কে নিয়ে বাড়াবাড়ি করে। আমি কেবলমাত্র বান্দা। অতএব তোমরা বলো– আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।

তিনি অন্য নবীর উপর নিজেকে প্রাধান্য, শ্রেষ্ঠত্ব না দেয়ার জন্যও বিনয়ের সাথে বলেছেন : 'তোমরা আমাকে ইউনুস ইবনু মাত্তা'র উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়ো না এবং তোমরা আম্বিয়াদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো না। তোমরা আমাকে মূসা (আলায়হিস সালাম)-এর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করো না।

১৩. মজা, তামাশায় রয়েছে উত্তম আদর্শ : রাসূল (ﷺ) মজা, তামাশা করেছেন মার্জিত, শালীনতা বজায় রেখে। এমন হাদীস বর্ণিত হয়েছে মজা, তামাশার ব্যাপারে। মজা, তামাশায় যদি কারো মানহানি, সম্মান নষ্ট, হেয় প্রতিপন্ন করা হয় তাহলে ঐ মজা, তামাশা হারাম। দেখুন লক্ষ্য করে রাসূল (ﷺ)-এর মজা, তামাশার ধরণ কেমন ছিল।

এক বৃদ্ধা মহিলা আল্লাহর রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে বলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আপনি আমার জন্য দু'আ করুন আল্লাহ যেন আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। আল্লাহর রাসূল (ﷺ) জবাবে বলেন : হে অমুকের মা! নিশ্চয় জান্নাতে কোনো বৃদ্ধা মহিলা প্রবেশ করবে না। একথা শুনে মহিলা পৃষ্ট প্রদর্শন করলেন কান্নারত অবস্থায়। রাসূল (ﷺ) তাঁকে এ মর্মে সংবাদ দিতে বললেন যে, সে তো বৃদ্ধা। অথচ জান্নাতে সবাই যুবক, যুবতী হবে। আল্লাহ বলেন :

﴿إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا﴾

"নিশ্চয় আমারা তাদেরকে সৃষ্টি করেছি বিশেষরূপে, অতঃপর তাদেরকে করেছি কুমারী, সোহাগিনী ও সমবয়স্কা।"[৯৪] ⊠

[৯০] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৪।*
[৯১] *সহীহ মুসলিম- হা. ৬০/৩৭।*
[৯২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৭।*
[৯৩] *সূরা আল আহ্যা-ব : ৫৩।*
[৯৪] *সূরা আল ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৩৫-৩৭।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

বিশুদ্ধ ‘আক্বীদাহ্ বনাম প্রচলিত ভ্রান্ত বিশ্বাস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের মাটি কি আরশ ও কুরসীর চেয়েও উত্তম?

“রাসূল (ﷺ) তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।” *(সূরা আল হাশ্‌র: ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হলেন মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, মানবজাতির সর্বোত্তম নেতা ও নবীদের সর্দার। তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ওহীর ছায়া রয়েছে। এমন এক মহান ব্যক্তির প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও সম্মান –এগুলো প্রতিটি মুসলমানের ঈমানের অংশ। তবে এই ভালোবাসা যেন সীমালঙ্ঘন না করে, সেটাই হলো ইসলামী ‘আক্বীদার মূল শিক্ষা।

এই আলোচনায় আমরা একটি বহুল প্রচলিত দাবির সত্যতা বিশ্লেষণ করবো : “রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের মাটি আল্লাহর আরশ, কুরসী এবং কাবা থেকেও শ্রেষ্ঠ।” এই বক্তব্য কী মাত্র আবেগপ্রসূত, না-কি এটি শরঈ দলিলসম্মত –সেটিই বিশ্লেষণের মূল বিষয়বস্তু।

১. রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মর্যাদা ও তাঁর কবরের প্রতি সম্মান : ইসলামী শরিয়ত নির্দেশ দিয়েছে যে, নবীজি (ﷺ)-এর প্রতি সম্মান এবং শিষ্টাচার অপরিহার্য। মৃত্যুর পরও তাঁর কবরের পাশে উচ্চস্বরে কথা বলা নিষেধ।[৯৫] সাহাবায়ে কিরাম এ বিষয়ে ছিলেন অত্যন্ত সতর্ক। ‘উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)’র ঘটনা তার বড় প্রমাণ :

দুই ব্যক্তি উচ্চস্বরে কথা বললে তিনি বললেন, “তোমরা যদি মদিনার বাসিন্দা হতে, আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম।”[৯৬] এটি প্রমাণ করে যে, রাসূল (ﷺ)-এর কবর এমন একটি সম্মানিত স্থান, যেখানে শিষ্টাচার বজায় রাখা ঈমানের দাবি।

২. কবরের মাটির শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত দাবির উত্থান : ইতিহাসে দেখা যায়, পরবর্তী যুগের কিছু আলেম যেমন- ইমাম তাজুদ্দীন আস-সুবকী, কাস্তুল্লানী, আল হায়সামী, ইবনু আকীল প্রমুখ তাঁদের লেখায় রাসূল (ﷺ)-এর কবরের মাটিকে মহান আল্লাহর আরশ, কুরসী এমনকি কাবা থেকেও শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

[৯৫] *সূরা আল হুজুরা-ত : ২।*
[৯৬] *মুয়াত্তা মালিক।*

এই বক্তব্যগুলো মূলত নবীর প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা থেকে উৎসারিত, আবেগনির্ভর প্রশংসা। কিন্তু প্রশ্ন হলো– এই ধরনের শ্রেষ্ঠত্ব দাবির পেছনে শরঈ দলিল আছে কি?

৩. শরিয়তের দৃষ্টিতে স্থান বা বস্তুর ফযীলতের মানদণ্ড : ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : “স্থানের ফযীলত নির্ধারণে কুরআন ও সুন্নাহর দলিলই একমাত্র মানদণ্ড। কেউ যদি নিজ ধারণা ও রুচিরভিত্তিতে কোনো স্থানের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণ করে, তবে তা শরিয়তের উপর অপমানসূচক আচরণ –এটি হারাম।”[৯৭]

এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, আরশ, কুরসী বা কাবা –এই সবের মর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে ওহীর মাধ্যমে। রাসূল (ﷺ)-এর কবরের মাটির ব্যাপারে যদি এ ধরনের অতিরঞ্জিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা হয়, তবে তা শরিয়তের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার শামিল।

৪. আরশ ও কুরসী : কী তাদের মর্যাদা?
মহান আল্লাহর আরশ হলো সর্বোচ্চ সৃষ্টি, যার উপরে তিনি নিজে ইস্তিওয়া করেছেন।[৯৮]

কুরসী হলো তাঁর পদ রাখার স্থান, যার ব্যাপারে ইবনু ‘আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন :

“আসমানসমূহ ও জমিন কুরসীর তুলনায় এমন, যেন মরুভূমিতে একটি লোহার আংটি।”[৯৯]

সুতরাং, এসব সৃষ্টি এতই বিশাল ও মর্যাদাসম্পন্ন যে, কবরের মাটিকে এগুলোর চেয়ে উত্তম বলা এক ধরণের ‘আক্বীদাহ্গত বিপর্যয়।

৫. সাহাবা ও ইমামদের অবস্থান : মজার বিষয় হলো– রাসূল (ﷺ)-এর যুগে, এমনকি সাহাবা, তাবেয়ীন এবং চার ইমামের যুগেও এই ধারণার অস্তিত্ব নেই। কেউ বলেননি যে, কবরের মাটি কাবা বা আরশ থেকে শ্রেষ্ঠ।

[৩৪ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৯৭] *মাজমূ‘আ ফাতাওয়া- ২৭/৩৮।*
[৯৮] *সূরা ত্ব-হা- : ৫।*
[৯৯] *তাফসীরে আয়াতুল কুরসী- ইবনু কাসীর।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

বিশেষ প্রতিবেদন

ভারতের সংখ্যালঘু সমাচার

-আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী*

যথাসময়ে সকল কাজ করতে না পেরে টাইমফ্রেমে পড়ে নিজে প্রায় নাস্তানাবুদ! কোন্টা ধরি কোন্টা করি- এমনি অবস্থায় সুদানের ছাত্র মুহাম্মদ ওয়াদা'র হত্যাকাণ্ডের খবর পড়ে বিহবল হয়ে পড়েছি। বেচারা জ্ঞানার্জনের অভিলাষে শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে ভারতে এসেছেন পড়তে। অর্জিত জ্ঞানের সামান্য মান্যতার তাগিদে উত্ত্যক্ত এক নারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিজকে প্রাণ দিতে হলো। ঘটনাটি ঘটেছে ১৬ মে শুক্রবার পাঞ্জাব প্রদেশের ফাগওয়ারা জেলায়। সুপ্রিয় পাঠক! আদিত্য নাথের নামের উত্তর প্রদেশ কিংবা শর্মাবাবুর বেসরম আসামে নয়; সারা ভারতে হত্যা কিংবা বুলডোজার দিয়ে স্থাপনা গুড়িয়ে দেয়ার মহোৎসব চলছে। এ যেন গাজার কায়দার মুসলিমদের নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার গভীর ষড়যন্ত্র!

হালে সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে ভারত সরকার জেরবার। সেখান থেকে দৃষ্টি ফেরানোর জন্য পেহেলগাম নাটক মানুষকে স্তম্ভিত করেছে। কোলকাতার কীর্তি আজাদ তো রাখাঢাক না করে বস্তার মুখ খুলে ফেলেছেন। প্রমাণ করে ছেড়েছেন মোদীর মানুষ হত্যার রাজনীতি। সর্বত্রই বুলডোজার ব্যবহার করলে বিশ্ববাসী দেখে ফেলবে তাই- পলিসি বদলিয়েছে। এখন ব্যবহার হচ্ছে আমলার কলম। বলেছেন, ইনসিয়া বাহনবতী। ইনসিয়া বাহনবতী একজন ভারতীয় লেখক, সাংবাদিক এবং মানবাধিকার, ঘৃণার রাজনীতি ও গণতন্ত্র বিষয়ক গবেষক। তিনি লিখেছেন- ওয়াকফ সম্পত্তি কব্জীভূত করতে প্রমাণ দেখানোর প্রয়োজন নেই, কোনো সঠিক বিচার প্রক্রিয়া মানার দরকার নেই। শুধু নামকাওয়াস্তে একটা মতামত। একটা নোটিশ। আর তারপর সম্পত্তি আইনী পদ্ধতিতে কেড়ে নেয়া। এটাই এখন মোদীচক্রের বাস্তবতা।

ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজা তুলে মানুষকে বেকুব বানানোর প্রক্রিয়া বেশ কৌতুহলোদ্দীপক। সংশোধিত আইনে ধর্মনিরপেক্ষতার এক চমকপ্রদ নাটক সাজিয়ে এখন ওয়াকফ বোর্ডে অমুসলিমদের রাখার বাধ্য বাধকতা তৈরি করা হয়েছে। অন্যকোনো ধর্মীয় ট্রাস্টের জন্য এমন কিছু করতে বলা হয় না। মন্দির পরিচালনা কমিটিতে কখনো ইমামকে রাখতে বলা হয় না। চার্চ কমিটিকেও কোনো নাস্তিক বা অন্য ধর্মাবলম্বীকে নিতে বলা হয় না। কিন্তু এই বিভ্রান্তিকর সংশোধিত আইনের অধীনে মুসলিম ওয়াকফগুলোর ক্ষেত্রে এমন লোকজনকে ব্যবস্থাপনায় রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে, যাঁদের ইসলামি বিশ্বাস, ঐতিহ্য বা শিক্ষার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। এটি কিন্তু সরাসরি আক্রমন নয়। এটি নিঃশব্দে একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থাকে মুছে ফেলার প্রক্রিয়া। কোনো বুলডোজার নেই। কোনো শিরোনাম নেই। শুধু নোটিশ, ফুটনোট আর সংজ্ঞা পরিবর্তন। এতেই এখন সবকিছুই আইনসম্মত।

এখন পেহেলগাম ইস্যুতে মুসলিম নিধনের আর এক পর্ব শুরু হয়েছে। গুম, হত্যা, উচ্ছেদ যেন নিত্যকার কর্মসূচিতে পরিণত হয়েছে। গুজরাটী মুসলমানকে বাঙালি তক্‌মা দিয়ে বাংলাদেশে পুশ ইন করে চলেছে। ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের সাত জেলায় অভিযান চালিয়ে মুসলমানদের ২৮০টি ধর্মীয় স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে। মহারাজগঞ্জ, সিদ্ধার্থনগর, বলরামপুর, শ্রাবস্তী, বহরাইচ, লাখিমপুর, খেরি এবং পিলভিট জেলার ২২৫টি মাদ্‌রাসা, ৩০টি মসজিদ, ২৫টি মাযার ও ছয়টি ঈদগাহ নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে।

সম্প্রতি জাতিসংঘ ভারতে মানবধিকার লজ্ঞনের লোমহর্ষক তথ্য দিয়েছে।

রাজধানী দিল্লী থেকে ৪০ জন রোহিঙ্গাকে ধরে আন্দামান সাগরে নিয়ে ফেলে দিয়েছে। বিশ্বের অন্যতম নিপীড়িত জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গারা আমানবিক ও

---

* **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ। **পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট। **ভাইস প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ সোসাইটি ফর দি স্টাডি অব কালচার এন্ড রিলিজিয়ন।

নিষ্ঠুর আচরণের মুখোমুখি হয়ে পড়েছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও আগ্রাসননীতি রোহিঙ্গাদের রাষ্ট্রহীন মানুষে পরিণত করেছে। শ্রী রামচন্দ্রের শিক্ষা ছিল পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ। যারা শ্রী রামকৃষ্ণের নাম জপতে মুখে ফেনা তুলছে অথচ চরম অসম্মাননা আজ হিন্দুদের সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পড়শিদের ভারতের প্রায় ৪০ কোটি মুসলমানের বসবাস। তাদের প্রতি অমানবিক আচরণ ও একদেশদর্শিতা মুসলিম সমাজকে বিষিয়ে তুলেছে। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য হলো একে অপরের প্রতি আঞ্চলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, পারস্পরিক ভালোবাসা, একে অপরের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সুবিধার ভিত্তিতে সহযোগিতা ও শান্তিপূর্ণ অবস্থান। তাদের পররাষ্ট্রনীতির ছিটেফোঁটা বাংলাদেশকে আকৃষ্ট করছে না। একান্ত নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য দীর্ঘ সতেরো বছর একটি স্বৈরশাসনকে লালন করেছে। নানাবিধ সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে পঙ্গুত্ববরণ করতে বাধ্য করেছে।

ভারত পররাষ্ট্রের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে আধুনিক জার্মান কিংবা পোল্যান্ড থেকে বেশি পরিমান ভূখণ্ড আত্মসাৎ করেছে। বিখ্যাত ব্লগার পিনাকী ভট্টাচার্যের হিসেব মতে ভারত তার স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭-৪৮ সালে জম্মু কাশ্মীর ১৬৩০৯ বর্গমাইল, ১৯৪৮ সালে জুনাগর রাজ্য ৩৩৩৭ বর্গমাইল, ১৯৪৮ সালে নিজামশাহী হায়দারাবাদ রাজ্য ৮২৬৯৮ বর্গমাইল, ১৯৭১ সালে গোয়া রাজ্য ১৪২৯ বর্গমাইল, ১৯৭৫ সালে সিকিম রাজ্য ২৭৪০ বর্গমাইল, আর পূর্বপাকিস্তান করদ রাজ্য সমতুল্য বিবেচনা করলে মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬২৪০৫ বর্গ মাইল। তাহলে আগ্রাসন কী ধরনের সহজেই বুঝা যায়– যা তদীয় পররাষ্ট্রনীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

ভারত শুধু দখলের মধ্যে নিয়োজিত রাখেনি এমনকি ক্লিঞ্জিং এর মতো অতি ভয়াবহ পদক্ষেপ সভ্য সমাজকে ভাবিয়ে তোলে। প্রায় হাজার বছরের লালিত সম্মিলিত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির শেকড় তারা কেটে ফেলতে চায়। অতীতের গৌরবময় ইতিহাসকে মুছে দিয়ে প্রজন্মকে শেকড়বিহীন করে রাখবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়।

ইতোমধ্যে ভারত ঐতিহ্যমণ্ডিত মুঘলদের পাঠ্য-পুস্তক থেকে বাদ দিয়েছে। সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশনের (সিবিএসই) আওতাধীন স্কুলগুলোতে ব্যবহৃত পাঠ্যবই থেকে দিল্লী সালতানাত ও মুঘল সাম্রাজ্য সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বাদ দেয়া হয়েছে। অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সদ্যসমাপ্ত মহাকুম্ভসহ প্রাচীন ভারতীয় রাজবংশ এবং হিন্দুতীর্থস্থান নিয়ে নতুন বিষয়বস্তু। ওই পরিবর্তন নিয়ে ভারতীয় সমাজেও দ্বিমত স্পষ্ট। ইতিহাসবিদ অদ্রে ট্রশকে মন্তব্য করেছেন, মুঘলদের পাঠ্য-পুস্তক থেকে বাদ দিলে তাদের ইতিহাস মুছে ফেলা যাবে না। তবে শিক্ষার্থীরা ভারতের বহুবর্ণ অতীতের পুর্ণাঙ্গ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্র থেকে বঞ্চিত হবে। শিক্ষাবিদ অপূর্বানন্দের অভিমত এ পরিবর্তনের ফলে ভারতীয় ইতিহাসকে একমাত্র হিন্দু পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হচ্ছে, যা উপমহাদেশের দীর্ঘ ইসলামি ও সমন্বয়ধর্মী ইতিহাসকে অগ্রাহ্য করে। ভারত এমনি একটা চরম ভুলের মধ্যে পা দিয়ে প্রজন্মকে প্রগতিশীল ভবিষৎ বিনির্মাণে বাধ সাধছে।

বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম বলেছেন, ‘যার নিজ ধর্মের বিশ্বাস আছে, যে নিজের ধর্মের সত্যকে চিনেছে, সে কখনো অন্য ধর্মকে ঘৃণা করতে পারে না।’ বৈদিক ধর্মে বিশ্বাসীরা তো সেকথা খেয়াল রাখেন না। পরধর্ম সহিষ্ণুতার অভাবে সমাজ নিত্যদিন রসাতলে যাচ্ছে। ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে সম্প্রতি ভারতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুলিশের উপর আক্রমণ শুরু হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মধ্য প্রদেশের ভোপালে রানি কমলাপতি রেল স্টেশনে (পুরোনো নাম হাবিবগঞ্জ স্টেশন)। তাহলে ধর্মীয় পরিচয় যদি মনুষত্ব বিকাশে বাধার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তবে তো ফুল আর ফুটবে না। ধরবে না ফল। সমগ্র সমাজে ধ্বস নেমে যাবে। সুতরাং মানুষ হিসেবে এখনই তা বিবেচনায় আনা উচিত। চলে যাব। তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ। প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল। এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি। নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের স্মারক চিহ্ন ওয়্যার সিমেট্রি

–মো. কায়ছার আলী*

Known upto God ঈশ্বরের কাছে পরিচিত। এই বাক্যটি লিখা আছে চট্টগ্রামের দামপাড়া এলাকার ১৯ নং বাদশাহ মিয়া রোডের পাশে ওয়্যার সিমেট্রির একটি এফিটাফে। বিশ্ববিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক জোসেফ রুডইয়ার্ড কিপলিং এই ইম্পেরিয়াল ওয়্যার গ্রেভস কমিশনের কর্মরত থাকাকালীন এই বাক্যটি এফিটাফের জন্য নির্বাচন করেন। যা ২য় বিশ্বযুদ্ধের নিহত অজ্ঞাতনামা সৈনিকদের এফিটাফে লিখার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। নাম জানা না জানা তরুণ যুবকেরা অ্যাডভেঞ্চারের আশায় বিশ্বজয় করতে চেয়েছিলেন। তাঁরাই আজ শায়িত আছেন অজ্ঞাতনামা নামে। যুদ্ধ শেষে ঘরে ফেরার ছিল যাঁদের তাড়া, এখানে শান্তিতে ঘুমিয়ে আছেন তাঁরা। অনেক সৈনিকের না বলা কথা প্রিয়জনদের কাছে লিখে পাঠিয়েছিলেন বা পাঠাতে পারেননি অথবা মৃত্যুর পর তাদের প্রিয়জনের কাছে লিখা চিঠিগুলো পৌঁছেছিল কিন্তু ততক্ষণে তাঁরা চিরনিদ্রায় শায়িত হয়েছেন। কারো মৃত্যুর পর চিঠিগুলো বিদেশ থেকে এখানে এসেছিল। আবার কারো কারো বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত হয়েছিল সেই চিঠিগুলো।

যুদ্ধের পরিণাম সবসময় ভয়াবহ। যুদ্ধের ফলে ধ্বংস হয় অগণিত জনপদ, শহর, নগর, বন্দর, গ্রাম আর অসংখ্য মানুষ। প্রাচীন মহাকাব্যগুলো যুদ্ধের মহাকাব্য বা বীরত্বে গাঁথা। প্রাচীন যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত প্রতিটি সভ্যতার অংকুরোদগম হয়েছে যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। আধুনিক সমাজের সুমহান আদর্শ, স্বাধীনতা-ভ্রাতৃত্ব-মৈত্রী, সমাজ পরিবর্তন ধারার মূলে রয়েছে যুদ্ধ। যুদ্ধ কোথাও কোথাও আবার শান্তির পথ খুঁজে নিয়েছে। ষষ্টদশ-সপ্তাদশ শতকের ধর্ম যুদ্ধ বা উনিশ শতকের জাতীয়তাবাদের যুদ্ধের তুলনায় বিংশ শতকের যুদ্ধ অতি নৃশংস।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কুড়ি বছর পরেই আবার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫)। জার্মান-জাপান-ইতালীর অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির প্রতিরোধ। এ যুদ্ধে শক্তিশালী মানুষের গলায় জয়মালা পরিয়েছিল। কিন্তু ১৯৪৫ সালের সেই কলংকিত দিন ৬ ও ৯ আগস্ট হিরোশিমা ও নাগাসাকির পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ, অগণিত মানুষের বীভৎস চিতাশয্যা রচনা করে।

তারপর শুরু হয় পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরির প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফলে দেখা যায় মিত্রশক্তির বিজয়, জাপান ও ইতালীর সাম্রাজ্যের পতন, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা, পরাশক্তি হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্থান। ১৯৩৭ সালে জাপান চীনে এবং ১৯৪১ সালে আমেরিকার পার্ল হারাবারে আক্রমণ করে। এরপরে জাপানীরা মালয়-সিংগাপুর দখল করে। বার্মার দিকে এগোতে থাকে। বার্মা ব্রিটিশ সরকার তৎকালীন রেংগুনের পতনের পরপরই ব্রিটিশ ঘাঁটি গড়েন চট্টগ্রামে। চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর এবং আন্দরকিল্লায় হাসপাতাল থাকায় তারা ঘাঁটি নির্মাণ করে।

১৯৩৮ সালে জার্মানী পোল্যান্ড আক্রমণ করে এবং এর ফলশ্রুতিতে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবেই শুরু হয় ২য় বিশ্বযুদ্ধের।

জার্মানীর চ্যান্সেলর অ্যাডলফ হিটলার গায়ের জোরে নয়, কথার জাদুতেই জার্মানদের ভোলান। হিটলার ও নাৎসী বাহিনী ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল জার্মানী তার সম্পদ, সম্মান এবং ক্ষমতার প্রায় সবটুকুই হারিয়ে আর বসে থাকতে পারে না। ২য় বিশ্বযুদ্ধের বা মহাসমরের মিত্রশক্তি ও অক্ষশক্তি ৩০টি দেশের সব মিলিয়ে ১০ কোটিরও বেশি সামরিক সদস্য অংশগ্রহণ করে। এই নৃশংসতম যুদ্ধে বেসামরিক জনগণের উপর নির্বিচারে গণহত্যা হলোকাস্ট, পারমাণবিক বোমার ব্যবহার কুখ্যাত এই যুদ্ধে পাঁচ থেকে সাড়ে আটকোটি মানুষ প্রাণ হারায়। নানা ধর্মের, নানা জাতের মানুষ একত্র হয়ে লড়াই করেছিল জার্মানীর নাৎসী বাহিনীর হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে।

ব্রিটিশ সেনাবাহিনী তাদের সেনাদের স্মৃতিকে চিরঅম্লান করে রাখার জন্য সারা পৃথিবীতে ২৩ হাজার ওয়্যার সিমেট্রি তৈরি করেন ১৭ মিলিয়ন সৈন্যের জন্য। ভারতীয় উপমহাদেশে মিত্র বাহিনীর ৪৫ হাজার সৈন্য নিহত হয়। তাদের ৯টি সমাধিক্ষেত্র রয়েছে বাংলাদেশ, বার্মা ও আসামে। বাংলাদেশে দু'টো কুমিল্লা ও চট্টগ্রামে। ওয়্যার সিমেট্রিগুলো রক্ষণাবেক্ষণ কাজের পরিচালনা করেন কমনওয়েলথ ওয়্যার গ্রেভ কমিশন। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং এ উপমহাদেশে সেনা, নৌ, বিমান সেনাদের

লেখক, শিক্ষক, প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

আত্মত্যাগ বা আত্মদান বৃথা যায়নি। মৃত্যুঞ্জয়ী এই বীরদের কারণে ১৯৪৫ সালে হিটলার ও বার্লিনের পরাজয় ও পতন ঘটে। প্রতিবছর নভেম্বর মাসের ১১ তারিখ সকল ধর্মের ধর্মগুরুদের সমন্বয়ে বার্ষিক প্রার্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইতিহাসের পাতায় স্থান করে নেওয়া ওয়্যার সিমেট্রিতে রয়েছে নান্দনিক রূপ। পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অপরূপ এক সমাধি স্থল, এলাকা দু'টো দেখতে অনেকটা নীলাভ মনে হয়। এজন্য এ স্থানগুলোকে নীলপাহাড়ের দেশ বলেও অভিহিত করা হয়। চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার ওয়্যার সিমেট্রি তৈরি করা হয় ১৯৪২-১৯৪৪ সালে। তৎকালীন ময়নামতি ছিল একটি ছোট্ট গ্রাম, যেটা পরবর্তীতে ব্রিটিশ সামরিক বড় ঘাঁটিতে পরিণত হয়। সেনাঘাঁটির সঙ্গে ছিল হাসপাতাল। বিশেষ করে কুমিল্লা ছিল যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহের ক্ষেত্র। বিমানঘাঁটি ও ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর ১৪তম সদর দফতর। সিমেট্রি দু'টো অত্যন্ত ছায়া সুনিবিড়, নীরব, নিস্তব্ধ, নির্জন, দৃষ্টিনন্দন এবং শৈল্পিকতার ছাপে ভরা। স্বশরীরে দেখলে আপনার কাছে মনে হবে এরকম শান্তিময় পরিবেশ আর হয় না। এখানে দৌড়াদৌড়ি করা, কাপড় পাল্টানো, গাছে উঠা, এফিটাফের রং নষ্ট করা বা অযথা আড্ডা মারা নিষেধ। এ অসৌজন্যমূলক কাজগুলো করা মানে ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিদের ডিস্টার্ব বা বিরক্ত করার মতো। ১৩টি দেশের চট্টগ্রামে ৭৫৫ জন, কুমিল্লায় ৭৩৭ জন সারিবদ্ধভাবে শুয়ে আছেন। সমাধির প্রতিটি ফলকে নাম, মৃত্যুর তারিখ, পরিচয়, পদ-পদবীর পাশাপাশি ধর্মীয় প্রতীকও আছে। দু'টো সমাধির মাঝে হরেক রকমের ফুলগাছ সৌন্দর্য বর্ধন করেছে। উঁচু বেদী বা বেদীতে ক্রুশ প্রতীক থাকায় স্থানীয় লোকেরা এটাকে খ্রিষ্টানদের কবর স্থান বলে থাকেন। প্রত্যেক সৈনিককে এখানে নিজ নিজ ধর্মীয় মর্যাদার সাথে সমাহিত করা হয়। সমাধিগুলো দেখলে আপনার চিন্তাশক্তিকে শানিত করে মানবিকতা জাগ্রত করবে।

প্রতিটি সৈনিকের ব্যক্তিগত জীবনে আশা-আকাংখা বা আনন্দ-বেদনার কথা গভীরভাবে স্মরণ করে যে কোনো যুদ্ধ বা লড়াই পরিত্যাগ করতে হবে। বর্তমানে সাম্রাজ্যবাদী সরকারগুলোর মধ্যে যদি হিংস্রতা দূরীভূত না হয় তাহলে শান্তি চিরকাল মানুষের নাগালের বাইরে সোনার হরিণই থাকবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারমাণবিক মরণ যুদ্ধের আয়োজনে শান্তিকামী মানুষেরা সন্ত্রস্ত ও শংকিত। আধুনিক মারণাস্ত্রের ধূমায়িত সমস্যার মধ্যেই শান্তির দীপশিখাটি প্রজ্জ্বলিত। ☒

প্রিয়, কেন বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকো?

[৩২ পৃষ্ঠার পর]

﴿يَرۡفَعِ اللّٰهُ الَّذِيۡنَ آمَنُوۡا مِنۡكُمۡ وَالَّذِيۡنَ أُوۡتُوۡا الۡعِلۡمَ دَرَجَاتٍ وَاللّٰهُ بِمَا تَعۡمَلُوۡنَ خَبِيۡرٌ﴾

"তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে উচ্চ মর্যাদা দেবেন। আর যা কিছু তোমরা করো, আল্লাহ সে বিষয়ে পূর্ণ অবহিত।"[১০০]

হাসান বসরী (রযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে মুরসাল সনদে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ইসলামকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি দ্বীনী 'ইল্মের অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে এবং ঐ অবস্থায়ই তার মৃত্যু পরোয়ানা উপস্থিত হয়, জান্নাতে তার এবং নবীদের মধ্যে একটি ধাপই ব্যবধান থাকবে।[১০১]

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত প্রায় এক হাজারের মতো আলেম ও ১৫০০-এর অধিক কুরআনের হাফেয তৈরি হয়েছে এ মাদ্‌রাসা থেকে। (৮-১০ জন আলেমের তথ্য মতে) দেশের উচ্চপদস্থ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরেও কর্মরত রয়েছে এই মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরা। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায়ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে বছরের পর বছর। বর্তমানে এ মাদ্‌রাসার অগণিত শিক্ষার্থী মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী পিএইচডি কোর্সে ভর্তির সুযোগ পাচ্ছে এবং সাফল্যের সাথে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করছে। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন নবীন শিক্ষাবিদ, উদীয়মান তরুণ গবেষক ডক্টর হারুনুর রশীদ ত্রিশালী। যিনি প্রথম বাংলাদেশী হিসেবে মসজিদে নববীতে নিয়মিত দারস দানের সুযোগ পেয়েছেন। পৃথিবীর প্রায় দশটি ভাষায় মসজিদে নববীর খুৎবাহ্ লাইভ অনুবাদ হয়। মাশা-আল্লাহ, বাংলা ভাষায় বঙ্গানুবাদের গুরু দায়িত্বটি পালন করছেন ড. হারুনুর রশীদ ত্রিশালী। মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া তাই আমাদের আত্মার প্রতিষ্ঠান। আমরা চাই এরকম, মাদানী, ডক্টর, গবেষক উৎপাদনের ধারা অব্যহত থাকুক মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া নামক কারখানায়। কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা প্রতিষ্ঠানটিকে কবুল করুন –আমীন।

পুনর্মিলনী অনুষ্ঠান আয়োজকদের জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের জন্য অবিরাম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও শুভকামনা।

---

[১০০] *সূরা আল মুজাদালাহ্ : ১১।*

[১০১] *আদ্ দারেমী।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

প্রিয়, কেন বার বার হাতছানি দিয়ে ডাকো?

–সাইফুল্লাহ ত্রিশালী*

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.[১০২]

An Institute a heart if you success.

"একটি মাদ্‌রাসা একটি প্রাণ যদি তুমি সফল হও।" হাজারো আলেমের হৃদয়ের স্পন্দন। ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে স্বগৌরবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকা একটি প্রতিষ্ঠান। জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অন্যতম উৎস ভাণ্ডার মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া।

এক. তখন আমি মুতাওয়াসেসতা সালেসা পড়ি। স্মৃতির ডায়েরী ঘেঁটে মনে হলো, ঢাকার সাবেক একজন মেয়র এর কথা। কিংবদন্তি নেতা সাদেক হোসেন খোকা। পুলিশের লাঠির বাড়ি খাওয়া একজন বিপ্লবী নেতা। যিনি একাধারে রাজনীতিবীদ ও মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। পরপর চার বার ঢাকা-৭ আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন। মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর দায়ীত্ব পালন করেছেন বহুবার। তার সাথে প্রথম দেখা হয় ৪ জুন ২০০৩ সালে, ঢাকার বংশালে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ প্রফেসর এম. এ বারী স্যারের জানাযায়। সাদেক হোসেন খোকা ও আমি পাশাপাশি ওযূ করতে বসেছি। খেয়াল করে দেখলাম, ওযূতে উনার কনুই পর্যন্ত ভিজে নেই। ভাবছি, ভুল শুধরাতে যেয়ে যদি ধমক খাই। মাথায় চুল নেই। গোঁফগুলো বড় বড়। মোটা ফ্রেমের চশমা। কিছুটা অদ্ভুত। তবে ভয়ংকর সুন্দর। তবু ভয়ে ভয়ে বললাম, স্যার! আপনার হাত কনুই পর্যন্ত ভিজে নাই। উনি হাসিমুখে বললেন, ওহ তাইতো। তুমি কোন মাদ্‌রাসায় পড়ো বাবা? তার কথার উত্তর দিতেই আবার বললেন, ড. বারী স্যারের মাদ্‌রাসা না-কি? বললাম, জি। very good. ভালোভাবে পড়াশুনা করিও। এতটুকুই কথা। সে দিনই বুঝলাম, মাদ্‌রাসা মোহাম্মাদীয়া আরাবীয়া দেশের বড় বড় নেতারাও চিনে। দেশের সর্বস্তরের মানুষের কাছে একটি প্রশংসিত শিক্ষালয়।

দুই. ১৭ বছর হলো ফারেগ হয়েছি। এ পর্যন্ত প্রায় ১৮-২০ বার স্বপ্নে দেখেছি এম. এম. আরাবীয়ার স্মৃতিময় মুহূর্তগুলো। খুব যে ভালো ছাত্র ছিলাম তা নয়। তবে মাদ্‌রাসার ৩য় তলার কোনার রুমটাতে ৩ বছর ছিলাম। শুনতাম, যারা একটু শান্ত স্বভাবের/ভালো শিক্ষার্থী; ওটা না-কি তাদের রুম। কিন্তু আমি ছিলাম দুষ্টদের সেরা। নিয়মিত জানালা দিয়ে বন্ধুদের কলম ফেলতাম। কেউ টয়লেটে গেলে বাইরে থেকে লক করে দিতাম। একবার আমার রুমমেট বেশ সময় ধরে গোসল করছিল। আমি তার লুঙ্গি ৩ দিনের জন্য উধাও করে দিয়েছিলাম। তবে এসব কর্মকাণ্ডের জন্য বন্ধুরা আমাকে নিয়মিত ক্যালানি দিত। মানে উত্তম মাধ্যম আর কি। তারপরও দুষ্টামির মজা কি ভুলা যায়? আহা! ফজরের নামাযে দেরি হলে, রফিক ওস্তাদজীর লাঠির বাড়ি ছিল সেই স্বাদ। লুকিয়ে লুকিয়ে ছাদে ক্রিকেট খেলা আর মোফাজ্জল ওস্তাদজীর কড়া শাসন– দুইয়ে মিলে ছিল অন্যরকম অনুভূতি। ২০০৫ সালে একবার ভারত-পাকিস্তানের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে গিয়েছিলাম। রাতের পড়া ফাঁকি দিয়ে দেয়াল টপকিয়ে এক চুটকিতে মাদ্‌রাসার বাইরে। মুতা, সানী- কুল্লিয়া সানী পর্যন্ত প্রায় ৩৫ জন শিক্ষার্থী খেলা দেখার দর্শক। পরদিন ধরা খেলাম সবাই। কোনো এক সুফী দ্বীনদার ভদ্রলোক আমাদের নাম আসামীর খাতায় জমা দিয়েছে। দোতলায় অফিস কক্ষের সামনে দাঁড় করিয়ে প্রত্যেককে তিনটা করে বেতের বাড়ি। সূর্য লাল, রক্ত লাল, আর পাছা লাল বলতে যা বুঝায়। তাই হলো। কয়েকজন শিক্ষার্থী ওরে বাবারে, ওরে গেলাম রে বলে চিৎকার করলো। আর আমাদের শাস্তি দেখে নিচতলা থেকে ৪র্থ তলা পর্যন্ত সবার মাঝে হাসির রোল পড়ল। এটা কোনো কথা। তবে জীবন চলার পথে ওস্তাদদের নসিহত আজ হাড়ে হাড়ে কাজে লাগছে। মোস্তফা কাসেমী ওস্তাদজীর মোহনীয় বাচনভঙ্গি, হৃদয় নিংড়ানো উপদেশ আর ভালোবাসার আদর্শ শিক্ষা- কখনো ভুলবার নয়।

তিন. ১৯৭৫ সালে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্‌রাসাটি গৌরব ও উজ্জল ইতিহাসের অর্ধশতাব্দি পার করেছে। এ পর্যন্ত প্রায় সহস্র শিক্ষার্থী পৃথিবীর সনামধন্য ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশুনার সুযোগ পেয়েছে। মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণালব্ধ জ্ঞান আহরণ করে সারা বিশ্বব্যাপী এম. এম. আরাবীয়ার শিক্ষার্থীরা সেবামূলক কাজ করছে। যেটা আমাদের জন্য সব সময় গর্বের বিষয়। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন, *[৩১ পৃষ্ঠায় দেখুন]*

**২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ফারেগ। বর্তমান পেশা : বেসরকারি কলেজ শিক্ষক ও খতীব।*

[১০২] *নেলসন ম্যান্ডেলা।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্রম- ১৪৪৭ হি.

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

একাউন্ট হ্যাক থেকে বাঁচার কার্যকর উপায়

–আরাফাত ডেস্ক

আপনার ডিজিটাল নিরাপত্তা এখন আপনার হাতে : বর্তমান ডিজিটাল যুগে আমাদের প্রায় সব ব্যক্তিগত ও পেশাগত কাজই অনলাইনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। অথচ এই সুবিধার পাশাপাশি রয়েছে একটি বড় ঝুঁকি– একাউন্ট হ্যাকিং। হ্যাকারদের হাত থেকে আপনার একাউন্ট সুরক্ষিত রাখতে হলে আপনাকে জানতে হবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সহজ উপায়, যা অনুসরণ করলে আপনি থাকতে পারবেন অনেকটাই নিশ্চিন্ত।

১. শক্তিশালী পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন : একাউন্ট সুরক্ষার প্রথম ধাপ হলো একটি শক্তিশালী, ইউনিক এবং দীর্ঘ পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা। পাসওয়ার্ডে বড় হাতের অক্ষর (অ-ত), ছোট হাতের অক্ষর (ধু-), সংখ্যা (০-৯) এবং বিশেষ চিহ্ন (@, #, ৳, %) ব্যবহার করলে তা অনুমান করা কঠিন হয়। ➲ **উদাহরণস্বরূপ :** S!f@2025_GoSecure।

২. দুই ধাপ যাচাইকরণ (Two-Factor Authentication) চালু করুন : শুধু পাসওয়ার্ড দিয়ে একাউন্ট সুরক্ষিত নয়। হ্যাকাররা পাসওয়ার্ড জেনে ফেললেও যাতে ঢুকতে না পারে, তাই ২-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন চালু করা অত্যন্ত জরুরি। এতে লগইনের সময় আপনার মোবাইলে OTP বা কোড যাবে, যা না জানলে কেউ প্রবেশ করতে পারবে না।

৩. ফিশিং লিংক থেকে সাবধান : ইমেইল, এসএমএস বা ফেসবুকে অনেক সময় এমন লিংক আসে যা দেখতে সঠিক মনে হলেও ভুয়া হতে পারে। এগুলোতে ক্লিক করলেই আপনি হ্যাকারদের ফাঁদে পা দিতে পারেন।

সতর্ক থাকুন, যাচাই করুন এবং প্রয়োজন ছাড়া কোনো লিংকে ক্লিক করবেন না।

৪. সফ্টওয়্যার ও অ্যাপ নিয়মিত আপডেট করুন : পুরোনো সফ্টওয়্যারে অনেক সময় নিরাপত্তাজনিত ত্রুটি থেকে যায়। তাই নিয়মিত আপনার ফোন, ল্যাপটপ ও অ্যাপসগুলো আপডেট করুন। এতে নিরাপত্তা বাড়ে এবং হ্যাকারদের প্রবেশের সুযোগ কমে।

৫. অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল ব্যবহার করুন : কম্পিউটার বা মোবাইলে ভালো মানের অ্যান্টিভাইরাস ও ফায়ারওয়াল ব্যবহারে আপনার ডিভাইস ম্যালওয়্যার ও ভাইরাস থেকে সুরক্ষিত থাকবে।

৬. পাবলিক Wi-Fi ব্যবহারে সতর্ক থাকুন : ফ্রি Wi-Fi ব্যবহার করার সময় VPN (Virtual Private Network) ব্যবহার করা ভালো। এতে আপনার তথ্য এনক্রিপ্টেড থাকে, যা হ্যাকারদের চোখ এড়িয়ে যায়।

৭. লগইন অ্যাক্টিভিটি মনিটর করুন : Google, Facebook ইত্যাদি একাউন্টে আপনি কোন কোন ডিভাইস বা লোকেশন থেকে লগইন করেছেন, তা দেখা যায়। অপরিচিত কোনো অ্যাক্সেস দেখলে সাথে সাথে পাসওয়ার্ড পরিবর্তন করুন এবং সন্দেহজনক ডিভাইস লগআউট করুন।

৮. নিজের তথ্য গোপন রাখুন : কখনোই নিজের পাসওয়ার্ড বা নিরাপত্তা কোড কারো সাথে শেয়ার করবেন না, এমনকি কাছের মানুষজনের সাথেও না। হ্যাকাররা অনেক সময় পরিচিতদের নাম ব্যবহার করে প্রতারণা করে।

উপসংহার : একাউন্ট হ্যাকিং একটি বাস্তব ও চলমান হুমকি। তবে সচেতনতা, নিয়মিত সতর্কতা এবং আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহারই পারে আপনাকে এই বিপদ থেকে রক্ষা করতে। মনে রাখবেন, আপনার তথ্য আপনার সম্পদ –একে সুরক্ষিত রাখা আপনার দায়িত্ব। ⊠

নিভৃত ভাবনা

কলমের অবদান

–আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন*

কলম শব্দটি শুনলেই আমাদের তুচ্ছ এক ছোট জিনিসের কথা মনে হয়। তা কি আসলে-ই ছোট?

ক্ষুদ্র জিনিস হলেও পৃথিবীর ইতিহাসে অন্যতম অবদান তার। মহান রাব্বুল 'আলামীনের প্রথম সৃষ্টি হলো এই কলম। 'উভাবাহ্ ইবনু সাবেত (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

"إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ".

"আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম যে বস্তুটি সৃষ্টি করেছেন তা হচ্ছে কলম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা (কলমকে) বললেন, তুমি লেখো।"[১০৩]

অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।

[১০৩] *আত্‌ তিরমিযী- হা. ৩৯৮, মা. শা., হা. ৩৩১৯, সহীহ।*

বক্ষমান হাদীস থেকে প্রতিয়মান হয় যে, কলম তো সর্বপ্রথম সৃষ্টি, আমরা তার পরে। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, পৃথিবীর প্রথম লেখা শুরু করেন নবী ইদ্রিস (আলাইহিস সালাম)। আমরা যেসব কালের ইতিহাস জানতে পারি সেসব কালের সেসব এলাকা কলমের ব্যবহার ছিল বেশি। কলমের ব্যবহার মানে জ্ঞান সাধনায় নিথর হৃদয়। কলমের অবদান এত সহজে আসেনি। পৃথিবীতে আমরা যত সভ্যতা দেখতে পারি, যার অস্তিত্ব আর পৃথিবীতে নেই, সেই জাতির সভ্যতা আমরা তাদের কলমের মাধ্যমে জানতে পারি। কলম আমাদের জানিয়ে দেয়, সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে পূর্বকাল, বর্তমান ও ভবিষ্যতের অবস্থা। যদি এই পৃথিবীতে “কলমের অবদান” না থাকতো তাহলে পৃথিবী হাজার বছর পিছিয়ে পরে থাকতো। আজকের পৃথিবীতে মুসলিমরা নির্যাতিত হচ্ছে ইহুদীদের কাছে। এক সময় তো এই ইহুদীরা ছিল নির্যাতিত জাতি। তারা তাদের ইতিহাস অবদান সামনে রেখে পৃথিবীতে সাম্রাজ্যশালী হিসাবে আবারো গড়ে ওঠেছে। তাদেরও একটা কলমের অবদান ছিল। মুসলিমরা তাদের জ্ঞান সভ্যতা দিয়ে ইতিহাসে এক বিশাল কলমের অবদান তৈরি করেছিল। তাদের সেই অবদান দিয়ে বর্তমান শক্তিধর রাষ্ট্রসমূহ এগিয়ে যাচ্ছে। আর আমরা আমাদের নিজের অবদানকে না ধরে রাখতে পেরে হীনমন্যতায় ভুগছি। ইসলামী সাহিত্যের বিশাল ধণশাস্ত্র এসেছিল মধ্য যুগীয় মুসলিমদের কলমের অবদানে। আজ সেই কলমের কালি আমাদের মধ্যে শুকিয়ে গিয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে হ্রাসের ফলে দিন দিন অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

এজন্য পাঠকবৃন্দ সকলকে পরিশেষে এই বচনটুকু বলে রাখি যে, আমাদের হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান ভাণ্ডারের শাস্ত্রকে কলমের অবদানের মাধ্যমে উজ্জীবিত করা সম্ভব।

পরিশেষে মহান রাব্বুল ‘আলামীনের পবিত্র কালামের কয়েকটি আয়াত দিয়ে ইতি করছি। আল্লাহ সুবহানাল্লাহু ওয়া তা‘আলা বলেন,

﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۞ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۞ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ﴾

অর্থ : “নুন, শপথ কলমের এবং শপথ যা লিপিবদ্ধ করে। তোমার রবের অনুগ্রহে তুমি উম্মাদ নও এবং তুমি অবশ্যই সুমহান চরিত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত।”[১০৪] ☒

[১০৪] *সূরা আল ক্বালাম : ১-৩।*

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কবরের মাটি কি আরশ ও কুরসীর চেয়েও উত্তম?

[২৭ পৃষ্ঠার পর]

এটি একধরণের বাদ-আখবারি কল্পনা, যার শরিয়তে কোনো ভিত্তি নেই; বরং কবরের পাশেও সাহাবারা কিবলার দিকে ফিরে দু‘আ করতেন, কবরের দিকে নয়।[১০৫]

৬. ভালোবাসা বনাম সীমালঙ্ঘন : নিঃসন্দেহে রাসূল (ﷺ)-এর প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ। তবে এই ভালোবাসা যদি সীমা ছাড়িয়ে যায়, তাহলে তা ‘ইবাদত না থেকে বিদআত হয়ে যায়। খ্রিষ্টানরা যেমন ‘ঈসা (আলাইহিস সালাম)-এর মর্যাদা এতটাই বাড়িয়েছেন যে, তাঁকে মহান আল্লাহর সন্তান বানিয়ে ফেলেছেন, মুসলমানদেরও সেই ভুল এড়িয়ে চলতে হবে।

৭. ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)’র পরিষ্কার বক্তব্য : “নবী (ﷺ)-এর কবরের মাটি কাবার মাটির চেয়েও উত্তম নয়।”[১০৬] এই বক্তব্য ‘আক্বীদার মূল ভিত্তিকে রক্ষা করে। অর্থাৎ- রাসূল (ﷺ)-এর সত্তা ফযীলতময়, কিন্তু তাঁর কবরের মাটি নয়।

উপসংহার : ভালোবাসা তখনই পরিপূর্ণ হয়, যখন তা শরিয়তের সীমার মধ্যে থাকে। রাসূল (ﷺ)-এর সম্মান অবশ্যই অপরিসীম, তবে তা এমন নয় যে, তাঁর কবরের মাটিকে মহান আল্লাহর আরশ ও কুরসীর চেয়েও উত্তম বলা যায়।

সঠিক ‘আক্বীদাহ্ হলো–

- রাসূল (ﷺ)-এর ব্যক্তিত্ব ও কর্মই সর্বোচ্চ ফযীলতপূর্ণ।
- তাঁর কবরের প্রতি সম্মান থাকতে হবে, তবে শরিয়তের নির্ধারিত সীমা অতিক্রম না করে।
- শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণে একমাত্র দলিল হবে কুরআন ও সহীহ হাদীস।

[শাইখ আব্দুল্লাহ শাহেদ আল-মাদানী’র প্রবন্ধ অবলম্বনে সংক্ষেপিত]

প্রমাণসমূহ– *১. সূরা আল হুজুরা-ত : ২, কবরের পাশে আওয়াজ নিচু রাখা। ২. মুয়াত্তা মালিক- উমরের বক্তব্য। ৩. সহীহ মুসলিম- হা. ১৯৭, ৬৭১, কিয়ামতের শাফা‘আত, প্রিয় স্থান মসজিদ। ৪. ইবনু কাসীর (তাফসীর আয়াতুল কুরসী) কুরসীর বিশালতা। ৫. মাজমূ‘আ ফাতাওয়া- ২৭/৩৮-৩৯, ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রাহিমাহুল্লাহ)’র বিশ্লেষণ। ৬. ইকতিযা আস-সিরাতুল মুস্তাকীম- সাহাবার দু‘আর পদ্ধতি।*

[১০৫] *ইকতিযা- ইবনু তাইমিয়্যা।*
[১০৬] *মাজমূ‘আ ফাতাওয়া- ২৭/৩৯।*

পরিবেশ-প্রকৃতি

বায়ু দূষণ : বিজ্ঞান ও ইসলামের আলোকে এক বিবেকবান প্রতিফলন

-আরাফাত ডেস্ক

ভূমিকা : নিঃশ্বাসেই যদি বিষ হয়... আমরা প্রতিনিয়ত এমন এক বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি, যা আমাদের জীবনের প্রয়োজনীয় উপাদান তো বটেই, এখন মৃত্যু ডেকে আনার মাধ্যমও হয়ে উঠেছে। এই বায়ুতে মিশে আছে ক্ষতিকর ধূলিকণা, বিষাক্ত গ্যাস, ধোঁয়া ও রাসায়নিক উপাদান। অথচ এই বাতাসই মহান আল্লাহর দেওয়া এক অপার নিয়ামত, যা তিনি আমাদের বিনামূল্যে দিয়েছেন। বায়ু দূষণ শুধু একটি শহুরে সমস্যা নয়; বরং এটি একটি বৈশ্বিক সংকট, যা পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতির ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলছে। পরিবেশবিদ, চিকিৎসক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সবাই যখন উদ্বিগ্ন, তখন আমাদের দেখা উচিত ইসলামের নির্দেশনা কী বলে- একজন মু'মিনের করণীয়ই বা কী?

বায়ু দূষণ : কী, কেন ও কোথা থেকে?

বায়ু দূষণ বলতে বুঝায় এমন সব ক্ষতিকর উপাদান বাতাসে মিশে যাওয়া, যা মানুষ ও প্রকৃতির জন্য হুমকি তৈরি করে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ক্ষতিকর উপাদান হলো-

✧ **PM2.5 ও PM10-** অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা, যা সহজেই ফুসফুসে প্রবেশ করে।

✧ **NO_2, SO_2, CO-** যানবাহন ও কলকারখানা থেকে নির্গত গ্যাস।

✧ **ওজোন (O_3)-** নিচু স্তরের ওজোন, যা শ্বাসনালিতে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে।

এসব কণিকা ও গ্যাস কেবল মানুষ নয়, পশুপাখি, উদ্ভিদ ও পুরো পরিবেশ ব্যবস্থাকেও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পরিসংখ্যান যখন চমকে দেয় : বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) বলছে, প্রতি বছর প্রায় ৭০ লক্ষ মানুষ বায়ু দূষণজনিত রোগে মারা যান। বিশেষজ্ঞরা আশঙ্কা করছেন- যদি এই ধারা চলতে থাকে, তাহলে ২০৫০ সালের মধ্যে দূষণের কারণে মৃত্যুহার দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

বিশ্বে বায়ু দূষণের শীর্ষ শহর (IQAir, 2024) :

শহর	গড় PM2.5 (µg/m³)	অবস্থান
দিল্লি	৯৮.৬	১ম
ঢাকা	৬৫.৮	২য়
লাহোর	৬৩.১	৩য়
বেজিং	৫৫.২	৫ম

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা আজ বায়ু দূষণের কারণে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ নগরীগুলোর মধ্যে অন্যতম। শীত মৌসুমে অবস্থা আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে।

পরিবেশ অধিদপ্তরের-২০২৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ঢাকার বায়ু দূষণের মূল কারণসমূহ-

✧ যানবাহনের ধোঁয়া : ৪০%।

✧ ইটভাটা ও কলকারখানা : ৩০%।

✧ নির্মাণকাজ ও ধুলাবালি : ২০%।

✧ বর্জ্য পোড়ানো : ১০%।

স্বাস্থ্যঝুঁকি : নিঃশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে পড়ে রোগ। বায়ু দূষণের প্রভাবে শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম কণা, যা ক্যানসার থেকে শুরু করে হৃদরোগ পর্যন্ত ডেকে আনে। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে-

✧ **শিশু :** তাদের শ্বাসতন্ত্র দুর্বল হওয়ায় সহজেই আক্রান্ত হয় হাঁপানি ও নিউমোনিয়ায়।

✧ **বয়স্ক ও অসুস্থ ব্যক্তি :** উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হৃদরোগের সম্ভাবনা কয়েক গুণ বেড়ে যায়।

✧ **গর্ভবতী নারী :** অকাল প্রসব, মৃত সন্তান জন্ম, শিশুর ওজনহীনতা।

✧ **সাধারণ মানুষ :** দীর্ঘমেয়াদী ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, ক্যানসার, মানসিক অবসাদ।

চিকিৎসকরা বলেন- "আজকাল একের পর এক তরুণ বয়সেই হার্ট অ্যাটাক বা ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন, যার বড় একটি কারণ পরিবেশ দূষণ।"

ইসলাম কী বলে পরিবেশ ও বায়ু দূষণ বিষয়ে?

ইসলাম শুধু নামায-রোযার ধর্ম নয়। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যেখানে পরিবেশ, প্রকৃতি, অন্য মানুষের অধিকার সবকিছুই গুরুত্ব পায়।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহাররম- ১৪৪৭ হি.

কুরআনের নির্দেশনা :

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾

“তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, যখন তা সংশোধিত করা হয়েছে।”[১০৭]

এখানে ‘ফাসাদ’ বলতে প্রকৃতি ধ্বংস, দূষণ, অন্যের ক্ষতি করা সবই বুঝানো হয়েছে।

﴿وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ﴾

“আমি তোমাদেরকে পৃথিবীর খলিফা করেছি।”[১০৮]

এখানে খলীফা মানে ‘অভিভাবক’। আমরা দায়িত্বশীল। আমাদের কাজ এই পৃথিবীকে রক্ষা করা।

রাসূল (ﷺ)-এর বাণী : “যে ব্যক্তি একটি গাছ রোপণ করে, তার প্রতিটি ফল, পাতা, কিংবা ছায়া যদি কেউ ব্যবহার করে, তবে তা তার জন্য সাদাক্বাহ্ হিসেবে গণ্য হয়।”[১০৯] “রাস্তা পরিষ্কার রাখা ঈমানের অঙ্গ।”[১১০]

এগুলো শুধু ব্যক্তিগত সওয়াবের কাজ নয়, পরিবেশ সংরক্ষণের মৌলিক শিক্ষা।

পরিবেশ দূষণ– একটি নৈতিক অপরাধ : আমরা যখন খোলা জায়গায় বর্জ্য পোড়াই, রাস্তায় ধুলা ছড়াই, গাছ কেটে ফেলি কিংবা ধোঁয়া নির্গত করি তখন শুধু আইন লঙ্ঘন নয়, আমরা একটি অমানবিক ও ইসলামবিরোধী কাজও করছি।

“মুসলমান তো সেই, যার দ্বারা অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে তার হাত ও জিহ্বা থেকে।”[১১১]

আজ যদি আমার গাড়ির ধোঁয়া বা আমার নির্মাণকাজের ধুলা অন্যের শিশুকে হাঁপানিতে আক্রান্ত করে, তাহলে আমি কি নিরাপদ রাখার দায়িত্ব পালন করছি?

সমাধান– বিজ্ঞান ও দ্বীনের সমন্বয়ে পথ খোঁজা : বাস্তবিক ব্যবস্থা–

১. গাছ লাগানো ও সংরক্ষণ।
২. ইলেকট্রিক বা সিএনজি যানবাহনের ব্যবহার।
৩. ইটভাটা ও কলকারখানায় জিগজ্যাগ প্রযুক্তি।
৪. নির্মাণকাজে ধুলা নিয়ন্ত্রণ (জাল, পানি স্প্রে)।
৫. প্লাস্টিক ও বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ।
৬. পরিবেশবান্ধব নীতিনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন।

ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে–

ব্যবস্থা	ইসলাম কী বলে
গাছ লাগানো	সাদাক্বাহ্ জারিয়া
রাস্তা পরিষ্কার	ঈমানের অঙ্গ
ধোঁয়া কমানো	অন্যের কষ্ট দূর

বর্জ্য অপসারণ– পবিত্রতা ও নাফরমানি পরিহার : সচেতনতা ছড়ানো ‘বিল মা’রুফ’ বা নেক কাজে উৎসাহ।

আমাদের করণীয়– ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দায়িত্ব :

- শিশুদের শিক্ষা দিন –পরিবেশই ভবিষ্যৎ।
- মসজিদের খুতবায় বিষয়টি তুলে ধরুন।
- স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজে ‘পরিবেশ ক্লাব’ গঠন করুন।
- বাড়ির ছাদে গাছ লাগান।
- অনিয়ন্ত্রিত কাজগুলো থেকে নিজেকে বিরত রাখুন।

উপসংহার : নিঃশ্বাসের হিসাব মহান আল্লাহর কাছে দিতে হবে– এই পৃথিবী মহান আল্লাহর আমানত। আমরা এই আমানতের প্রতি দায়িত্বশীল না হলে, কেবল পৃথিবী নয়, আখিরাতেও আমাদের জবাবদিহি করতে হবে। আমরা যদি আজ সচেতন না হই, তাহলে একদিন আমাদের সন্তানরা আমাদের প্রশ্ন করবে– “আমরা যে বিষাক্ত বাতাসে শ্বাস নিচ্ছি, তা তুমি কেন রক্ষা করোনি?”

চাই আমরা ধর্মপ্রাণ হই বা পরিবেশপ্রেমী –দুই পরিচয়ের অন্তর্নিহিত দায় একটাই : বিশ্বকে বাসযোগ্য রাখা।

তথ্যসূত্র :

১. *WHO, Air Pollution and Health, 2023।*
২. *IQAir, Global Air Quality Report, 2024।*
৩. *Health Effects Institute, State of Global Air, 2022।*
৪. *পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ২০২৩।*
৫. *কুরআন শরীফ : সূরা আল আ’রাফ, আল আন’আম।*
৬. *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

[১০৭] *সূরা আল আ’রাফ : ৫৬।*
[১০৮] *সূরা আল আন’আম : ১৬৫।*
[১০৯] *সহীহুল বুখারী ও সহীহ মুসলিম।*
[১১০] *সহীহ মুসলিম।*
[১১১] *সহীহুল বুখারী।*

খেজুর গাছের কান্না

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে)

–আবু ফাইয়ায জি রহমান

অনেক দিন আগের কথা। মদিনা শহরে ছিল একটি ছোট্ট সুন্দর মসজিদ। সেই মসজিদে প্রতিদিন অনেক মানুষ জড়ো হতো। তারা সবাই খুব ভালোবাসতো এক মহান মানুষকে –তিনি ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী, মুহাম্মদ (ﷺ)।

নবীজি (ﷺ) মসজিদে দাঁড়িয়ে মানুষদের মহান আল্লাহর কথা বলতেন, কুরআনের আয়াত শোনাতেন এবং ভালো কাজের দা'ওয়াত দিতেন। তখন কিন্তু আজকের মতো মসজিদে মাইক্রোফোন ছিল না, এমনকি মিম্বর (উঁচু কাঠের মঞ্চ)ও ছিল না।

তাই নবীজি (ﷺ) যখন খুতবাহ্ দিতেন, তখন তিনি এক খেজুর গাছের কাণ্ডের (কাঠের গুঁড়ি) পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন। তিনি সেই গাছের গায়ে হেলান দিয়ে কথা বলতেন। প্রতিদিন সে গাছটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতো, যেন মনোযোগ দিয়ে নবীজির কথা শুনছে।

নবীজির নতুন মিম্বর : একদিন সাহাবিরা ভাবলেন, "আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ)-এর জন্য একটা মিম্বর বানানো উচিত, যাতে তিনি আরাম করে দাঁড়িয়ে সবার সঙ্গে কথা বলতে পারেন।" তারা একসাথে মিলে সুন্দর করে কাঠ দিয়ে তিন ধাপের একটি মিম্বর বানিয়ে ফেললেন।

সেই মিম্বরটি মসজিদে রাখা হলো। সবাই খুশি! পরের জুমু'আর দিনে নবীজি (ﷺ) নতুন মিম্বরে উঠে গেলেন। তিনি ওপর থেকে মানুষদের খুতবাহ্ দিচ্ছিলেন, মানুষও মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

কিন্তু ঠিক তখনই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো!

গাছটি কাঁদতে লাগলো!

মসজিদে হঠাৎ এক ধরনের কাঁদার আওয়াজ শোনা গেল। যেন কেউ বুক ফাটিয়ে কাঁদছে!

সাহাবিরা ভয় পেলেন। কেউ বললো, "এ কেমন শব্দ? এটা কে কাঁদছে?"

তখন সবার চোখ চলে গেল সেই পুরনো খেজুর গাছটির দিকে –যে এতদিন নবীজিকে হেলান দিয়ে দাঁড়াতে দিতো।

গাছটি কাঁদছিল!

হ্যাঁ, সত্যিই কাঁদছিল!

তার কাঁদা এমনই ছিল, যেন একটি ছোট্ট শিশু মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে গিয়ে কান্না করছে।

নবীজির মমতা : নবীজি (ﷺ) মিম্বর থেকে নেমে এলেন। তিনি গাছটির কাছে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। নবীজির গরম ভালোবাসার স্পর্শ পেয়ে গাছটি শান্ত হয়ে গেল।

এরপর নবীজি (ﷺ) সবাইকে বললেন,

"এই গাছটি কাঁদছিল কারণ সে মহান আল্লাহর যিক্‌র শুনতে পেত, আর আজ সে তা থেকে বঞ্চিত হয়ে কষ্ট পেয়েছে।"

গল্পের শিক্ষা : এই সত্য ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি–

১. মহান আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা শুধু মানুষের মাঝেই না, গাছপালার মাঝেও থাকতে পারে।

২. যে কিছু মহান আল্লাহর কথা শোনে, তা মহান আল্লাহর স্মরণকে ভালোবাসে।

৩. আমাদের হৃদয়ও যেন সেই গাছের মতো হয় –যেখানে মহান আল্লাহর নাম না থাকলে মন খালি খালি লাগে।

৪. নবীজি (ﷺ) কেবল মানুষের জন্য নয়, গাছপালার জন্যও দয়া, মমতা ও ভালোবাসার প্রতীক ছিলেন।

শেষ কথা : আমরা যদি গাছের মতোই মহান আল্লাহর কথা ভালোবাসি, কুরআন শুনে আনন্দ পাই, আর ভালো কাজ করতে চাই, তাহলে আমরাও মহান আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে উঠতে পারি।

তুমি কি আজ একটু কুরআন শুনবে? তুমি কি আজ একটু সেজদা দিবে? তাহলে মনে রেখো –এমন ভালোবাসায় গাছও কাঁদে, আর মহান আল্লাহর আরশও আনন্দে কেঁপে ওঠে। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

কবিতা

স্বপ্নের বীরপুরুষ

সাইফুল্লাহ ত্রিশালী

স্বপ্নে দেখি পাহাড় বেয়ে নামছে এক বীরপুরুষ।
সে বাহুবলী নয়, রাজপুত্র নয়, নয় কোনো জঙ্গলের টারজান;
তবু সে কাজ নিয়েছে শয়তান তাড়ানোর, ভণ্ড পেটানোর।
সে সুপুরুষ, বীরপুরুষ।
যার আছে ঈমানের দ্বীপ্তিময় আলোর ঝলকানি
অন্ধকার ভেদ করে ছুটে চলা দূরন্ত গতি,
লণ্ডভণ্ড করে ছিন্নভিন্ন হিংস্রতার কালো হাত
বিভেদের দেয়াল ভেঙে করে চুরমার দেখায় বাজিমাত।
তার পথ রুদ্ধ করে কোন সে পাপী কাপুরুষ?
সুপুরুষ, সে বীরপুরুষ।
জনতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে বলে না মিথ্যার বুলি,
দেখায় না পেশি শক্তি, করে মজুর ভক্তি সর্বজনে।
ভগ্ন মানুষের সঙ্গে স্বপ্ন ভাগাভাগি করে সে কুলি,
ভাব ধরে না ভালোর, আলোর ফেরি হামেশা ধর্মমনে।
এমন কজন আছে? দেখাও না মোরে।
ভবে খুঁজি তারে আমি দিবানিশি স্বপ্নের জাল বুনি।
ভুলকে ভুল, চুরকে চুর আর অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস আছে যার,
এ সমাজ চায় তারে বারবার।
এ আমার আবদার এ চাওয়া সবার
সেই আমার স্বপ্নের পুরুষ, সেই বীরপুরুষ।

বর্ষার সোনালী রোদ

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

পড়ন্ত বিকেল গগনে কতগুলো মেঘের
তরী বাইচ হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য;
আমার কাঁচভাঙ্গা মন, ফের
নীরদমালা রূপের উচ্ছ্বাসে আশ্চর্য।
উড়ন্ত শুভ্র বক বেলাশেষে ফিরছে নিলয়ে
দৃষ্টি ফিরে না পার্শ্বে রামধনুর;
স্বপ্ত রং প্রকৃতি সর্বাঙ্গে মাখিয়ে
হাওয়ার তালেতালে বাজে শত সুর-
কী দারুণ! বর্ষার বাদল শেষে চমৎকার
সোনালী রবির অশনিতে মোহিত হলাম!
অংকুরিত কচি পত্রের তাজা বাহার
দূর্বাঘাসে নাচে ঘাসফড়িং অবিরাম-
কেঁচো, ঘুগড়ি পোকা মৃত্তিকা ভেদিয়ে ওঠে
জানালার সিকে চড়ুই পাখির ডাকাডাকি;
আনমনে হেরিতে থাকি মন বসে না পাঠে
বর্ষার প্রকৃতির রূপে কত স্বপ্ন আঁকি।
নবজলে মাছের লাফালাফি ছুটাছুটি খেলা
কোলা ব্যাঙের কণ্ঠ ফোলা গান;
দোপাটি কলাবতী মালতি স্বর্ণাচাঁপা কামিনীর মেলা
কদম পুষ্পের কোমল পরশে শিহরিত প্রাণ।
কখন ভানু গেছে পাটে! বারান্দায় বসে
স্তব্ধ একেলা ঝিঁ ঝিঁর গান শুনি আমি;
ভাবি, ঋতু বদলের রূপ নেইতো কোনো দেশে
স্বপ্ন পরীর দেশ, এইতো আমার মাতৃভূমি।
জীবনের বেদন হালকা হয় প্রকৃতির আকর্ষণে
বর্ষার সোনালী রোদের উচ্ছ্বাসে হারিয়েছি বিজনে।

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

গ্রীষ্মের দিন

আব্দুল্লাহ আল নুমান*

বছরের শুরুতেই বৈশাখের আগমন,
জ্যৈষ্ঠ মাস উঁকি দেয় যখন তখন।
ধান কেটে নেয় কৃষকের দল,
ঘামে ভেজে মাঠ, বয়ে যায় জল।

তপ্ত রোদে পুড়ে যায় গা,
কাজ থামে না, নেই কোনো ছায়া।
হঠাৎ করে আকাশে যেন পেঁচা তুল
বৈশাখী ঝড়ে বাজে ঢাক-ঢোল।
আমের গন্ধ, কাঁঠালের ছড়াছড়ি,
ছেলেমেয়েরা দৌড়ায় খুশির ঝড়তড়ি।
জ্বরেও কেউ ছাড়ে না মাঠ,
আম কুড়িয়ে ফিরছে হাতে পাট।
পুকুরে ডুবে প্রচণ্ড গরমে শরীর হয় শান্ত
ছেলেরা জলে খেলাধুলা করে তবেই ক্ষান্ত।

বেলা গড়িয়ে সূর্য ঢলে,
গোসল শেষে হাসি উঠে চোখের কোলে।
নদী-নালা, খাল-বিল শুকায়,
মাছেরা কোথায় আশ্রয় পায়?
পৃথিবী যেন তপ্ত এক কড়ায়
শুধুই গরম, যেন ছায়টুকুও পুড়ে যায়।
তবুও গ্রীষ্মে জীবন বয়,
ঘামে-ধুলায় সুর তুলে যায়।
মাটির ঘ্রাণে, রোদের ছোঁয়ায়,
গোলা ভরা ধানে কৃষক খুশি ভেজায়। [৪১ পৃষ্ঠায় দেখুন]

*শিক্ষার্থী, আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ আস্ সালাফিয়্যাহ্, জোরবাড়ীয়া, কোনাপাড়া, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সভা

১১ জুন, ২০২৫ সকাল ১০টা থেকে ৩.৩০ পর্যন্ত চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সভাপতি ডা. সুলতান আহমদের সভাপতিত্বে উপদেষ্টা মণ্ডলী এবং কার্যকরী কমিটির সমন্বয়ে এক সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে তিলাওয়াত করেণ শুব্বান সদস্য শাইখ আব্দুল কাইউম মাদানী। সভা সঞ্চালনে ছিলেন জেলা জমঈয়ত সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. এনামুল হক।

স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি ডা. সুলতান আহমদ। তার বক্তব্যে একাদশতম কাউন্সিল অধিবেশনসহ মাঠ পর্যায়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন।

উপদেষ্টা মণ্ডলীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির দাওয়া ও মিডিয়া বিষয়ক সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম উমরী ও অধ্যক্ষ হাফিজুর রহমান। কার্যকরী কমিটির ২২জন নির্বাহীগণ উপস্থিত ছিলেন। শাইখ মাসউদুল আলম উমরী থাকায় সভাটি প্রানবন্ত হয়ে উঠে এবং মনোমুগদ্ধকর পরিবেশে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যেমন- খুৎবা প্রদান, মাদ্‌রাসা মসজিদ জরিপ করণ, একাদশতম কাউন্সিল অধিবেশন, কাউন্সিলর মনোনয়ন, উন্নয়ন তহবিল জোরদার করণ, উপজেলায় সাধারণ শাখা বৃদ্ধি করা ইত্যাদি।

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক সফর ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করার লক্ষ্যে জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ গত ২০ জুন ২০২৫, শুক্রবার কোটচাঁদপুর উপজেলার অন্তর্গত পাঁচটি শাখা জমঈয়ত সফর করেছেন। সফরকালে তারা জুমু'আর খুৎবাহ্, দা'ওয়াহ, আলোচনা ও শাখা নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময়ে অংশ নেন।

সফরকৃত মসজিদসমূহ হলো– পটুতলা লক্ষীপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ, পটুতলা লক্ষীপুর বাজার আহলে হাদীস জামে মসজিদ, পটুতলা লক্ষীপুর আখসেন্টার আহলে হাদীস জামে মসজিদ, মল্লিকপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদ ও মল্লিকপুর নতুন আহলে হাদীস জামে মসজিদ।

এই সফরে অংশগ্রহণ করেন ঝিনাইদহ জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন, সিনিয়র সহ-সভাপতি মুহা. ইসহাক আলী, সেক্রেটারি মুহা. আশরাফুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহা. ইকরামুল হক, শুব্বানে আহলে হাদীস জেলা সভাপতি মুহা. সাবিত বিন আব্দুর রশিদ, দা'ওয়াহ ও তাবলীগ বিষয়ক সম্পাদক হাফেয মাও. মুহা. আরজুল্লাহ, চৌরকোল ইলাকা সেক্রেটারি মাস্টার মুহা. আসগর আলী, জেলা কমিটির সদস্য মাও. মুহা. তরিকুল ইসলাম প্রমুখ।

সফর শেষে বাদ জুমু'আহ্ পটুতলা লক্ষীপুর কেন্দ্রীয় আহলে হাদীস জামে মসজিদে এক আলোচনা ও পরিকল্পনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মসজিদের ইমাম মুহা. আব্দুল খালেক, উপস্থাপনায় ছিলেন শাখা জমঈয়তের সেক্রেটারি মুহা. জিয়াউর রহমান এবং কুরআন তিলাওয়াত করেন মুহা. মিকাইল ইসলাম।

সভায় জেলা, ইলাকা ও শাখা নেতৃবৃন্দ জেলার সাংগঠনিক কার্যক্রম গতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। শেষে জেলা জমঈয়তের সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন সমাপনী বক্তব্য রাখেন এবং মোনাজাত পরিচালনার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করেন।

নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজারে জমঈয়তে আহলে হাদীসের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার রসূলপুর আমিরুনেছা জামে মসজিদে গত ২৭ জুন শুক্রবার বাদ আসর জমঈয়তে আহলে হাদীস নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার অন্তর্গত রসূলপুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সভাপতি ও কেন্দ্রীয় জমঈয়তের প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক শাইখ অধ্যাপক ফজলুল বারী খান মিয়া সাহেব। সহ-সভাপতিত্ব করেন আলহাজ্ব নূরুল আলম, সহ-সভাপতি, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস।

আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সভাপতি শাইখ অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তে সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ রঈসুদ্দীন, প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী, সেক্রেটারি জেনারলে শাইখ ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী, দাওয়াহ ও মিডিয়া

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

বিভাগের সেক্রেটারি শাইখ মুহাম্মদ মাসউদুল আলম আল উমরী, নরসিংদী জেলা জমঈয়তের শাইখ হাফিজুর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য শাইখ ড. মুযাফফর বিন মুহসিন, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের সেক্রেটারি শাইখ ইকবাল হাসান, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বান সভাপতি শাইখ আ. রহমান মাদানী, মাধবদী জমঈয়তে আহলে হাদীস জামে মসজিদের সভাপতি আ. ন. ম. মহিউদ্দিন মোল্লা শামীম, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের উপদেষ্টা শাইখ মোঃ ইসমাঈল হোসেন প্রমুখ।

বক্তারা তাদের আলোচনায় তাওহীদের মৌলিকত্ব, সহীহ 'আক্বীদার গুরুত্ব, সমাজে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠা এবং আহলে হাদীস আন্দোলনের সার্বিক দিক নিয়ে দিকনির্দেশনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় মুসল্লি ও আলেমগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন।

আড়াইহাজারে জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর উদ্যোগে ৩৪তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার পাঁচরুখী এলাকায় জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত শাখা আয়োজিত ৩৪তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৮ জুন শনিবার, বাদ আসর পাটিতাপাড়া মোল্লা বাড়ি জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ভূঁইয়া। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পাটিতাপাড়া জামে মসজিদের সভাপতি উকিল উদ্দিন মোল্লা।

বাদ 'আসর আলোচনা পেশ করেন মসজিদের ইমাম শাইখ আব্দুল আলিম, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের প্রচার সম্পাদক শাইখ মকবুল হোসাইন ও সেক্রেটারি মুহাম্মদ রমজান মিয়া।

মাগরিবের পর মূল আলোচনা পেশ করেন কেন্দ্রীয় জমঈয়তের সহ-সভাপতি প্রফেসর ড. আহমাদুল্লাহ ত্রিশালী এবং দাওয়াহ ও মিডিয়া বিভাগের সেক্রেটারি শাইখ মাসউদুল আলম আল উমরী।

আলোচনায় কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক জীবন গঠনের গুরুত্ব, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠায় দ্বীনী দা'ওয়াতের ভূমিকা নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।

আলোচনা সভার শেষে বিশেষ মুনাজাত পরিচালনা করেন এলাকা জমঈয়তের সেক্রেটারি আলহাজ্ব নাসির ভূঁইয়া। পুরো আয়োজনটি ছিল অত্যন্ত ভাবগম্ভীর, শান্তিপূর্ণ ও প্রেরণামূলক।

শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র ইন্তিকাল

১৮ জুন ২০২৫, বুধবার। বাংলাদেশের ইসলামী চিন্তাধারা ও আহলে হাদীস আন্দোলনের জন্য দিনটি ছিল এক গভীর বেদনাবিধুর দিন। এদিন ইন্তিকাল করেন দেশের একজন বর্ষীয়ান আলেম, নির্ভীক দাঈ' ও বিশুদ্ধ 'আক্বিদার ধারক শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী (রাহিমাহুল্লা-হ), "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন"।

প্রায় আট দশকের অধিক সময় তিনি ইসলামী জ্ঞান, দা'ওয়াহ ও সংস্কারমুখী আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে, তা সহজে পূরণ হবার নয়।

শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী (রাহিমাহুল্লা-হ)'র শৈশব কেটেছে ধর্মপরায়ণ পরিবেশে। জ্ঞানার্জনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবল। ইসলামী জ্ঞানের উচ্চতর শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি পাড়ি জমান সৌদি আরবে, যেখানে তিনি কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক বিশুদ্ধ 'আক্বিদাহ্ ও মানহাজের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

দেশে ফিরে তিনি কেবল একজন শিক্ষক বা বক্তা নন; বরং একজন রাহবারে দ্বীন হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলেছেন— যিনি জাতিকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের পথে পরিচালিত করার জন্য সারাজীবন নিবেদিত থেকেছেন।

ইন্তিকালের পরদিন, ১৯ জুন বৃহস্পতিবার, রাজশাহীর ডাঙ্গীপাড়া মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে তাঁর প্রথম জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষ সেখানে সমবেত হন। এরপর দ্বিতীয় জানাযা হয় নওদাপাড়া মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে। শেষতক তাঁকে দাফন করা হয় গোদাগাড়ীর পারিবারিক কবরস্থানে।

উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের আহলে হাদীস আন্দোলনের শীর্ষ নেতৃত্ব, বিশেষ করে বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের মাননীয় সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দ। তাঁর প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও বিদায়ের অশ্রু ছুঁয়ে গিয়েছিল প্রতিটি মু'মিন হৃদয়কে।

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন কেবল একজন বক্তা বা শিক্ষক নন– তিনি ছিলেন চিন্তাশীল, দূরদর্শী ও সমাজ সংস্কারমূলক চিন্তার একজন আলোকবর্তিকা। তাঁর বক্তৃতা ছিল হৃদয়স্পর্শী, লেখনী ছিল যুক্তিনির্ভর, আর জীবন ছিল অনুসরণযোগ্য।

তিনি বিভিন্ন ইসলামী প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, বহু ছাত্র তৈরি করেছেন এবং কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা সমাজে রোপণ করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ, অনুবাদ এবং ভাষণ আজও ইসলামী শিক্ষার্থীদের মাঝে আলো ছড়াচ্ছে।

শাইখ আব্দুস সামাদ সালাফীর ইন্তিকালে আমরা হারালাম এক জ্ঞানবান অভিভাবককে, যিনি ছিলেন নিরবিচারে দ্বীনের সেবায় নিয়োজিত। তাঁর কর্ম, আদর্শ এবং আহ্বান আজকের প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য সম্পদ।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করি–

اَللّٰهُمَّ اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك.

হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন –আমীন।

মৃত্যু সংবাদ

১. গাইবান্ধা জেলাধীন গজারিয়া এলাকার জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ মোসলেম উদ্দিন (৮০) গত ১৩/০৬/২৫ নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"। তিনি তার মৃত্যু কালে ৪ ছেলে ও ১ মেয়েসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমের জন্য দু‘আ চেয়েছেন অধ্যাপক আব্দুস সামাদ আজাদ, জেলা সেক্রেটারি, জমঈয়তে আহলে হাদীস, গাইবান্ধা।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করি–

اَللّٰهُمَّ اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك.

হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন –আমীন।

২. বিগত ১৬ জুন জেলা জমঈয়তের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য জনাব মুহা. আব্দুল লতিফ ইন্তিকাল করেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"। জেলা জমঈয়তের নেতৃবৃন্দ তাঁর জানাযায় উপস্থিত ছিলেন এবং মরহুমের অসিয়ত অনুযায়ী জানাযার ইমামতি করেন সভাপতি মুহা. আব্দুল জলিল খাঁন। জেলা জমঈয়তের পক্ষ থেকে মরহুমের আত্মার মাগফিরাত কামনা করা হয় এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানানো হয়। তিনি ছিলেন জমঈয়তের একজন একনিষ্ঠ খাদেম।

আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন –আমীন।

৩. গাইবান্ধা জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সাবেক সেক্রেটারি আলহাজ্জ মাহবুবুর রহমান (৮০) গত ২৯/০৬/২৫ রাত ১২.৩০ মিনিটে নিজ বাড়িতে ইন্তেকাল করেছেন– "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন"। তিনি ৫ ছেলে ও ১ মেয়ে এবং স্ত্রীসহ অনেক আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। ৩০/০৬/২৫ বাদ যোহর তার জানাযার নামাযে জমঈয়তের অধিকাংশ দায়িত্বশীল এবং গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। মরহুমের জন্য দু‘আর আবেদন জানিয়েছেন অধ্যাপক আব্দুস সামাদ আজাদ, জেলা সেক্রেটারি, গাইবান্ধা জেলা জমঈয়ত।

আমরা তাঁর রূহের মাগফিরাত কামনা করি এবং আল্লাহ তা‘আলার দরবারে দু‘আ করি–

اَللّٰهُمَّ اغفر له وارحمه، وأسكنه فسيح جناتك.

হে আল্লাহ! তাঁকে ক্ষমা করুন, রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দিন –আমীন।

কবিতা

[৩৮ পৃষ্ঠার পর]

ছাত্রজীবন

আবু নাঈম বিন মুহাম্মদ আলী★

ছাত্রজীবন সুখের নয়
কষ্ট করে পড়তে হয়
কষ্ট যদি সফল হয়
ছাত্রজীবন সফল হয়,
ছাত্রজীবন সফল হলে
কর্ম জীবন সফল হয়,
কর্ম জীবন সফল হলে
বাকি জীবন সুখের হয়।

★*অধ্যয়নরত, মাদ্‌রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

শুব্বান সংবাদ

সিলেট জেলা শুব্বানের কাউন্সিল ২০২৫ অনুষ্ঠিত – নতুন কমিটি গঠিত

সিলেট প্রতিনিধি : জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, সিলেট জেলার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠনের লক্ষ্যে আয়োজিত জেলা কাউন্সিল-২০২৫ সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ মে জুমু‘আহ্‌বার, সিলেট শহরের কুমারপাড়ায় অবস্থিত আত্‌ তাক্বওয়া মসজিদ ও স্কুল অব বিলিভার্স মাঠে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। কাউন্সিলের সভাপতিত্ব করেন সদ্যবিদায়ী সভাপতি সাইফুল আলম।

অনুষ্ঠানে সর্বসম্মতিক্রমে পূর্বের কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি নতুন জেলা কমিটি গঠন করা হয়। **নবগঠিত কমিটিতে–** সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পান : গোলাম কিবরীয়া, সেক্রেটারি নির্বাচিত হন : সুলতান মাহমুদ।

কাউন্সিলে গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডিশনাল রেজিস্ট্রার কালাম আহমদ চৌধুরী। প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শুব্বানের কোষাধ্যক্ষ শাইখ ইমাম হাসান মাদানী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় পাঠাগার সম্পাদক তাকী উদ্দিন। অনুষ্ঠানে প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আস-সালাম মাদ্‌রাসা, হবিগঞ্জের অধ্যক্ষ শাইখ তারেক হাসান মাদানী।

বিশেষ আলোচক ছিলেন ভাইস প্রিন্সিপাল শাইখ মাহদী হাসান মাদানী। এছাড়া কাউন্সিলে সিলেট জেলার শুব্বানের অন্যান্য দায়িত্বশীলগণও উপস্থিত থেকে বক্তব্য প্রদান করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ মতামত দেন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সদ্যবিদায়ী সভাপতি সাইফুল আলম উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও মোবারকবাদ জানিয়ে নতুন কমিটির সফলতা ও উত্তরের জন্য দু‘আ করেন। পরে সুন্নাহ মোতাবেক দু‘আ পাঠের মাধ্যমে জেলা কাউন্সিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মাসিক আলোচনা সভার (৩৯তম পর্ব) অনুষ্ঠিত

গত ২০ জুন, শুক্রবার বাদ মাগরিব আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রাহিমাহুল্লাহ) মিলনায়তনে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর মুহতারাম সভাপতি মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক-এর সভাপতিত্বে ও বিদেশ বিষয়ক সম্পাদক হাফেয হাবিবুর রহমান মাদানী’র সঞ্চালনায় হাফেয নাসরুল্লাহ তাওহীদের কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে “মুসলিম জীবনে হজ্জের গুরুত্ব ও শিক্ষা” শীর্ষক মাসিক আলোচনা সভার ৩৯তম পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

এতে আলোচক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের নির্বাহী সদস্য ও দারুল হুদা ইসলামী কমপ্লেক্সের পরিচালক শাইখ ড. মোজাফফর বিন মুহসিন।

অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীসের অফিস সেক্রেটারি শাইখ রবিউল ইসলাম, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ, পাঠাগার সম্পাদক তাকী উদ্দীন, মজলিসে আম সদস্য এহসান এলাহি জহির ও জুনিয়র অফিস সহকারী মো. আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

উক্ত আলোচনা সভায় মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া শুব্বান শাখা, যাত্রাবাড়ী থানা জমঈয়ত ও শুব্বান শাখার বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ ও সুধীবৃন্দ।

আসুন সচেতন হই

আপনি কি সুস্থ-সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপন করতে আগ্রহী? তাহলে– নিজ দায়িত্বে আপনার চারপাশ পরিষ্কার রাখুন। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনা না ফেলে নির্দিষ্ট স্থানে বা ডাস্টবিনে ফেলুন।

আপনার-আমার সদিচ্ছাতেই গড়ে উঠতে পারে– একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, একটি পরিচ্ছন্ন নগর বা শহর। **আসুন! আমরা সচেতন হই।**

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ

الفتاوى و المسائل ❖ ফাতাওয়া ও মাসায়িল

জিজ্ঞাসা ও জবাব

ফাতাওয়া বোর্ড, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : আর তোমরা দ্বীনের মধ্যে নতুন সংযোজন করা হতে সাবধান থেকো। নিশ্চয়ই (দ্বীনের মধ্যে) প্রত্যেক নতুন সংযোজন বিদআত, প্রত্যেকটি বিদআতই ভ্রষ্টতা, আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণাম জাহান্নাম।

(সুনান আন্ নাসায়ী- হা. ১৫৭৮, সহীহ)

জিজ্ঞাসা (০১) : ***জামা'আতে ইমাম সাহেব দীর্ঘ লম্বা কিরা'আত পড়লে মুসল্লিদের কষ্ট হয়। ইমামতির নিয়ম জানিয়ে বাধিত করবেন।***

হাজী আমিনুল ইসলাম
গাছা, গাজীপুর।

জবাব : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইমামতিকালে দীর্ঘ, মধ্য দীর্ঘ ও ছোট সূরা দিয়ে সালাত সম্পাদন করেছেন। তবে ইমামকে মুসল্লিদের অবস্থার প্রতি নজর দিয়ে সালাতকে অতি দীর্ঘ করা হতে নিষেধ করেছেন। রাসূল (ﷺ) বলেন :

فَمَنْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيَتَجَوَّزْ، فَإِنَّ خَلْفَهُ الضَّعِيْفَ وَالْكَبِيْرَ وَذَا الْحَاجَةِ.

"তোমাদের কেউ যখন ইমামতি করে, সে যেন সংক্ষিপ্ত করে। কেননা, তাঁর পিছনে দূর্বল, বয়স্ক ও প্রয়োজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছে।" *(সহীহুল বুখারী- হা. ৭০৪ ও মুসলিম- হা. ৪৬৬)*
অতএব, ইমামকে মুক্তাদীদের প্রতি খেয়াল করা একান্ত জরুরি। অন্যথায় মানুষ বিরক্ত হয়ে জামা'আতে সালাত আদায়ের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ 'ইবাদতে অমনোযোগী হয়ে পড়বে। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০২) : ***আমরা জানি যে, নাভির নীচের পশম পরিস্কার করা এবং বগলের নীচের পশম উপড়ে ফেলা স্বভাজাত সুন্নাত। অথচ এমন অনেক আছেন, যারা এ ব্যাপারে উদাসীন। কারো মাস পেরিয়ে যায়, তবুও তা পরিস্কার করেন না। এরূপ ব্যক্তির বিধান কি? তার সালাত সহীহ হবে কি? দয়া করে জানাবেন।***

হাসিবুল ইসলাম
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : নাভির নীচের ও বগলের পশম পরিষ্কার করা পবিত্রা ও পরিচ্ছন্নতার জন্য জরুরি একটি স্বভাজাত সুন্নাত। এ ব্যাপারে গাফলতি করা মোটেও উচিত নয়। প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত তা পরিস্কার করা পরিচ্ছন্ন ঈমানের পরিচায়ক। রাসূল (ﷺ)-এর জন্য সর্বোচ্চ চল্লিশ (৪০) দিন সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন। সাহাবী আনাস (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) বলেন :

«وُقِّتَ لَنَا فِيْ قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيْمِ الْأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الْإِبِطِ، وَحَلْقِ الْعَانَةِ، أَنْ لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِيْنَ يوما.

"আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মোচ ছাটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের পশম মুণ্ডন করতে সময়সীমা স্থির করে দিয়েছেন, যাতে চল্লিশ দিনের বেশি (অপরিষ্কার) না রাখি!" *(সহীহ মুসলিম- হা. ৬২২, মা. শা., হা. ৫১/২৫৮ ও সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ২৯৫)*
কাজেই মুসলিম মাত্র এ বিষয়ে যত্নবান হওয়া আবশ্যক। কারো গাফলতির কারণে পরিস্কার করতে মাসকাল অতিক্রম হলে তার সালাত হয়ে যাবে। কেননা, সালাত না হওয়া বিষয়ে কোনো নির্দেশনা হাদীসে নেই। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৩) : ***আমি সমাজের কিছু মসজিদ সম্পর্কে জানি যার ইমামের 'আক্বীদাহ্ সঠিক নয়। এমনও কেউ আছেন, যিনি বিদ'আত করেন। এক্ষুণে এসব ইমামের পিছনে ইক্বতেদা করে সালাত আদায় করলে সালাত সহীহ হবে কি? জানালে খুবই উপকৃত হব।***

মুহা. বাশীর মোল্লা
সদর, গাজীপুর।

জবাব : কোনো ইমাম ক্বর পুজারী হলে কিংবা অনুরূপ বড় শির্‌কে জড়িত থাকলে এ ধরণের ইমামে পিছনে ইক্বতেদা জায়িয হবে না। কেননা শির্‌কে আকবার বা বড় শির্‌ককারী এ পাপ বর্জনপূর্বক তাওবাহ্ না করলে আর মুসলিম থাকেন না। আর যার ইসলাম নেই, তার পিছনে ইক্বতেদা করে সালাত আদায়ের প্রশ্নই উঠে না। পক্ষান্তরে যদি ইমামের 'আক্বীদায় ছোট-খাটো ভুলভ্রান্তি থাকে, তাহলে এরূপ ইমামের পিছনে ইক্বতেদা করে সালাত আদায় সহীহ বলে গন্য হবে। তবে ইমামকে সংশোধনের নসীহাত সর্বদা জারি রাখতে হবে। অনুরূপভাবে ইমাম বিদ'আত করলে তাকে বর্জন করা উচিত এবং সহীহ 'আক্বীদা'র ইমামের পিছনে সালাত আদায়ে যত্নবান হওয়া দরকার। তবে বিদ'আত মুক্ত ইমাম না পাওয়া গেলে অগত্যা এরূপ ইমামের পিছনে সালাত আদায় করা জায়িয হবে। খেয়াল রাখতে হবে যে, ঐ ইমাম যেন 'আক্বীদাহ্গত বিদ'আতে জড়িত না হন। যদি 'আক্বীদাহ্গত বিদ'আতে জড়িত থাকেন, তাহলে তার পিছনেও ইক্বতেদা জায়িয হবে না। –ওয়াল্লা-হু আ'লাম।

জিজ্ঞাসা (০৪) : আমাদের সমাজে এমন অনেক আছেন, যারা সালাত ও সিয়াম আদায় করেন না। তবে সমাজ সেবামূলক ভালো কাজ করে থাকেন। আমার জিজ্ঞাসা- তাদের এ ভালো কাজ কি আল্লাহ তা'আলা কবুল বরবেন?

মো. সিরাজ মিয়া
বি.বাড়িয়া।

জবাব : তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতির পর গুরুত্বপূর্ণ রুকন হচ্ছে সালাত এবং সিয়াম। বিশুদ্ধ মতে সালাত পরিত্যাগকারী মু'মনি নন। আর যারা মু'মিন নন- তাদের কোনো 'ইবাদত আল্লাহ কবুল করবেন না। *(সূরা আত্ তাওবাহ্ : ৫৪; সূরা আল ফুরক্বা-ন : ২৩)*

তবে তাওবাহ্ করে নিয়মিত সালাত-সিয়াম আদায় করলে সকল ভালো কাজ নিশ্চিয়ই আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন।

জিজ্ঞাসা (০৫) : আমরা আশুরার সিয়াম পালন করি। আর শিয়ারা ঐ দিন তাযিয়া মিছিলসহ নানা কর্মসূচি পালন করে। আমার জিজ্ঞাসা- আমরা কেন আশুরার সিয়াম পালন করি? এর সাথে কি শিয়াদের উৎসবের কোনো সম্পর্ক আছে? দয়া করে জানিয়ে বাধিত করবেন।

নুরুদ্দিন
মিরপুর, ঢাকা।

জবাব : আরবীতে আশুরা অর্থ দশম। এর দ্বারা মুহার্‌রাম মাসের দশম তারিখ উদ্দেশ্য। এ দিনে মূসা (আলায়হিস সালাম) সিয়াম পালন করে ছিলেন এবং আমাদের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-ও নিজে সিয়াম পালন করেছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ২০০৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩০)*

আর তিনি (ﷺ) ঐ দিন সিয়াম পালন করতে সাহাবী (রাযিয়াল্লা-হু আনহুম)-দেরকে আদেশ করেছেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৯২৪ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১৩৫)*

অতঃপর ২য় হিজরিতে রমাযানের সিয়াম ফর্‌য হওয়ার পর আশুরার সিয়ামকে নফল বা ঐচ্ছিক সিয়াম হিসেবে আখ্যা দেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ১৮৯৩ ও সহীহ মুসলিম- হা. ১১২৫)*

পক্ষান্তরে শিয়াদের আশুরা পালন শুরু হয় কারবালার ষড়যন্ত্র যুদ্ধের পর। আর এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, কারবালার ঘটনাটি ঘটেছিল মহানবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর ইন্তেকালের ৫০ বছর পর তথা ৬১ হি. মুহার্‌রম মাসে। ঘটনাচক্রে তারিখের সাথে মিল হলেও ইসলামী আশুরার সিয়ামের সাথে ঐ ঘটনার কোনো দূরতম সম্পর্ক নেই। কেননা ইসলাম প্রিয় নবী (ﷺ)-এর হাতেই পূর্ণতা লাভ করে। *(সূরা আল মায়িদাহ্ : ৩)*

জিজ্ঞাসা (০৬) : আমাদের সমাজে কেউ পূর্ণভাবে শরিয়র অনুসরণ করতে চাইলে গোড়া বা কট্টর নামে তাকে ডাকা হয়। প্রশ্ন হলো– এভাবে কাউকে এমন নামে ডাকা কতটুকু বৈধ?

আমাতুর রহমান
দেলদুয়ার, টাংগাইল।

জবাব : কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ পূর্ণভাবে মেনে চলা প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির জন্য করণীয় কর্তব্য। এমন মান্যকারী ব্যক্তিকে গোড়া ও কট্টর বলে ডাকা খুব মন্দ এবং গর্হিত কাজ। এ ধরনের গর্হিত কাজ কাফিরদের সাথে সাদৃশপূর্ণ। মহান আল্লাহর বাণী–

﴿كَذٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُوْلٍ إِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُوْنٌ﴾

"এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যখনই কোনো রাসূল এসেছেন তারাই তাকে বলেছে এতো এক যাদুকর, না হয় এক উন্মাদ।" *(সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫২)*

আরবের কাফিররা যাদুকর ও পাগল ছাড়া মহানবী (ﷺ)-কে কবি বলেও মিথ্যারোপ করেছে। এই ধরনের মন্দ কর্ম আল্লাহর শত্রু এবং জাহান্নামীদের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ মন্দ পরিণামগ্রস্ত জাহান্নামীদের বর্ণনা দিয়ে বলেন–

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ○ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ﴾

"নিশ্চয়ই যারা অপরাধ করেছে তারা মু'মিনদেরকে উপহাস করত। আর যখন তারা মু'মিনদের কাছ দিয়ে যেত তখন তারা চোখ টিপে বিদ্রূপ করত।" *(সূরা আল মুতাফ্‌ফিফীন : ২৯-৩০)*

তবে ধার্মিকতায় অবিচল ব্যক্তিকেও সঠিক 'ইল্‌মসহ 'আমল করতে হবে। অজ্ঞতাবশতঃ অহেতুক কোনো কড়াকড়ি যেনো তিনি না করেন, সে দিকে লক্ষ্য করতে হবে।

জিজ্ঞাসা (০৭) : আমাদের এলাকায় দু'একজন কথিত ফকির রয়েছে, যারা কবিরাজির নামে বিভিন্ন চিকিৎসা দেয়। তাছাড়া অমাবস্যা রাতে তিনি রাস্তার মোড়ে কালো মুরগী ছেড়ে দিতে বলে। জানতে চাই এ ধরণের কাজ শরিয়তে বৈধ হবে কি-না?

মো. জাহের মিয়া,
নারায়ণগঞ্জ।

জবাব : বিভিন্ন সমাজে কথিত ফকির নামের লোকদের কবিরাজি চিকিৎসার শরণাপন্ন হওয়া বৈধ নয়। তাদের কবিরাজির মূল উপাদান হলো– যাদু-টোনা ও কুফ্‌রী-কালাম। এসব কিছুই শির্‌ক। মহানবী (ﷺ)-কে যাদুটোনা প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন,

«هُوَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ».

"যাদুটোনা শয়ত্বানের কর্মকাণ্ড।" *(আবূ দাউদ- ৩৮৬৮, সহীহ)*

কুফ্‌রী অবলম্বন করে কথিত ফকিরদের চিকিৎসাকর্ম পুরোপুরি হারাম। এ ধরনের হারাম চিকিৎসা নেয়াও হারাম। মহানবী (ﷺ) বলেছেন,

«عِبَادَ اللهِ تداووا وَلَا تَدَابَرُوا بحرامٍ».

“আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা চিকিৎসা গ্রহণ করো, তবে হারাম পন্থার চিকিৎসা গ্রহণ করো না।” *(আবূ দাঊদ- ৩৮৭৪)*

এ সকল ফকীরদের কতিপয় আছে গণক। এদের শরণাপন্ন হলে ঈমানহারা হতে হবে। মহানবী (ﷺ) বলেছেন–

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ».

“যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীদের কাছে গমন করে এবং তার কথা বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই মুহাম্মদ (ﷺ)-এর নিকট যা অবতীর্ণ হয়েছে তা অবিশ্বাস করল।” *(মুসনাদ আহমাদ- ২/৪২৯, হা. ৯৫৩৬)*

তাছাড়া কথিত ফকীরদের পথ্য মোতাবেক অমাবস্যা রাতে তিন রাস্তার মোড়ে মুরগী ছেড়ে দেয়া ইত্যাদী জাতীয় কাজগুলো নিঃসন্দেহে শির্‌ক। এসব হলো ভূতের পূজা বা গাইরুল্লাহর অর্চনা করা। প্রকৃতপক্ষে নযর-নিয়ায, উৎসর্গ-কুরবানী এ সবই ‘ইবাদতের মধ্যে গন্য। এ কাজগুলো যখন গাইরুল্লাহর জন্য হবে তখনই তা শির্‌ক হবে। আল্লাহ তা‘আলা ‘ইবাদতকে একমাত্র তাঁর জন্য নির্ধারিত করেছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوْا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

“আর আপনার রব আদেশ করেছেন, তিনি ছাড়া আর কারো ‘ইবাদত না করতে।” *(সূরা ‘ইস্‌রা : ২৩)*

গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে মানসি, কুরবানী করা শির্‌কে আকবার। ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাহ এসেছে– “গাইরুল্লাহর জন্য উৎসর্গ করা এবং মানত করা শির্‌কে আকবার। কুরবানী ও মানতের হক্বদার একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা। গাইরুল্লাহর জন্য তা ব্যয় করা অবৈধ।” *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমা- ১/৪৯৭)*

জিজ্ঞাসা (০৮) : ***আমার পরিচিত এক ব্যক্তির জারজ সন্তান রয়েছে। জানার বিষয় হলো– জারজ সন্তান আর পিতৃ সম্পদে ওয়ারিস হবে কি-না?***

আব্দুস সাত্তার
সাভার, ঢাকা।

জবাব : জারজ সন্তানের সাথে তার কথিত পিতার রক্ত সম্পর্ক সাব্যস্ত হবে না। কারণ এই সন্তানটি অবৈধ পন্থায় জন্ম লাভ করেছে। এর জন্মলাভ শরিয়াহ বহির্ভূত। মহানবী (ﷺ) বলেন–

«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ».

“সন্তান নারীর প্রকৃত স্বামীর বলে নির্ধারিত, আর ব্যভিচারীর জন্য পাথর।” *(সহীহুল বুখারী- অধ্যায় : ফারায়েয)*

বিশ্বখ্যাত ফাতাওয়া গ্রন্থ ফাতাওয়া আল লাজনা আদ্ দায়িমাতে রয়েছে, বিশুদ্ধ হলো– সঠিকভাবে বিবাহ ছাড়া জন্ম দাতার সাথে রক্ত সম্পর্ক সম্পৃক্ত হবে না। যিনার মাধ্যমে জন্ম লাভ করা সন্তান যিনাকারীর সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং অবৈধ সন্তানটি যিনাকারীর ওয়ারিশও পাবে না। *(ফাতাওয়া আল লাজনা আদ দায়িমা- ২০/৩৮৭)*

জিজ্ঞাসা (০৯) : ***আহলে হাদীস মাসজিদে ইমাম পাঁচ ওয়াক্ত ফর্‌য সালাতের পরই মুত্তাকীদের দিকে ঘুরে বসেন। অপরদিকে মাযহাবীগণের মাসজিদে ইমাম কেবল ফজর ও ‘আসর সালাতে মুসল্লীগণের দিকে ঘুরে বসেন। আমি জানতে চাই আহলে হাদীসগণ পাঁচ ওয়াক্তে সালাতেই এই ‘আমল করেন কোন্ দলিলের ভিত্তিতে?***

আকরাম হুসাইন
ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ।

জবাব : আহলে হাদীসগণ সহীহ দলিল ছাড়া কোনো ‘আমল করে না। মহানবী (ﷺ) প্রত্যেক সালাতের পর মুসল্লীগণের দিকে ঘুরে বসতেন বলেই আহলে হাদীসগণ সেই ‘আমলটি করে থাকেন। সহীহুল বুখারী’র নিম্নোক্ত হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ হাদীস এই মর্মে দলিল–

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ، قَالَ : «كَانَ النَّبِيُّ (ﷺ) إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ».

সামুরাহ্ ইবনু জুনদুব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) যখনই কোনো সালাত পড়তেন, তখনই আমাদের দিকে ঘুরে বসতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৮৪৫; সহীহ মুসলিম- হা. ৯৮৭)*

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, নবী (ﷺ) সালাম ফিরানোর পর অল্প সময়ই ক্বিবলামুখী থাকতেন; বরং দ্রুতই তিনি মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসতেন, কখনো ডান দিকে ফিরতেন কখনো আবার বাম দিকে ফিরতেন। *(সহীহুল বুখারী- হা. ৪০১, ৯৭৬; যা‘দুল মা‘আদ- ১/২৯৫)*

সুতরাং কেবল দুই ওয়াক্ত সালাতে নয়; বরং সব সালাতেই ইমাম সালাম ফেরানোর পর মুক্তাদীগণের দিকে ফিরে বসবেন –এটাই সুন্নাত।

জিজ্ঞাসা (১০) : ***স্বামী-স্ত্রী রাগবশতঃ পরস্পরকে অভিশাপ দিয়ে থাকে, এতে কতটুকু অপরাধ জানাবেন।***

মুহাঃ আব্দুস্ সাত্তার
ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

জবাব : প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অভিসম্পাত দেয়া অবৈধ কাজ এবং তাতে রয়েছে কবিরা গুনাহ।

স্বামী তার স্ত্রীকে ন্যায়সঙ্গত আচরণ উপহার দেবে। অন্যদিকে স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করবে এবং স্বামীর উচু মর্তবা মেনে নিবে। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন–

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ﴾

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

"তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সুন্দর আচরণ করে।" *(সূরা আন্ নিসা : ১৯)*

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, ﴿لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ "নারীদের উপর পুরুষদের মর্তবা রয়েছে।" *(সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২২৮)*

স্বামী স্ত্রীকে পারস্পরিক এই মূল্যবোধ মেনে চলতে হবে। পক্ষান্তরে পরস্পরের অভিসম্পাতমূলক বচন গর্হিত কাজ। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন,

لَعْنُ الْمُؤْمِنِ كَقَتْلِهِ.

"মু'মিন ব্যক্তিকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার সমপর্যায়ের।" *(সহীহুল বুখারী- ৬১০৫; আহমাদ- হা. ১৬৩৮৫)*

মহানবী (ﷺ) আরও ইরশাদ করেছে–

«لَا يَكُوْنُ اللَّعَّانُوْنَ شُفَعَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

"অভিশাপকারীগণ কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও সাক্ষী হতে পারবে না।" *(সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৯৮)*

সুতরাং অভিশাপ দেয়া বড় পাপের কাজ। তাই স্বামী-স্ত্রী পরস্পর এমনকি সকলকেই এই বড় গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। ☒

চিনাদী পাড়া জামে মসজিদ

বেরাইদ, ৪২ নং ওয়ার্ড, বাড্ডা, ঢাকা

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

সম্মানজনক ও আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধাসহ নিম্নবর্ণিত পদসমূহে যোগ্য এবং দক্ষ জনবল নিয়োগ দেওয়া হবে।

ক্র.নং	পদের নাম	সংখ্যা	শিক্ষাগত যোগ্যতা	অভিজ্ঞতা
০১	পেশ ইমাম	১ জন	হাফেয, দাওরায়ে হাদীস/কামিল	১০ (দশ) বছর প্রসিদ্ধ কোনো মসজিদে ইমামতি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০২	সানি ইমাম	১ জন	হাফেয, দাওরায়ে হাদীস/কামিল	অন্তত ৫ (পাঁচ) বছর প্রসিদ্ধ কোনো মসজিদে ইমামতি করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৩	মুয়াজ্জিন	১ জন	হাফেয, আলিম/মিশকাত পর্যন্ত পড়া।	অন্তত ৫ (পাঁচ) বছর প্রসিদ্ধ কোনো মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
০৪	খাদেম	২ জন	দাখিল/এস.এস.সি এবং ইসলামী জীবনধারা অনুশীলনে অভ্যস্ত।	অন্ততঃ ৩ (তিন) বছর কোনো মসজিদে মুয়াজ্জিন হিসাবে দায়িত্ব পালনের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী : ১. প্রার্থীকে অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসারী হতে হবে। ২. পরিচিত একজন আহলে হাদীস আলেম-এর প্রত্যয়ন পত্র প্রযোজ্য। ৩. বিশুদ্ধ তিলাওয়াতকারী ও সুমিষ্ট কণ্ঠের অধিকারী হতে হবে। ৪. লেবাস-পোশাক ও আচার-আচরণে ভদ্র এবং মার্জিত স্বভাবের অধিকারী হতে হবে। ৫. প্রার্থীর পরিপূর্ণ জীবনবৃত্তান্ত আবশ্যক এবং আবেদনের সাথে সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজের ১ (এক) কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র ও প্রয়োজনীয় সনদ পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, আগামী ২৫ জুলাই'২০২৫ ইং তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদন পাঠানোর ঠিকানা :

মো. কায়সার আহমেদ
মোতাওয়াল্লী, চিনাদী পাড়া জামে মসজিদ
ই-মেইল : kayser101@yahoo.com

মো. নাজিম উদ্দিন
সহ-সভাপতি, চিনাদী পাড়া জামে মসজিদ
✆ ০১৮১৬০৪৮৯৭১, ই-মেইল : nazimpail@gmail.com

বিশ্বের বৃহত্তম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি আরবে

–আবু ফাইয়ায জি. রহমান

নারীশিক্ষার পথে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অবস্থিত প্রিন্সেস নূরাহ বিনতু ‘আব্দুল রহমান বিশ্ববিদ্যালয়। এটি বর্তমানে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে স্বীকৃত। প্রায় ৮ মিলিয়ন বর্গমিটার আয়তনবিশিষ্ট এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থী সংখ্যা, অবকাঠামো এবং সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে এক নজিরবিহীন অধ্যায়ের সূচনা করেছে।

প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও নামকরণ : এই বিশাল প্রতিষ্ঠানের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭০ সালে “Riyadh University for Women” নামে। পরবর্তীতে নারীর মর্যাদা ও ইতিহাসকে সম্মান জানাতে ২০০৮ সালে এটি প্রিন্সেস নূরাহ বিনতু আব্দুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় নামে পুনঃনামকরণ করা হয়।

প্রিন্সেস নূরাহ ছিলেন আধুনিক সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা কিং আব্দুল আজিজ আল সৌদের বড় বোন, যিনি প্রজ্ঞা, শিক্ষা ও নারীবান্ধব দৃষ্টিভঙ্গির জন্য কিংবদন্তি হয়ে আছেন।

শিক্ষা কাঠামো ও একাডেমিক পরিসর : বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ৩৪টি কলেজ, ১৫টি বিভিন্ন বিষয়ের অনুষদ, একাধিক গবেষণা কেন্দ্র এবং আন্তর্জাতিকমানের গ্রন্থাগার রয়েছে। এখানে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে শিক্ষা প্রদান করা হয়–

✦ চিকিৎসাবিজ্ঞান, ✦ নার্সিং, ✦ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ✦ মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান, ✦ কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি, ✦ শিক্ষা, ✦ ব্যবসা ও প্রশাসন, ✦ আর্টস ও ডিজাইন।

প্রায় ৫০,০০০-৫৩,০০০ নারী শিক্ষার্থী এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে থাকেন। এর মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্কলারশিপের মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ পান।

মেডিকেল সুবিধা ও গবেষণা : বিশ্ববিদ্যালয়টির অধীনে রয়েছে একটি ৭০০ বেডের পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল, যা শুধু শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা সেবাই নয়, মেডিকেল শিক্ষার প্রশিক্ষণ ক্ষেত্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও রয়েছে একাধিক বিশেষায়িত গবেষণা কেন্দ্র, যেখানে নারীদের স্বাস্থ্য, পরিবার, সামাজিক উন্নয়ন এবং প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা পরিচালিত হয়।

ক্যাম্পাস ও স্থাপত্য : বিশ্ববিদ্যালয়টির পুরো ক্যাম্পাসই এক অনন্য উদাহরণ–

✦ ৮ মিলিয়ন বর্গমিটার আয়তন, যার মধ্যে ৩ মিলিয়ন বর্গমিটার বিল্ট-আপ এরিয়া।

✦ নিজস্ব স্বয়ংক্রিয় পরিবহন ব্যবস্থা (অটো-ড্রাইভিং পিপল-মুভার), যা ক্যাম্পাসের বিভিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে।

✦ ভবনসমূহে রয়েছে mashrabiya আর্কিটেকচারাল স্টাইল, যা সৌদি ঐতিহ্য অনুযায়ী আলো ও বায়ু চলাচলে সহায়ক।

✦ পরিবেশবান্ধব নির্মাণের জন্য LEED সার্টিফিকেশন প্রাপ্ত (বিশ্বমানের পরিবেশ মানদণ্ড)।

বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক ভবনে সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ ও রিসাইক্লিং ব্যবস্থা ক্যাম্পাসটিকে আরও টেকসই করে তুলেছে।

নারীর সামাজিক ভূমিকা : এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– নারী শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক রূপান্তর। PNU কেবল উচ্চশিক্ষা প্রদান করে না; বরং এটি একপ্রকার সুরক্ষিত ও সম্মানজনক পরিসর, যেখানে নারী শিক্ষার্থীরা আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয়টি মেয়েদের জন্য একটি সমন্বিত জীবনধারা গড়ে তোলে যেখানে রয়েছে– ✦ আবাসিক হল, ✦ স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ✦ ক্র্যাচ সুবিধা (শিশুসন্তানদের জন্য), ✦ আর্ট গ্যালারি ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র।

সরকারি উদ্যোগে গঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় সৌদি নারীদের কর্মসংস্থানে যুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও ব্যবসা খাতে এখানকার গ্র্যাজুয়েটদের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়েছে।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে অবস্থান : বিশ্বের অন্যান্য নারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ✦ Ewha Womans University, দক্ষিণ কোরিয়া (প্রতিষ্ঠিত ১৮৮৬; ≈২৫,০০০ শিক্ষার্থী)। ✦ Banasthali Vidzapith, ভারত (৮৫০ একর; ≈১৫,০০০ শিক্ষার্থী)। ✦ Alzahra University, ইরান (≈৯,০০০ শিক্ষার্থী)।

তবে আয়তন, শিক্ষার্থী সংখ্যা, অবকাঠামো ও প্রভাব –এই চারটি সূচকে প্রিন্সেস নূরাহ বিশ্ববিদ্যালয় শীর্ষে অবস্থান করছে।

উপসংহার : প্রিন্সেস নূরাহ বিনত আব্দুর রহমান বিশ্ববিদ্যালয় নিছক একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয় –এটি সৌদি আরবের নারীশিক্ষা, সংস্কার এবং আধুনিকীকরণের প্রতীক। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রমাণ করেছে যে, সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিকল্পনার মাধ্যমে নারীর শিক্ষা ও ক্ষমতায়নের মাধ্যমে একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব। ☒

৬৬ বর্ষ ॥ ৩৭-৩৮ সংখ্যা ❖ ৩০ জুন- ২০২৫ ঈ. ❖ ০৪ মুহার্‌রম- ১৪৪৭ হি.

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর, সালাত টাইম ও ইসলামিক ফাইন্ডার-এর সময় সমন্বয়ে ২০২৫ ইং অনুযায়ী

দৈনন্দিন সালাতের সময়সূচি (জুলাই-২০২৫ ঈসায়ী)

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	যোহর	আসর	মাগরিব	‘ঈশা
০১	০৩ : ৪৮	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২১	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০২	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৩	০৩ : ৪৯	০৫ : ১৫	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৪	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৫	০৩ : ৫০	০৫ : ১৬	১২ : ০৩	০৩ : ২২	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৬	০৩ : ৫১	০৫ : ১৬	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৭
০৭	০৩ : ৫১	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৮	০৩ : ৫২	০৫ : ১৭	১২ : ০৪	০৩ : ২৩	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
০৯	০৩ : ৫২	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৫০	০৮ : ১৬
১০	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৬
১১	০৩ : ৫৩	০৫ : ১৮	১২ : ০৪	০৩ : ২৪	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১২	০৩ : ৫৪	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৩	০৩ : ৫৫	০৫ : ১৯	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৫
১৪	০৩ : ৫৫	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৯	০৮ : ১৪
১৫	০৩ : ৫৬	০৫ : ২০	১২ : ০৫	০৩ : ২৫	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৬	০৩ : ৫৬	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৪
১৭	০৩ : ৫৭	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৮	০৩ : ৫৮	০৫ : ২১	১২ : ০৫	০৩ : ২৬	০৬ : ৪৮	০৮ : ১৩
১৯	০৩ : ৫৮	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২০	০৩ : ৫৯	০৫ : ২২	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১২
২১	০৩ : ৫৯	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৭	০৮ : ১১
২২	০৪ : ০০	০৫ : ২৩	১২ : ০৫	০৩ : ২৭	০৬ : ৪৬	০৮ : ১১
২৩	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৬	০৮ : ১০
২৪	০৪ : ০১	০৫ : ২৪	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৫	০৪ : ০২	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৯
২৬	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৫	০৮ : ০৮
২৭	০৪ : ০৩	০৫ : ২৫	১২ : ০৫	০৩ : ২৮	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৮	০৪ : ০৪	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৪	০৮ : ০৭
২৯	০৪ : ০৫	০৫ : ২৬	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৬
৩০	০৪ : ০৫	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪৩	০৮ : ০৫
৩১	০৪ : ০৬	০৫ : ২৭	১২ : ০৫	০৩ : ২৯	০৬ : ৪২	০৮ : ০৫

সূচীপত্র

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش
ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. **25.00**

জাহেলিয়াতের বুনিয়াদ
মোরা ভাঙ্গবোই

কুরআন ও সুন্নাহর পতাকা তলে
ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠন আমাদের নিরন্তর প্রয়াস

১১তম কেন্দ্রীয় সম্মেলন ২০২৫

২ আগস্ট ২০২৫
শনিবার, সকাল: ৯:০০ টা

স্থান
আইডিইবি ভবন
১৬০/এ, ভিআইপি রোড
কাকরাইল, ঢাকা

প্রধান অতিথি

অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

সভাপতি, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস
প্রধান পৃষ্ঠপোষক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

আমন্ত্রিত মেহমান

বরেণ্য উলামায়ে কেরাম, শিক্ষাবিদ এবং জমঈয়ত ও শুব্বানের সর্বস্তরের দায়িত্বশীলবৃন্দ

সভাপতি

মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক

কেন্দ্রীয় সভাপতি, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ

info.shubbanbd@gmail.com ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪। www.shubbanbd.org

প্রফেসর ড. এম.এ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত